অষ্টবজ্র

পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক।

শ্রীযুক্ত গঙ্গেশকুমার চট্টোপাধ্যায়
প্রণীত।

প্রকাশক—
শ্রীশরৎচন্দ্র শীল।
১৫।৩নং লক্ষ্মীদত্তের লেন, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ,—১৩৩৪ সাল।

মূল্য ১।০ পাঁচসিকা।

প্রকাশক—

শ্রীশরচ্চন্দ্র শীল।

১৫।৩নং লক্ষ্মীদত্তের লেন,

পোষ্ট বাগবাজার, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—এস, সি, শীল।

অন্নপূর্ণা প্রেস।

১৪ নং লক্ষ্মীদত্তের লেন, কলিকাতা।

ভূমিকা

মহাভারতের বিরাটপর্ব্বে পাণ্ডবগণের আত্মপ্রকাশ সময়ে দুর্ব্বাসা-কর্ত্তৃক শাপগ্রস্তা উর্ব্বশী-অশ্বিনীরূপে মৃগয়ারত অবন্তী অধিপতি দণ্ডীর হস্তগত হয়। যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তবৎসল ভগবান—উর্ব্বশীর কাতর আহ্বানে—দুর্ব্বাসার অনুরোধে—ধর্ম্মপ্রাণ পাণ্ডবগণের ধর্ম্ম-পরীক্ষার—বিজয়দানে, দণ্ডীর নিকটে উক্ত অশ্বিনী প্রার্থনা করেন। দণ্ডী অশ্বিনী প্রদানে অনিচ্ছুক হইয়া ত্রিলোকের রাজদ্বারে আশ্রয়প্রার্থী হয়, শেষে কোনস্থানে আশ্রয় না পাওয়ায় মনস্তাপে—অপমানে—হতাশ হৃদয়ে জাহ্নবী-সলিলে জীবন বিসর্জ্জনে উদ্যত হয়, সেই সময় স্নানরতা সুভদ্রা-দেবী দণ্ডীর করুণ কাহিনী শ্রবণে—অভয়দানে, নিজ আশ্রয়ে আশ্রিত-দণ্ডীকে আশ্রয় দানে জগৎপতি ভ্রাতার প্রতিপক্ষতাচরণেও ভীত না হইয়া, স্বামীগণকে শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে ধর্ম্মরণে উত্তেজিত করিয়া দেখাইয়াছেন, যে জগতে আশ্রিত রক্ষাই শ্রেষ্ঠধর্ম্ম। অতএব সে ধর্ম্ম-রণে কৃষ্ণ-প্রাণ পাণ্ডবগণ কৃষ্ণসহ ত্রিলোক-বিরুদ্ধে দণ্ডীকে রক্ষার্থে কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়া—ভীষণ যুদ্ধে দেবগণকে পরাজিত করিলে, কৃষ্ণের আদেশে দেবগণ নিজ সম্মান রক্ষার্থে স্ব স্ব বজ্রধারণে পাণ্ডবগণকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইলে, রণচণ্ডী মূর্ত্তিতে আদ্যাশক্তি জননীও নিজ খড়্গাহস্তে রণ-ক্ষেত্রে উপস্থিত হন, এইরূপে রণক্ষেত্রে অষ্টবজ্রের একত্র সমাবেশে উর্ব্বশী শাপমুক্তা হইয়া অশ্বিনীরূপে ত্যাগ করিয়া সমরোদ্যত বীরগণকে যুদ্ধে নিরস্ত করেন. আশ্রিত-রক্ষা-পুণ্যে দেবগণের আশীর্ব্বাদে পাণ্ডবগণের অক্ষয়কীর্ত্তি জগদ্ব্যাপ্ত হয়। এ সকল পৌরাণিক ঘটনা—মনোমুগ্ধকর ভাব-ভাষা ও সঙ্গীতাদি প্রয়োগে পাঠকগণের মনোরঞ্জনার্থে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছি, এক্ষণে তাঁহাদের নিকট সমাদৃত হইলেই দীন লেখক নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিবে। ইতি—

পিপলন }
বর্দ্ধমান }

বিনীত—

শ্রীগণেশকুমার চট্টোপাধ্যায়।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ

মহাদেব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, পবন, বরুণ, হুতাশন, ষড়ানন, অশ্বিনীকুমার-দ্বয়, সূর্য্য, চন্দ্র, যম, শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, কর্ম্মানন্দ, দুর্ব্বাসা, সাত্যকি, মদন, দণ্ডী (অবন্তীরাজ), রুক্মী (বিদর্ভরাজ), জরাসন্ধ (মগধরাজ), শিশুপাল, দন্তবক্র (চেদীশ্বর), ভীষ্ম, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, ধৃতরাষ্ট্র, সঞ্জয়, বিদুর, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ, শকুনি, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, সৃঞ্জয়, বিরাট, পাঞ্চাল, মন্ত্রী, সেনাপতি, বয়স্য, ব্রাহ্মণগণ, শিষ্যগণ, বনবাসীগণ, পরিচারক, প্রতিহারী, প্রহরী প্রভৃতি।

স্ত্রী

রম্ভা, উর্ব্বশী, অলকা (দণ্ডীর স্ত্রী), অস্তি, (জরাসন্ধের কন্যা), শ্রুতশ্রবা (শিশুপালের মাতা), সুভদ্রা, কুন্তী, অপ্সরাগণ, নর্ত্তকীগণ, পরিচারিকাগণ, বনবাসিনীগণ, সেবিকাগণ ইত্যাদি।

প্রস্তাবনা।

অমরা—সভা।

ইন্দ্রাদি দেবতাগণ ও অপ্সরাগণের প্রবেশ

ইন্দ্র। অমরায় সুসজ্জিত দেবতার সভা,
দেবগণ আনন্দিত—পুলকিত চিত,
বিশ্রাম—বিলাস সুখে - এই ত সময়।
সুন্দর জ্যোছনামাখা সুন্দরী যামিনী,
সুন্দর সে শশধর গগণের কোলে,
মাঝে মাঝে পাপিয়া ঝঙ্কার,
কোকিলের কুহু কুহু তান,
প্রেমানন্দে মাতায় পরাণ।
মন্দ মন্দ গন্ধবহ পুষ্প-গন্ধ ল'য়ে
দিতেছে ছড়ায়ে যেন ত্রিদিব নগরে।
হাস্যময়ী অমরা নগরী,
হাস্যময় দেবতার প্রাণ,
এমন আনন্দকালে আনন্দ-দায়িনী
অপ্সরার নৃত্য-গীত অতি মনোরম!
গাও ত মেনকা, রম্ভা, উর্ব্বশী প্রভৃতি!
বিমোহন নর্ত্তন—সঙ্গীতে,
বিমোহিত কর দেবগণে;
সুধা ধারা ঢালিয়া শ্রবণে।

অপ্সরাগণ।—[নৃত্যসহ]   গান।

ওই ভেসে আসে বসন্তে মলয় বায়।
মৃদু মন্দ মধুর স্নিগ্ধ হ'য়ে পরশিছে বিরহী-কায়॥
ফুটেছে কুসুম, ছুটেছে গন্ধ, মেতেছে অলি লোভে মকরন্দ,
গুণ গুণ গানে প্রণয় আনন্দ, প্রেমিক প্রেমিকার হৃদয় মাতায়॥
শাখে বসি গাহে পাখী গান, ভেসে আসে তটিনীর কুলু কুলু তান,
আবেশে আকুল—বিহ্বল প্রাণ প্রাণনাথ বিনে যায়—যায়—যায়॥

দুর্ব্বাসার প্রবেশ।

দুর্ব্বাসা। জয় হ'ক্ দেবেন্দ্র বাসব!
সুখে বসবাস কর অমরায়
আত্মীয়, বান্ধব পুত্র পৌত্র ল'য়ে
মহানন্দে অতিপাত করহ জীবন।

ইন্দ্র। কে? মহর্ষি দুর্ব্বাসা?
তাপস কুল প্রধান সাধক রতন!
অলঙ্কৃত কর সিংহাসন।
পাদ্য অর্ঘ্য দানে করিব পূজন।
লহ, ঋষি! বাসবের সভক্তি প্রণাম।

[প্রণাম]

দুর্ব্বাসা। বিনয়, সৌজন্য, শিষ্ট আচরণে
তুষ্ট আমি রাজা শতক্রতু!
আশীর্ব্বাদ করি সুরেশ্বর!
শান্তি তৃপ্তি লাভ কর তুমি গুণধাম!

দেব-প্রজা পালহ যতনে,
ভক্তি রাখি পূজনীয় গণে।
সোণার অমরা তব তোমারি সদ্‌গুণে,
ভোগ কর ত্রিদিবের অতুল বিভব।

ইন্দ্র। কহ শুনি ঋষিবর!
অসময়ে কি কারণে দেব-সভা মাঝে?
আছে কি হে প্রয়োজন কিছু,
অভাজন ইন্দ্রের নিকটে?

দুর্ব্বাসা। স্বর্গপতি, শচীকান্ত, সুরেন্দ্র বাসব!
নাহি কোন প্রয়োজন তব সন্নিকটে,
বিশেষ কারণে কোন আসি নাই হেথা;
কর্ম্মশূন্য এবে আমি—
যোগাসনে বিশুষ্ক জীবন—
ইচ্ছা হ'ল দেখে আসি দেবরাজে,
শুনে আসি সভায় তাহার
মনোহর অপ্সরা—সঙ্গীত!
বড় ইচ্ছা দেবরাজ!
বিলাস—আনন্দে ভাসি
নৃত্য-গীতে তৃপ্তি লভিবারে;
পূর্ণ কর তাপসের বাঞ্ছা।
তব অপ্সরাগণের মধ্যে
নৃত্য-গীত সুনিপুণা আছে যে সুন্দরী,
তাহারেই কর—অনুমতি
নৃত্য-গীতে তৃপ্তি দান করিতে আমায়।

সন্তুষ্ট করিলে মোরে কলা বিদ্যাদ্বারা
আশীর্ব্বাদে তুষিব তাহারে।

ইন্দ্র। সমাগত সভামাঝে যে সব অপ্সরা,
তার মাধ্যে প্রধানা উর্ব্বশী,
এই কার্য্য সম্ভব তাহার।
সেই নৃত্য-গীতে সুনিপণা,
তাহারেই করি অনুমতি,
তব চিত্ত বিনোদন হেতু।

দুর্ব্বাসা। যে পারিবে নৃত্য-গীতে তুষিতে আমায়,
যেই নারী তব প্রধানা নর্ত্তকী,
তাহারেই কর অনুমতি,
অসম্মতি কিছু নাহি তাহে।

ইন্দ্র। অপ্সরা প্রধানা তুমি উর্ব্বশী রূপসী!
মহর্ষি দুর্ব্বাসা আজ সমাগত হেথা,
শুনিবারে তব নৃত্য—গীত।
পরিতৃপ্ত করহ তাপসে,
মধুর সঙ্গীত ধারা করিয়া সিঞ্চন।
তুষিতে পারিলে ঋষিবরে,
আশীর্ব্বাদ পুরস্কার পাইবে নিশ্চয়।
পরম সাধক—তপস্বী দুর্ব্বাসা,
বাক্য সমুদয় সিদ্ধ তাঁর,
তুষ্ট হ'য়ে দানিলে আশীষ,
অনন্ত সৌভাগ্য লাভ হইবে তোমার।

উর্ব্বশী। [স্বগত]

এই শুষ্কাকার বিকৃত বদন

প্রেত সম প্রতিমূর্ত্তি দুর্ব্বাসা তাপস,

কি বুঝিবে নৃত্য-গীত মোর ?

নীরস—বিশুষ্ক—তাপস প্রাণ,

সর্ব্বশ্রেষ্ঠা নর্ত্তকী উর্ব্বশী অপ্সরার

নর্ত্তন—সঙ্গীত লীলা কেমনে বুঝিবে ?

রুক্ষ কেশ—শুষ্ক দেহ—জটা বিমণ্ডিত

বিলাস বাসনা বিবর্জ্জিত—কদাকার

কিম্ভূত কিমাকার—কুৎসিত আকৃতি !

হেরি ওই তাপসের মুখ-প্রতিকৃতি

হাস্য সম্বরিতে নারি—

কেমনে গাহিব গান—করিব নর্ত্তন

সভ্যতা বিহীন এই মর্কটের পাশে ?

দুর্ব্বাসা। আরে রে অহঙ্কৃতা প্রগল্‌ভা রমণী !

স্বর্গ-বারাঙ্গনা হ'য়ে এতই স্পর্দ্ধিতা ?

দুর্ব্বাসার প্রতিকৃতি মর্কটের মত

কুৎসিত—কদাকার ভাবি মনে মনে

নৃত্য-গীতে ইচ্ছা নাহি হয় ?

শোন্ তবে দুশ্চারিণী দুর্ব্বাসার বাণী—

যে, রূপ-গৌরবে অহঙ্কৃতা হ'য়ে

হেয় চক্ষে হের দুর্ব্বাসায়,

সেই, রূপ তব হইবে বিকৃত মম অভিশাপে,

যেই রূপ-গর্ব্বে দুর্ব্বাসারে কর অবহেলা,

সেই রূপ তব হইয়া বিধ্বস্ত,
অশ্বিনীর রূপে কর বিচরণ
মর্ত্তধামে করিয়া গমন।
তোর মত দুর্ব্বিনীতা-দুশ্চরিত্রা নারী
স্বর্গে থাকিবার উপযুক্তা নহে
অশ্বিনী আকারে যাও মর্ত্তধামে।

[কম্পন

উর্ব্বশী। হায়! হায়! কি করিলে ঋষি!
কেন হেন দিলে অভিশাপ
জ্ঞানহীনা অবলার প্রতি!
ক্ষমা কর ঋষিবর! ধরি শ্রীচরণে,
কর নিজগুণে শাপে অব্যাহতি।

[পদধা

দুর্ব্বাসা। দুর্ব্বাসার অভিশাপ ব্যর্থ নাহি হবে,
নিজ কর্ম্মোচিত ফল পাইবি পাপিনী!
অবশ্যই যেতে হবে মরত মাঝারে,
ধরিয়া অশ্বিনী রূপ ভ্রমিবি কাননে,
নিষ্কৃতি না পাবি অভিশাপে!

ইন্দ্র। ঋষিবর! মিনতি আমার,
উর্ব্বশীর কর শাপোদ্ধার;
নতুবা অপ্সরা দল মোর
নায়িকা বিহীন হ'য়ে হইবে শ্রীহীনা।

দুর্ব্বাসা। দুর্ব্বাসার অভিশাপে নাহি অব্যাহতি,
বর্ণে বর্ণে বাক্য তার হইবে সফল!

অশ্বিনী আকারে যেতে হবে উর্ব্বশীরে
মর্ত্তধামে ভ্রমিতে কাননে।

ইন্দ্র। জানি প্রভু!
তব বাক্য অব্যর্থ সংসারে
ফলিবে নিশ্চয় তব অভিশাপ-বাণী।
তবু প্রভু, পদে ধরি, করি অনুনয়

[পদধারণ]

উর্ব্বশীর শাপ বিমোচনে কর সদুপায়।

দুর্ব্বাসা। ওঠ দেবরাজ। তব অনুনয়ে,
শাপ মোচনের করিব উপায়।
দিবসে অশ্বিনীরূপে ভ্রমিয়া কাননে
সন্ধ্যা সমাগমে পাবে নিজরূপ।
অষ্টবজ্র সম্মিলন হবে যেইদিন,
সেই দিন উর্ব্বশীর হইবে উদ্ধার।

উর্ব্বশী। কহ ঋষি! কৃপা প্রকাশিয়া
কেমনে সে অষ্টবজ্র হবে সম্মিলন?
না বুঝিয়া, অপরাধ করেছি চরণে,
আমার উদ্ধার ভার লহ নিজগুণে।

দুর্ব্বাসা। যাও, মর্ত্তধামে ভুঞ্জ অভিশাপ,
লইলাম আমি তব উদ্ধারের ভার।
আসি দেবরাজ!
আনন্দ লভিতে আসি
কর্ম্ম ব্যাপদেশে হই বিজড়িত।
যাই তবে কর্ম্ম সম্পাদনে।

ইন্দ্র। প্রণিপাত দুর্লভ চরণে।

[সকলের প্রণাম]

দুর্ব্বাসা। পূর্ণ হ'ক্ বাসনা সবার
হবে ত্বরা অশ্বিনী-উদ্ধার।

[সকলের প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাজসভা।

রাজ-সিংহাসনে মহারাজ দণ্ডী, পার্শ্বে মন্ত্রী, সেনাপতি ও বয়স্যের প্রবেশ।

দণ্ডী। মন্ত্রিবর! রাজ্যের সমস্ত মঙ্গল ত?

মন্ত্রী। হাঁ, মহারাজ! বর্ত্তমানে রাজ্যের কোনরূপ অমঙ্গল নাই, রাজ্যবাসী প্রজাগণ সকলেই নিরাপদ কুশলে অবস্থান কর্‌ছে। আপনার সুশাসনে রাজ্যে কোন অশান্তি—উচ্ছৃঙ্খলা-উপদ্রব, কিছুই নাই। অন্নাভাব, জলাভাব, ব্যাধির প্রকোপ, অকালমৃত্যু, নাই। রাজ্যের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল।

দণ্ডী। আমার বিরুদ্ধে কেউ কোনরূপ ষড়যন্ত্র কর্‌ছে না ত, সেনাপতি?

সেনা। দোর্দ্দণ্ড প্রতাপবান্ মহারাজ দণ্ডীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর্‌তে সাহস পায়, এমন মহাবলেন্দ্র কেউ নাই। আপনার নিয়ম—শৃঙ্খলায় সুশাসিত এই শান্তিময় সাম্রাজ্যের মধ্যে কোনরূপ অভাব

অনটন বা অশান্তি কিছুই নাই। যথাকালে সুবৃষ্টি বর্ষণ হচ্ছে—রাজ্যে শস্যাদি প্রচুর সমুৎপন্ন, প্রজার গৃহে গৃহে মা কমলা বিরাজিতা, এ রাজ্য এখন শান্তির শীতল আশ্রয়ে অবস্থিত।

দণ্ডী। কোন অরাতি প্রকাশ্যে বা গোপনে আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত হয় নাই ত?

সেনা। কার এত সাহস যে, আপনার বিপক্ষে মাথা তুলে দাঁড়ায়? বিশেষতঃ আমার এই এই সুদৃঢ় বিশাল বাহুর শক্তি-প্রভাব ত কারু অবিদিত নয়, তবে কে সাধ ক'রে স্বেচ্ছায় মৃত্যুর ঔষধ গলায় বাঁধ্‌বে?

দণ্ডী। যাক্, তাহ'লে আমি একবার নিশ্চিন্তভাবে বিলাস-আনন্দে প্রমত্ত হ'তে পারি?

বয়স্য। আজ্ঞে হাঁ মহারাজ! একবার আমোদ আহ্লাদ করুন—কেবল রাজ্যের ভাবনা ভেবে ভেবে—যুদ্ধ হাঙ্গামার মধ্যে ছুটোছুটি ক'রে আপনার তেমন সরল-সরস প্রাণ, নীরস-নিষ্প্রেম—নির্জ্জীব হ'য়ে উঠেছে, তাকে একটু তোয়াজ করুন—ফূর্ত্তি দিন, তা হ'লে দেখ্‌বেন এখনই কি একটা ভয়ানক রকমের কাণ্ড বেধে যায়?

দণ্ডী। কি ভয়ানক কাণ্ড বাধ্‌বে বয়স্য?

বয়স্য। সে যখন বাধ্‌বে তখন টের পাবেন। আপাততঃ মহারাজ! এই পেটুক ব্রাহ্মণের জন্য কিছু সেবার ব্যবস্থা ক'রে দিন। আমার জঠরানল দাবানলের মত ধূ ধূ ক'রে জ্ব'লছে—পেটের জ্বালায় হু হু ক'রে মরছি—খেঁটের বন্দোবস্ত করুন মহারাজ, নৈলে এখনই প্রাণটা মাঠে মারা যাবে মহারাজ!

সেনা। বয়স্য মশায়ের কেবল আহারের চেষ্টা?

বয়স্য। আহার নৈলে কি দেহের বাহার হয়? আহার না করলে দেহ রক্ষা হবে না—দেহ রক্ষা না হ'লে প্রাণ রক্ষা হবে না—

প্রাণ রক্ষা না হ'লেই, নাম রক্ষা হ'ল না—নাম রক্ষা না হ'লেই তখন মরণ পথে যেতে হ'ল—ব্যস্—সব শেষ! তাই আহারের চেষ্টাতে সর্ব্বদাই থাকি। আমিই আহার করি, আর মশায়রা বুঝি অনাহার করেন?

মন্ত্রী। আমরাও আহার করি বটে, কিন্তু আপনার মত অত আহার-প্রিয় নই।

বয়স্য। আজ্ঞে হাঁ, মন্ত্রী মশায়! যা বল্‌ছেন? হাজার হ'ক্— মন্ত্রীর মাথা কি না? বলি—মাছ খায় সব পাখীতেই, ধরা পড়েছে মাছরাঙ্গা. সেই-ই মাছ খাওয়ার জন্য যেমন দোষ পায়, আমারও তেমনি ঘটেছে। আহার করেন সব মহাশয়ই, কেবল ধরা পড়েছি আমি?

মন্ত্রী। আপনার মত অমন অসম্ভব আহার ত আর আমরা করি না? আমরা পরিমিত ভোজী, আর আপনি যে অপরিমিত ভোজী অর্থাৎ কি না—"পেটুক"।

বয়স্য। কি বল্‌লেন? আমি পেটুক না আমি ভাগ্যবান্? যে অতিরিক্ত ভোজন ক'রে পরিপাক করে, সে ভাগ্যবান্—বলবান— রূপবান—গুণবান। যে অল্প খায়. তার অগ্নির ঘর মন্দা হ'য়ে অম্বলের ব্যায়রাম হয়েছে। আপনারা যে অম্বুলে রোগী, খাবেন কোত্থেকে? খাবার ভাগ্য থাকা চাই।

সেনা। তাব'লে আপনার মত খাবার ভাগ্যে আমাদের দরকার নেই। ও রকম খাবার যদি আপনার মত আর একজনকে দিতে হয়, তাহ'লেই রাজ-সংসার ওজোড় হ'য়ে যাবে।

বয়স্য। আমি আর এমন কি বেশী খাই, আমি ত বাহাত্তুরে খাই, কি না—যা খাই, সব বাহাত্তর—বাহাত্তর খাই। যথা বাহাত্তর সের চিঁড়ে বাহাত্তরসের মুড়্‌কী, বাহাত্তর সের গুড়, বাহাত্তর সের দই, বাহাত্তর সের

জল, এই রকম খাই আর কি? মোটে নয় মণ, তাই আমার নাম ন'মুণে কার্ত্তিক।

সেনা। আচ্ছা বয়স্য মশায়! আপনার মত এমন ভোজন প্রিয়—এইরূপ ন'মুণে কার্ত্তিক আর কেউ জগতে আছে কি?

বয়স্য। ন'মুণে নাই বটে, কিন্তু আমার চেয়ে অনেক বেশী খায়—এমন লোক একজন আছে।

দণ্ডী। সে কে বয়স্য?

বয়স্য। আজ্ঞে সেই—যে বাহান্ন পৌটি ধানের খই খেয়ে—বাহে ফিরে মলয় পর্ব্বত বানিয়েছিল, সেই পাণ্ডুরাজার মেজো ছেলে ভীম। উহু—হু—হু! ঐ জন্যেই ত ঐ পোড়া নামটা কর্‌তে চাই না। উহু—গেলেম মহারাজ! গেলেম!

দণ্ডী। কি হ'ল বয়স্য?

বয়স্য। আর কি হ'ল—বুঝি মর্‌তে হ'ল। মলয় পর্ব্বতের নাম ক'রে মহা বিপদে পড়েছি। মলয় বাতাস গায়ে লেগে প্রাণ-মন-লয় লয়। বসন্ত হয়—হয়—কিন্তু নাচউলী—কৈ? মহারাজ! নাচউলী ডাকুন, নৈলে ব্রহ্মহত্যা হবে। মলয় বাতাসে জ্বালা জুড়াতে নাচ-উলী ডাকুন। দোহাই—দোহাই—মহারাজ!

মন্ত্রী। আহার ভুলে গেলেন যে?

বয়স্য। আহার ভুলি নেই, কেবল "আ টা" ভুলেছি, হারটা ঠিকই আছে। কেবল "আ" এর যায়গায় "বি" বসেছে। ছিল আহার এখন হ'ল বিহার। হার ঠিক আছে। এই গলায় যে হার, মহারাজের দেওয়া উপহার। দেহের ভিতরে আছে যত হাড়—তাদের মহারাজ পুষ্ট কর্‌তে যোগাচ্ছেন আহার, এখন মলয় বাতাসে বসন্ত বাহার এসে বিহার দেখা দিয়েছে, মহারাজ! নাচউলীদের নাচ গান শুনিয়ে সুস্থ করুন।

মন্ত্রী। ব্যস্ত হবেন না, ঐ দেখুন—সেই কমকণ্ঠা কামিনীগণ কেমন কমলের মত ফুটন্ত মুখে গান গাইতে গাইতে আসছে।

গীতকণ্ঠে নর্ত্তকীদের প্রবেশ

নর্ত্তকীগণ।—[নৃত্যসহ]　　　　গান।

চমকে চমকে ঠমকে ঠমকে
দামিনী দমকে আয় লো কামিনী।
তোষ' প্রাণ বঁধু,　　দাও প্রেম-মধু—
সুরথ-সিন্ধু দান কর সারা যামিনী॥
নয়নে নয়নে রাখ, হৃদয়ে হৃদয়ে থাক
ভালবাসা নিয়ো না ক' শুধু ভালবাসা দিও ভামিনী॥
পরকীয়া, যে প্রণয়, ভেবো না লো বিষময়,
যদি মনের মত হয়, প্রেমিকা রমণী,—
পুরুষ প্রেমিক বর, রসিক সুন্দর নাগর,
রাখে তারে বুকের উপর করিয়ে নয়ন-মণি॥

[প্রস্থান।

দণ্ডী। বয়স্য! কেমন শুন্‌লে? সুস্থ হয়েছ ত?

বয়স্য। আজ্ঞে, নারীর নাচ গানে সুস্থ হয় না, এমন অসুস্থতা কিছুই নাই, মহারাজ! আমি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়েছি, মলয় বাতাসের জ্বালাও ভুলেছি।

দণ্ডী। তবে যাও, শীঘ্র আহারাদি শেষ ক'রে এস, আমার সঙ্গে মৃগয়ায় যেতে হবে। সেনাপতি! এই নিশ্চিন্ত—কর্ম্মহীন সময়ে মৃগয়া আনন্দ উপভোগ করতে ইচ্ছা হচ্ছে; তুমি মৃগয়া যাত্রার আয়োজন কর।

বয়স্য। আর মন্ত্রী মশায়! আমায় ভোজনাগারে নিয়ে গিয়ে, পাচককে ব'লে চর্ব্ব চুষ্য লেহ্য—পেয় ভোজনের আয়োজন ক'রে দেবেন, কেমন মহারাজ?

দণ্ডী। আচ্ছা, তাই হবে। মন্ত্রী!

মন্ত্রী। আজ্ঞা করুন মহারাজ!

দণ্ডী। পাচককে ব'লে দিয়ে এস—বয়স্যকে যেন উত্তমরূপে ভোজ্য দানে পরিতৃপ্ত করে।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞে।

বয়স্য। হাঃ হাঃ [হাস্য] এমন না হ'লে কি রাজার হুকুম বলে। চলুন মন্ত্রী মহাশয়! আজ একবার বহুদিন পরে আদা জল খেয়ে সেবায় লাগা যাক্ গে। আজ রাজবাড়ীর আহার! কত রকম খাবার এসে পাতে পড়্বে—আর আমিও টপাং টপাং ক'রে মুখে ফেল্‌ব।

হে অনাহারী দ্বিজের উদর!
সঙ্কীর্ণতা পরিহরি হও পরিসর,
পাবে বহুবিধ খাদ্য রসাল—রসাল
রাজার ভোজনাগার হ'তে।
যত ইচ্ছা—যাহা পার খাও দম ভ'রে।
সন্দেশ, মিঠাই, বঁদে জিলাপী, কচুরী,
পানতুয়া, রসগোল্লা, ন্যাংচা, খাজা, গজা,
মোহন ভোগের সনে চক্রাকার লুচি,
সর্ব্বশেষ দই, ক্ষীর, মালাই, রাব্‌ড়ী
দেদার পড়িবে পাতে খাও হরদম।
আকণ্ঠ করিয়া—আহার
হও যদি তুমি সদদম হে ক্ষুধার্ত্ত পেট!

ছেড়ো না—ছেড়ো না তবু খেঁট,
হরদম গবাগব পুরাও উদর
যায় যাবে দম ফেটে বহুতাচ্ছা তায়।
আসুন—আসুন মন্ত্রী মহাশয়।

মন্ত্রী। আজ্ঞে হাঁ, আসুন—আমার সঙ্গে !

[বয়স্য সহ প্রস্থান।

দণ্ডী। আজ মৃগয়া যাবার আয়োজন করতে ব'লে অবধি আমার দক্ষিণ চক্ষু—স্পন্দিত—দক্ষিণ হস্ত—পদতল কণ্ডুয়মান হচ্ছে ! প্রাণে কেমন যেন অব্যক্ত অপূর্ব্ব আনন্দ রসের সঞ্চার হচ্ছে। জানি না কেন আজ এমন ভাবোদয় হচ্ছে ? বিশ্বপতি ! তোমার উদ্দেশ্য তুমিই জান। যাই, মৃগয়া যাত্রায় প্রস্তুত হই গে।

[প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে পরিচারক ও পরিচারিকার প্রবেশ।

উভয়ে।—[নৃত্যসহ]　　গান !

সপাসপ ঝাড়ু দিয়ে সাফ কর রাজদরবার।
ময়লা মাটী—জঞ্জাল তুলে কর্ না সভা পরিস্কার॥

স্ত্রী।— আমি দুইহাতে ঝাঁটা চালাই,
পুরুষ।— আমি ভিস্তী খুলে পানি ছিটাই,
উভয়ে।— হাত চালিয়ে কাজ সেরে নে চল্ ঘরে যাই—
আর বেলা নাই, সুয্যি মামা ডুব্‌ল এবার॥

স্ত্রী।— এই ত আমি সেরে নিয়েছি ঝাড়ু দেওয়া,

পুরুষ।— পানি ছিটান শেষে হব ঘর মুখো যাওয়া,

উভয়ে।— বানিয়ে ডাল রুটী খাওয়া, আর শোওয়া,

ছেঁড়া চেটায়, দড়ির খাটে হয় রাত কাবার॥

স্ত্রী।— আমাদের তাতেই সুখ বাসি,

স্ত্রী-পুরুষে থাকি পাশাপাশি,

আমাদের বেজায় ভালবাসাবাসি,—

পুরুষ।— যাদের নাগর হয় প্রবাসী—

তারা রয় উপবাসী—

তাদের চেয়ে আমরা আজি কি সুখে আছি ;

তারা সব গাড়ী—চ'ড়ে, খাটায় মোদের ভূতের ব্যাগার॥

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দ্বারকা—কক্ষ।

একাকী শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করিতেছিলেন

শ্রীকৃষ্ণ : ত্যজি' লীলাভূমি বৃন্দাবন ধাম,
ব্রজলীলা করি অবসান,
মথুরার খেলা করি সমাধান
আসিয়াছি দ্বারকায় নিশ্চিন্ত বিশ্রামে।
কিন্তু হায়! কোথায় বিশ্রাম মোর?
অনন্ত বিশাল ভব কর্ম্মক্ষেত্রে
বহু বহু কর্ম্ম ওই রয়েছে সম্মুখে!
আমি কৃষ্ণ ব্রাহ্মণের দাস,
ব্রাহ্মণের তরে কৃষ্ণ সতত জাগ্রত,
সেই ব্রাহ্মণের মনস্তাপে
মর্ম্মাহত আমি,
বসি দ্বারকায় শান্তি-সুখাসনে।
মহর্ষি দুর্ব্বাসা ক্ষণক্রোধী অতি,
সেই হেতু আনন্দ লভিতে গিয়া
উর্ব্বশীরে অভিশাপ করিয়া প্রদান,
এবে তার শাপোদ্ধারে বিকৃত মস্তিষ্ক
আসিছেন দ্বারকা নগরে!
সাত্যকি! সাত্যকি!

সাত্যকির প্রবেশ।

সাত্যকি। [অভিবাদনান্তে] কি আদেশ, প্রভু ?

শ্রীকৃষ্ণ। মহাতপা দেবর্ষি দুর্ব্বাসা
এসেছেন দ্বারকায় মোর অন্বেষণে,
সসম্ভ্রমে করিয়া যতন
ল'য়ে এস তাঁরে মম সন্নিধানে।

সাত্যকি। শিরোধার্য্য অনুমতি প্রভু !
যাই তাঁরে সসম্মানে আনিতে সভায়।

[প্রস্থান

শ্রীকৃষ্ণ। দেবে না বিশ্রাম মোরে ধূর্ত্ত কালচক্র।
এসেছে কর্ম্মের ভার সম্মুখে ধরিয়া।
ওই সুবিশাল ভব-কর্ম্মক্ষেত্র
সুপ্রশস্ত পতিত রয়েছে।
ওই বাজে গম্ভীর নিঃস্বনে,
নিয়তির বিজয় দুন্দুভি—
"কর্ম্মী কেবা আছ কর্ম্মে লিপ্ত হও !"
কর্ম্ম—কর্ম্ম ! কোন্ কর্ম্ম করিব সাধন ?
অনন্ত কর্ম্মের স্রোত বেগে ব'য়ে যায়,
কে রোধিবে সে গতি তাহার।
আমি—আমিই রোধিব গতি তার।
আমিই করিব সব কর্ম্ম অবসান
কর্ম্মীরূপে কর্ম্মক্ষেত্র মাঝে দাঁড়াইয়া ;
এস কর্ম্ম ! কর্ম্মীর নিকটে।

সাত্যকি সহ দুর্ব্বাসার প্রবেশ।

সাত্যকি। প্রভু! আদেশে তোমার
সসম্মানে আনিয়াছি দুর্ব্বাসা ঋষিরে;

শ্রীকৃষ্ণ। [গাত্রোত্থান করিয়া]
আসুন হে তপোধন! বসুন আসনে,
প্রণিপাত লহ কেশবের। [প্রণাম]

দুর্ব্বাসা। [হাত ধরিয়া তুলিলেন] এ কি কৃষ্ণ!
এ আবার কি রহস্য তব?
দুর্ব্বাসার উপাস্য যে তুমি নারায়ণ!
প্রণিপাত মোরে সাজে কি তোমার?
একেই পাপের ভারে পূর্ণ দেহ তরী,
তাহে তুমি বিশ্বের-প্রণম্য নিধি
প্রণমিয়া মোরে কেন কর পাতকের ভাগী?

শ্রীকৃষ্ণ। হেন বাণী কেন শুনি মহাতপোধন!
জানেন না কৃষ্ণের অন্তর?
ব্রাহ্মণের দাস্য পাশে চিরবদ্ধ আমি,
ভৃগু পদাঘাত চিহ্ন বক্ষে মোর,
অনায়াস লব্ধ রত্ন সম তাই।
ব্রাহ্মণে প্রণাম করি আমি ক্ষত্ররাজা।
কিবা দোষ তাহে তপোধন?
বঞ্চনা ক'রো না দাসে দাও পদরজঃ!

দুর্ব্বাস। ক্ষমা কর দ্বারকা-ঈশ্বর কৃষ্ণ!
জ্বালার উপর আর বাড়ায়ো না জ্বালা।
নিজকৃত কর্ম্মদোষে দহমান আমি

সততই অনুতাপানলে;
তাহে পুনঃ কেন প্রভু, দাও মনস্তাপ?
ত্রিতাপে তাপিত তনু অনুক্ষণ মোর,
ত্রিতাপ নিবারি হরি!
কর মোর এ তাপ মোচন।

শ্রীকৃষ্ণ। কেন প্রভু! কি কারণে অনুতপ্ত এত?
যোগ সিদ্ধ মহান পুরুষ যেবা,
কোন তাপে হয় না সে তাপিত কখন,
নিজ পথচ্যুতি বিনা?

দুর্ব্বাসা। সত্য কৃষ্ণ! পথচ্যুতি ঘটেছে আমার
তাই এই অনুতাপ তোমার ইচ্ছায়।
ব্রহ্ম-উপাসক ব্রাহ্মণের বংশে
জনম লভিয়া আমি,
করিয়াছি অবহেলা দ্বিজের কর্ত্তব্য।
বৈরাগ্য বাসনা ত্যজি কর্ম্ম শূন্যকালে,
বিলাসে মজিতে গিয়া অনর্থ সাধন!
কর প্রভু, কর্ম্মদোষ প্রতীকার মোর,
কলঙ্কের হাতে দাও অব্যাহতি,
নাশ কর ত্রিতাপ-উত্তাপ,
নিভাও এ অনুতাপ অনল ভীষণ!

শ্রীকৃষ্ণ। কি হয়েছে প্রকাশিয়া কহ তপোধন?
আমি জুড়াইব তব ত্রিতাপের জ্বালা,
নিভাব আমিই তব অনুতাপ বহ্নি!
এ বিশ্ব কর্ম্মময়—কর্ম্মী মোরা সব;

কর্ম্ম শূন্য—হবে যে যখন
কর্ম্ম-কর্ত্তা নব কর্ম্ম করিবেন দান,
কর্ম্মীজনে আত্মতৃপ্তি হেতু।
কহ কিবা কর্ম্ম-ব্যাপদেশে
কোন্ সুমহান্ কর্ম্মক্ষেত্রে গিয়া,
ঘটিয়াছে কি প্রকারে কোন্ কর্ম্মদোষ ?

দুর্ব্বাসা। ক্ষণ ক্রোধী দুর্ব্বাসার রোষ
কর্ম্মদোষ করেছে সৃজন।
গিয়াছিনু ইন্দ্রের সভায়
নৃত্য-গীত শুনিবার তরে,
উর্ব্বশীর ব্যাঙ্গোক্তি অন্তরে বুঝিলাম
অভিশপ্তা করিলাম তারে,
স্বর্গ হ'তে মর্ত্তে পাঠাইয়া বনে।

শ্রীকৃষ্ণ। কিবা অভিশাপ দানে স্বর্গ-অপ্সরায়
মর্ত্তধামে পাঠালেন বনে ?

দুর্ব্বাসা। দিবসে অশ্বিনীরূপে করিয়া ভ্রমণ
সন্ধ্যা-সমাগমে পাবে নিজ রূপ।

শ্রীকৃষ্ণ। শাপোদ্ধারে কি উপায় রেখেছেন তার ?

দুর্ব্বাসা। অষ্টবজ্র সম্মিলনে অশ্বিনী-উদ্ধার।
সেই অষ্টবজ্র সম্মিলন ভার,
উর্ব্বশীর অশ্বীরূপ উদ্ধারের ভার,
দুর্ব্বাসার বড়ই দুর্ব্বহ ভার,
হে ভূভার হরণকারী ! ধর ভার দুর্ব্বাসার।
কর ত্রাণ কর্ম্মদোষে মোর।

বিপন্ন ব্রাহ্মণ আমি,
নিরুপায়—অবসন্ন—হ'য়ে
তোমার শরণাপন্ন, প্রভু!

শ্রীকৃষ্ণ। হে ব্রাহ্মণ!
স্থির হ'ন-পরিহরি ব্যাকুলতা।
অষ্টবজ্র সম্মিলন ভার—
যাহা ব্রাহ্মণের গুরু ভার
সেই ভার লইলাম আমি;
আমিই সেই অশ্বিনীরে করিব উদ্ধার,
অষ্টবজ্র করি সম্মিলন।

দুর্ব্বাসা। আঃ! এক্ষণে হলেম নিশ্চিন্ত,
ভার দিয়ে ভব-ভারহারী হরির উপরে
বিশ্রামের হ'ল অবসর।

শ্রীকৃষ্ণ। বিশ্রামের সময় এ নহে, ঋষিবর!
কর্ম্ম কর কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মী সাজে সাজি।
অষ্টবজ্র সম্মিলন গুরুতর কর্ম্মে
সহায়তা করুন আমার।

দুর্ব্বাসা। আমি অতি ক্রোধী বিকৃত মস্তিষ্ক
নিয়ত চঞ্চল চিত্ত,
আমি কি পারিব, প্রভু!
অষ্টবজ্র সম্মিলনে—অশ্বিনী উদ্ধারে
সহায়তা করিতে কিছুই?

শ্রীকৃষ্ণ। অন্য সহায়তা কিছু হবে না করিতে,
মাত্র উর্ব্বশীরে দিন্ পাঠাইয়া

কোন পুণ্যবান ভাগ্যবান নরের আশ্রয়ে।

দুর্ব্বাসা। কেবা হেন পুণ্যবান—হেন ভাগ্যবান্
উর্ব্বশীরে এ বিপদে দানিবে আশ্রয় ?

শ্রীকৃষ্ণ। ভাগ্যবান নরপতি দণ্ডী নাম তাঁর
আসিতেছে বনমাঝে মৃগয়া করিতে।
অশ্বিনীরে যেতে বল সম্মুখে তাহার
তাহ'লেই পাইবে আশ্রয়।

দুর্ব্বাসা। তাহ'লেই হয় যদি সাহায্য তোমার,
এই দণ্ডে অশ্বিনীর করিয়া সন্ধান
পাঠাইব মৃগয়ার্থী দণ্ডীর নিকটে।
আসি তবে প্রভু !
প্রণমি চরণে—

শ্রীকৃষ্ণ। করেন কি ঋষি !
ধরাধামে আমি যে ক্ষত্রিয়।

দুর্ব্বাসা। হাঁ সত্য-তুমি ক্ষত্রিয় এখন,
ব্রাহ্মণের অকর্ত্তব্য ক্ষত্রিয়ে প্রণাম.
ব্রাহ্মণ প্রণম্য ক্ষত্রিয়ের ;

শ্রীকৃষ্ণ। তবে ক্ষত্রিয় কৃষ্ণের সভক্তি প্রণাম
গ্রহণ করিয়া ঋষি ! দিন্ আশীর্ব্বাদ।

[প্রণাম]

দুর্ব্বাসা। আশীর্ব্বাদ—মনোসাধ পূর্ণ হ'ক্ তব
অষ্টবজ্র সম্মিলনে
মহাকীর্ত্তি রেখে যাও বিশ্বে।

[প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। সাত্যকি! শুনিলে সকল তুমি,
সাবধান—রেখো সংগোপনে!

সাত্যকি। চিরদাস সাত্যকি তোমার
আজ্ঞাবহ—আদেশ পালক।
তব আজ্ঞা শিরোধার্য্য—
সাবধানে রাখিব গোপন।
এস প্রভু, করিবে বিশ্রাম।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

বনভূমি

মৃগয়াবেশে দণ্ডী, সেনাপতি ও সৈন্যগণের প্রবেশ।

দণ্ডী। সেনাপতি! এই স্থান হ'তে সতর্ক-সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে লক্ষ্য কর— কোথাও কোন শিকার পরিলক্ষিত হচ্ছে কি না?

সেনা। কৈ—না মহারাজ! কোন শিকারই ত নয়ন গোচর হচ্ছে না। বরাহ, মৃগ, সজারু, কোন প্রাণীরই দেখা নাই।

দণ্ডী। আমাদের কোলাহলে হয় ত তারা বন পরিত্যাগ ক'রে পলায়ন করেছে, অথবা কোনরূপে আত্ম-গোপন ক'রে আছে।

সেনা। তাও অসম্ভব নয় মহারাজ! প্রাণের ভয়ে সকলেই শঙ্কিত।

বয়স্যের প্রবেশ।

বয়স্য। মহারাজ! মহারাজ! সেনাপতি মশায়! ঐ—ঐ দেখুন একটা জবর শিকার দেখা দিয়েছে। ঐ—ঐ দেখুন কেমন একটা রংদার ঘোড়া বনের মাঝে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঘোড়ার অমন রং—অমন চেহারা আমি কস্মিনকালেও দেখি নি। মহারাজ! ঐ ঘোড়াটাকে যদি কোন রকমে জীবন্তে ধ'রে নিয়ে যেতে পারা যায়, তাহ'লে বেশ মজা ক'রে চড়া হবে; আর রাজ-ভাণ্ডারে একটা রকমারী ঘোড়াও থেকে যাবে। তাতে একটা প্রদর্শনী বসিয়ে পয়সাও উপায় হতে পারে।

দণ্ডী। সত্যই ত! সেনাপতি! দেখ—দেখ—কেমন একটা নয়ন

রঞ্জন—মনোহর অশ্ব ঐ অদূরে বিচরণ কর্‌ছে! এমন অপূর্ব্ব—চিত্র-বিচিত্র, সুচারুদর্শন—সুপ্রিয় অশ্ব যে, ইতিপূর্ব্বে কেউ কখন দেখেছি, তা বোধ হয় না।

সেনা। না, মহারাজ! এমন বিচিত্র বর্ণ সংযুক্ত অশ্ব আমরা আর কখন দেখি নাই, ঐ অশ্বটাকে আজ আমাদের সংগ্রহ করতে হবে মহারাজ! মৃগয়ায় অন্য শিকার না পাই, ঐ অশ্বটাই জ্যান্তে শিকার কর্‌তে হবে।

দণ্ডী। তাই কর সেনাপতি! তাই কর। তুমি সত্বর সৈন্যগণ সহ চতুর্দ্দিক বেষ্টন কর। মধ্যে অশ্বকে আবদ্ধ কর—ব্যূহাকারে ওকে বন্দী কর্‌বার চেষ্টা কর—যেমন ক'রে পার ঐ অশ্বকে ধৃত কর—ঐ অশ্ব আমার চাই।

বয়স্য। হাঁ, হাঁ, ওটাকে ধরা চাইই। দেখো যেন কোন রকমে ফাঁক পেয়ে পালাতে না পারে?

দণ্ডী। হ্যাঁ—সেনাপতি! সকলকে জানাচ্ছি—আমার কঠোর আদেশ, ঐ অশ্ব যার কাছ দিয়ে ব্যূহভেদ ক'রে পলায়ন কর্‌বে, তার প্রাণপণ চেষ্টায় ঐ অশ্ব ধ'রে এনে দিতে হবে, অক্ষম হ'লে তার প্রাণদণ্ড কর্‌ব। যাও, সত্বর কার্য্য তৎপর হও।

সেনা। আপনি সম্মুখ পথ রোধ ক'রে রাখুন, আমরা অবিলম্বে বিদ্যুৎগতিতে চক্রাকারে ঐ অশ্বকে বেষ্টন করছি। এস সৈন্যগণ!

[সৈন্যগণ সহ প্রস্থান।

দণ্ডী। বয়স্য! আমার সঙ্গে এস, ব্যূহ-মুখ রোধ ক'রে থাক্‌তে হবে।

[বয়স্য সহ প্রস্থান।

সেনা। [নেপথ্য হইতে] অশ্ব ঘেরা পড়েছে—সাবধান! যেন পলায় না।

শশব্যস্তে দণ্ডীর প্রবেশ।

দণ্ডী। আশ্চর্য্য—আশ্চর্য্য শক্তি!
অদ্ভুত অশ্বের গতি!
চক্ষের পলক নাহি ফেলিতে ফেলিতে
মম পার্শ্ব দিয়া গেল পলাইয়া
জ্যা বিমুক্ত তীরের মতন;
নারিলাম ধরিতে অশ্বেরে।
ওই—ওই—ধায় ঊর্দ্ধশ্বাসে—
আর পাছে ফিরে চায়।
যাই—আমি অশ্বের অনুসরণ করি
যে প্রকারে পারি নিশ্চয় ধরিব অশ্ব।
ওই লতাগুল্ম মাঝে পশি' মনের হরষে
লতা-পত্র করিছে ভক্ষণ।
এই অবসরে আমি সুযোগ বুঝিয়া
সুকৌশলে ধরিব অশ্বেরে।
এমন সুন্দর অশ্ব না পেলে ধরিতে
বৃথা এ শিকারে আসা, বৃথা এ জীবন।
ওই পুনঃ ধায় অশ্ব চঞ্চল চরণে!
কোথায় যাইবে তুমি দৃষ্টি ছাড়া হ'য়ে,
দণ্ড মধ্যে দণ্ডী তোমা করিবে আয়ত্ব
যথা যাবে তুমি অশ্ব, দণ্ডী সঙ্গে যাবে

প্রাণপণ আমি তোমারে ধরিতে,
দেখি পাই কিনা পাই তোমায় তুরঙ্গ !

[বেগে প্রস্থান ।

বয়স্যের প্রবেশ ।

বয়স্য । এ আবার কি হ'তে কি হ'ল ?
বেড়াজালে বাঁধা পড়ি সুচারু তুরঙ্গ
মহারাজ দণ্ডীর পার্শ্ব ভেদ করি
বায়ুবেগে গেল পলাইয়া ।
মহারাজ তার পশ্চাতে পশ্চাতে
দ্রুতগতি হ'ল ধাবমান্ ।
সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ—সেনাপতি অন্তর্হিত
কে যে কোন্ পথে গেল নাহিক নির্ণয় ।
এখন একাকী—আমি এ বনের মাঝে
নিরীহ—নিরস্ত্র প্রবীণ ব্রাহ্মণ
কি করি—কি খাই—কোথায় বা যাই ?

দণ্ডী । [নেপথ্য হইতে]
কতদূর যাবে তুমি অশ্ব ?
ধরিব নিশ্চয় তোমা, সাগরে লুকালে ।

বয়স্য । ওই ওই মহারাজ ! এই দিকে—
এই দিক্ হ'তে—এসেছে তাঁহার স্বর ।
যাই—যাই তবে এই পথে ।

[বেগে প্রস্থান ।

গীতকণ্ঠে সৈন্যগণের প্রবেশ।

বাবারে, কি হ'ল রে একি ঝড়—বাদল।
ওলোট পালোট করলে ঝড়ে, ভাস্‌ল জলে ধরাতল॥
তোল্‌পাড় কর্‌ছে গাছ পালা, কোথায় দাঁড়াই সাঁঝের বেলা,
ভাইরে পালা পালা, সাম্‌লা ঠেলা নৈলে প্রাণটা হবে বিফল॥
মেঘ ডাক্‌ছে গোঁ—গোঁ—গোঁ, ঝড় বইছে সোঁ—সোঁ—সোঁ।
ছুট্‌ লাগা সব পোঁ—পোঁ—পোঁ। —আপনি বাঁচ্‌লে বাবার নাম;—
বাজ পড়্‌ছে কড়্‌ কড়াকড়, বুক করছে ধড়্‌ফড়্‌ ধড়্‌ফড়্‌,
যদি পালিয়ে বাঁচ্‌বি তৎপর তবে চল্‌—চল্‌—চল্‌॥

[প্রস্থান।

সেনাপতির প্রবেশ।

সেনা। অকস্মাৎ ভীষণ দুর্যোগে
প্রাকৃতিক বৈসূচন বশে
সব ছন্নছাড়া—আমি সঙ্গ—হারা!
রাজা গেল অশ্বের পশ্চাতে
সন্ধান জানি না তাঁর,
কোথা সে বয়স্য সুরসিক
কোথা মম প্রিয় সৈন্যগণ—
জানি না কিছুই তার কোন সমাচার!
এবে শান্ত সে ঝটিকা, শান্ত এ প্রকৃতি,
কিন্তু আমি বিপন্ন—অশান্ত।

দুর্য্যোগের অবসান সনে
সন্ধ্যার ধুসর ছায়া আঁধারে মিশিয়া
ধীরে ধীরে আসি ঘেরিল কানন!
এইকালে বন পথে চলা অসম্ভব ;
না গেলেও জীবনের ভয়!
মাংসাশী হিংস্র প্রাণী আছে বনভূমে
নেত্র পথে পড়িলে তাদের,
রাত্রি মধ্যে পঞ্চত্ব পাইব।
না—তার চেয়ে উঠি কোন উচ্চ বৃক্ষোপরে—
অদ্য রাত্রি জাগিয়া—যাপিতে।
চতুর্থী রজনী আজি কৃষ্ণপক্ষ
অষ্টদণ্ড পরে যবে হবে চন্দ্রোদয়,
তখন অনেক হইব নির্ভয়।
নারায়ণ! সকলি তোমার খেলা প্রভু!
দয়া—ক'রো এ দাসের প্রতি।
বাঁচাইয়া রেখো আজ এই কাল রাত্রে
বাঁচাইও রাজার জীবন
রক্ষা ক'রো—সেই ব্রাহ্মণ বয়স্যে,
রক্ষা ক'রো—সৈন্যগণে।
নিরাপদে রাত্র গত হ'লে
প্রত্যুষেই সকলের করিব সন্ধান।
যাই—উঠি গিয়া—বিটপী আশ্রয়ে।

[প্রস্থান।

পুনঃ শশব্যস্তে দণ্ডীর প্রবেশ।

দণ্ডী। ওই—ওই ধায় অশ্ব বেগে!
বহুস্থান অশ্বসনে করিনু ভ্রমণ
কিন্তু কি আশ্চর্য্য হায়!
এত চেষ্টা করি অশ্ব পারি না ধরিতে,
এত দ্রুতগামী অশ্ব কভু হেরি নাই।
ভীষণ ঝটিকাবর্ত্তে চঞ্চল না হ'য়ে
প্রাণ মায়া করি পরিত্যাগ,
বৃষ্টিজলে সিক্ত দেহ হ'য়ে
আসিতেছি অশ্বের পশ্চাতে।
দেখিতে—দেখিতে সন্ধ্যা আগমনে
কোথায় লুকাল অশ্ব না পাই খুঁজিয়া।
তন্ন তন্ন করি অন্বেষণ,
সূক্ষ্ম দৃষ্টে করি নিরীক্ষণ,
তবু সে অশ্বের আর দেখা নাহি পাই।
একি একি পুনঃ হেরি অপরূপ!
নিবিড় কানন ঘোর অন্ধকারময়
কেহ নাই বনমাঝে, আশ্রয় নাহিক কারু,
তবে কোথা হ'তে হেন অসময়
বিদ্যুৎ প্রভায় আলো করি এই বন,
নারী মূর্ত্তি কে আসে এদিকে!
ধীর মন্থর মরাল গমনে
কেন বালা একাকিনী—বন বিহারিণী?

কিছু না বুঝিতে পারি রহস্য ইহার।
ইচ্ছা হয় কাছে গিয়া ওর
পরিচয় করিয়ে জিজ্ঞাসা,
উৎকণ্ঠা করি নিবারণ।

[প্রস্থান।

নিজবেশে উর্ব্বশীর প্রবেশ।

উর্ব্বশী। সারাদিন গত হ'য়ে গেল,
সন্ধ্যা—সমাগমে পাই নিজরূপ।
বিজন বিপীন মাঝে অপ্সরা—উর্ব্বশী—
অনাথার মত নিরাশ্রয়া হ'য়ে,
অভিশাপ দুর্ব্বাসার করিতেছি ভোগ!
হায়! কেন রূপ যৌবনের গর্ব্বে,
ঋষিবরে ব্যঙ্গ করিলাম?
কেন হেন দুর্ম্মতি হইল আমার?
যেমন ছিলাম সুখে ত্রিদিব নগরে
তেমনি দুঃখের বজ্র পড়িল মস্তকে!
নারায়ণ! কর ত্বরা মম শাপোদ্ধার।
পারিনা অশ্বিনীরূপে যাতনা ভুঞ্জিতে,
ত্রাণ কর—ত্রাণ কর দয়াময় হরি!

দণ্ডীর পুনঃ প্রবেশ।

দণ্ডী। কে তুমি সুন্দরী বালা
একাকিনী ভ্রমিছ কাননে?

উর্ব্বশী। আমি অভাগিনী স্বর্গের অপ্সরা—
উর্ব্বশী আমার নাম।
দুর্ব্বাসার অভিশাপে ভ্রমি বনে বনে
দিবাভাগে অশ্বিনী হইয়া,
সন্ধ্যায় আবার পাই নিজরূপ।

দণ্ডী। তবে তুমিই কি এতক্ষণ
ছুটিয়াছ অগ্রে অগ্রে মোর ?
যে অশ্বের অনুসরণ করি,
সৈন্য—সেনাপতি সঙ্গ ছাড়া হ'য়ে,
এতদূর আসিয়াছি অজ্ঞানের মত,
তুমিই কি তবে সেই বিচিত্রা অশ্বিনী ?

উর্ব্বশী। সত্য তব, মহাভাগ! এই অনুমান!
আমারি পশ্চাৎ ধরি তুমি এতক্ষণ
বহুকষ্ট সহ্য করি এসেছ ছুটিয়া।
নহি আমি প্রকৃত অশ্বিনী,
স্বর্গের অপ্সরা উর্ব্বশী আমার নাম,
দুর্ব্বাসার অভিশাপে অশ্বী রূপে ভ্রমি,
কর্ম্মফলে নিরাশ্রয় হইয়া কাননে।

দণ্ডী। সুবদনী! হেরি তব রূপের মাধুরী,
চিত্ত মোর প্রেমাকৃষ্ট তোমার উপর।
অশ্বিনীর রূপে যবে হেরিয়াছি তোমা,
তখনও বিচিত্র বর্ণ হেরি অঙ্গে তব,
মোহিত হইয়া এসেছি ধরিতে।
যদি দ্বিধাবোধ না কর, সুন্দরি!

হও যদি মম প্রণয়িনী,
আমি তোমা দানিব আশ্রয়।

উর্ব্বশী এত ভাগ্য হবে কি আমার?
পাইব কি করুণা তোমার?
কে তুমি হে রূপবান্?
বেশ দেখি বোধ হয় রাজ্যেশ্বর তুমি!

দণ্ডী। সত্য, শুভাননে!
আমি মহারাজ দণ্ডী, অবন্তীর অধিপতি।
মৃগয়া—কারণে পশিয়া কাননে
তোমারেই নিরখিনু অশ্বিনী রূপেতে,
তারপর যা হয়েছে জান ত সকলি?
কর্ম্মচারিগণে দিয়েছি আদেশ
চক্রাকারে ঘেরিয়া তোমায়
হস্তগত করিতে কৌশলে।
যার পার্শ্ব দিয়া অশ্ব যাবে পলাইয়া,
দিতে হবে অশ্ব তারে আনিয়া যেরূপে,
নচেৎ জীবন নাশ করিব তাহার।
কিন্তু তুমি অশ্বিনী রূপেতে
মম পার্শ্ব দিয়া তীরবেগে এলে পলাইয়া,
আমিও পশ্চাতে তব এসেছি ছুটিয়া।
এবে তুমি মোর সঙ্গে না যাইলে,
অশ্ব রূপ করিয়া ধারণ,
না পারিব সগৌরবে নগরে পশিতে?

উর্ব্বশী। মহারাজ! আমি তব রহিব আশ্রিতা,

অকপটে দানিব প্রণয় হেন যোগ্যজনে।
কেন কাতরতা এত তাহার কারণ ?
যাব আমি তব সনে অশ্বিনী হইয়া।
কিন্তু দুর্ব্বাসার বাণী—
দিবায় অশ্বিনী হব, নিশায় উর্ব্বশী।
অদ্য নিশা দণ্ডী—উর্ব্বশীতে
মহানন্দে বাস করিয়া হেথায়,
প্রত্যূষে অশ্বিনী রূপে যাব তব সনে।
কিন্তু রাজা, আছে মম এক নিবেদন,
নিজগুণে করহ শ্রবণ :

দণ্ডী। বল—কিবা আছে বক্তব্য তোমার ?

উর্ব্বশী। স্বর্গ-বেশ্যা আমি তব হইব আশ্রিতা,
নিশায় হইব বটে তব প্রণয়িনী,
দিবাভাগে অশ্ব-মূর্ত্তি করিব ধারণ।
দিবা-নিশা সর্ব্বকালে তুমি
সঙ্গে সঙ্গে রাখিবে আমায় ?
মোর রক্ষা তরে অরাতি-সঙ্কটে
আবশ্যক হ'লে যদি দিতে হয় প্রাণ,
সম্মত কি হবে তাহে তুমি ?
হও যদি সম্মত ইহাতে,
তবে কর পণ
মম রক্ষা হেতু রবে প্রাণপণ !

দণ্ডী। এই নিশাকালে পরশি তোমার শির,
চন্দ্রদেবে সাক্ষ্য রাখি, করিতেছি পণ—

তোমার রক্ষায় আমি হব প্রাণপণ।
বিশ্ব যদি হয় একদিকে,
তথাপি প্রেয়সী! না পারিব ত্যজিতে তোমায়।
অসমর্থ হই যদি রক্ষায় তোমার,
তব সনে গঙ্গাজলে নিমগ্ন হইয়া
এক সঙ্গে ত্যজিব জীবন।

উর্ব্বশী। তবে আমিও তোমায় দিলাম জীবন,
যতদিন দুর্ব্বাসার অভিশাপ ভোগ,
ততদিন রব বাজা, আশ্রিতা তোমার :
কিন্তু দেখো মহাভাগ!
অন্যের আশ্রয়ে যেন না হয় যাইতে!

দণ্ডী। তোমার প্রণয়লাভে ভাগ্যবান্ হ'লে,
চোখে-চোখে বুকে বুকে পরম যতনে
কণ্ঠহার সম সদা কণ্ঠেতে রাখিব।
যতক্ষণ দণ্ডী দেহে রহিবে জীবনীশক্তি,
ততক্ষণ কার সাধ্য লইতে তোমায়?

উর্ব্বশী। প্রিয়তম! দেখ কিবা সুন্দর চাঁদিমা!
কি সুন্দর শশধর গগনের গায়!
তারকাখচিত নভঃস্থল—
জ্যোৎস্না বিধৌত ধরাতল
মৃদু মন্দ গন্ধবহ
প্রাণানন্দ প্রদ প্রসূনের গন্ধ—
পাপিয়ার সুমধুর তান, কেমন সুন্দর!

দণ্ডী। প্রিয়তমে! তুমি আর আমি যুবক যুবতী

এমন পবিত্রকালে নির্জ্জনে মিলিয়া
বিশ্বময় নেহারি সুন্দর !
সুন্দরি ! এ কেবল তব রূপ-গুণে !

উর্ব্বশী। না—না প্রাণসখা ! পরম সুন্দর তুমি,
তোমার মিলনে আমি,
সুন্দর নিরখি সমুদয় !

রণ্ডী। কথান্তরে নাহি প্রয়োজন,
চল যাই কোন নিরজন স্থানে,
অদ্য নিশা প্রেমালাপে করি অতিপাত,
প্রত্যূষেই যাব রাজামুখে।
সৈন্য-সেনাপতি দৈব দুর্ব্বিপাকে
কে কোথায় গিয়াছে চলিয়া,
রাত্রে কারু সনে আর হবে না সাক্ষাৎ।
অতএব তুমি আমি সুন্দর-সুন্দরী
সুন্দর এ প্রকৃতির সুকোমল অঙ্কে,
সুখ তৃণ শয্যা' পরি করিয়া শয়ন
সুন্দর শশাঙ্ক দেবে হেরিতে হেরিতে
আত্মহারা হ'য়ে রব প্রণয়ে ডুবিয়া।
এস ধনি ! এস—এস সুধাংশুবদনি ! [হস্তধারণ]

উর্ব্বশী। যাহা অভিরুচি তব কর প্রাণনাথ !
আশ্রিতা দাসীর মত
রব তব চির অনুগতা !

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

বন।

বনবাসিগণ ও বনবাসিনীগণের প্রবেশ।

সকলে।— গান।

যামিনী পোহাইল, প্রভাত হইল
জাগ-জাগ বনবাসী।
প্রাতঃস্নান করি' প্রাতঃকৃত্য সারি'
প্রভুর সেবা-অভিলাষী॥
দুর্লভ জীবন মনুষ্য জনম
দিয়েছেন যিনি করুণা প্রকাশি,
শয়নে-স্বপনে সার, ভোজনে-গমনে তাঁর
নাম জপ আর ভাব রূপরাশি॥
সম পদ্ম পত্র জল জীবন সচঞ্চল
মানব দেহ নহে অবিনাশী,
এই আছে এই নাই, কিসের গরব ভাই
হরি ব'লে বাহুতুলে নাচ অহর্নিশি॥

[প্রস্থান॥

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

দ্বারকা—কক্ষ।

শ্রীকৃষ্ণ শয্যাপরি বসিয়া আছেন, সেবিকাগণ চামর ব্যজন করিতে করিতে গাহিতেছিলেন।

সেবিকাগণ।— গান।

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ সেবা করি আয় সবাই।
কৃষ্ণদাসী আমরা সকলে কৃষ্ণ-সেবিকা তাই॥
চারু বয়ানে মাখালো চন্দন,
কজ্জল রাগে সাজালো নয়ন,
কুসুম দামে করি শ্রীপদ বন্দন
ভবের বন্ধন যাতনা এড়াই॥
চামর ব্যজনে জুড়াই অঙ্গ,
সুস্থ হইবে শ্যাম ত্রিভঙ্গ,
আনন্দে আমরা করিয়া রঙ্গ
মরম যাতনা জুড়াতে চাই।

[প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। তোমাদের আন্তরিক সেবা-শুশ্রূষায় আমি পরম পরিতৃপ্ত-পরিতুষ্ট। যাও, তোমরা নিজ নিজ স্থানে বিশ্রাম করগে যাও।

সেবিকাগণ। প্রভু! আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন। [প্রণাম]

[প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। কর্ত্তব্যের কঠোর নিয়ম মানুষকে কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মীরূপে দাঁড় করায়। কর্ত্তব্যই মানুষকে প্রকৃত কর্ম্মীরূপে প্রচার করে, অকর্ত্তাব্যই মনুষ্যকে অলস—অকর্ম্মণ্য—উৎসাহ-বিহীন করে। কর্ম্মময় এই বিশাল বিশ্বে সকাম ও নিষ্কাম দুই প্রকার কর্ম্ম। মনুষ্য জীবনে যে, সেই কর্ম্মের অপব্যবহার করে, তার জীবন বিড়ম্বনাময়। মহর্ষি দুর্ব্বাসা আজ সেই কর্ম্মের অপব্যবহার জনিত মনস্তাপে মর্ম্মাহত। সাধন ভজন, যোগ তপ; সব পরিত্যাগ ক'রে তাই আজ মর্ত্তে বনে বনে ভ্রমণ করছেন। কার্য্যের পূর্ব্বে যদি মানুষ বিবেচনা ক'রে কাজ করে, পরিণাম চিন্তা করে তাহ'লে মানুষকে তার অশান্তি ভোগ করতে হয় না। সংসারী কর্ম্মী মানব! যদি প্রকৃত মানুষরূপে আপনাকে গ'ড়ে তুলতে চাও, তবে জ্ঞানমার্গে গমন কর, বিবেচনা পূর্ব্বক কর্ম্ম সমাধা কর, তাহ'লে শান্তি পাবে—তৃপ্তি পাবে—অপার আনন্দ উপভোগ করতে পাবে।

মদনের প্রবেশ।

মদন। পিতা!

শ্রীকৃষ্ণ। কেন, প্রদ্যুম্ন?

মদন। মহর্ষি দুর্ব্বাসার প্রমুখাৎ এক আশ্চর্য্য সমাচার শুনে কৌতূহলাবিষ্ট হ'য়ে আপনাকে জানাতে এসেছি।

শ্রীকৃষ্ণ। কি শুনেছ, প্রদ্যুম্ন, মহর্ষির নিকট কি সংবাদ পেয়েছ?

মদন। অতীব বিস্ময়কর—আশ্চর্য্য সংবাদ! মহারাজ দণ্ডী এক অপূর্ব্ব সুন্দর অশ্বিনী প্রাপ্ত হয়েছেন, তেমন অশ্বিনী এই ত্রিভুবনে দুর্লভ।

শ্রীকৃষ্ণ। বেশ ত, তাঁর ভাগ্যে ছিল, তিনি পেয়েছেন; এ ত আনন্দ-সংবাদ প্রদ্যুম্ন!

মদন। সত্য, কিন্তু পিতা! আপনার রাজভাণ্ডারেই সেই অশ্ব শোভা পায়। দ্বারকেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ভাণ্ডারে যা নাই, সামান্য রাজা দণ্ডীর কাছে তেমন আশ্চর্য্য বস্তু থাকা উচিত নয়। তাতে যাদবের মানহানি হবে, পিতা! সেই অভিনব অশ্ব দর্শনে, দণ্ডীর আলয়ে বহুলোক সমাগম হ'য়ে, একটা প্রদর্শনী ব'সে যাবে। যে যাদবের রাজপুরী সৌন্দর্য্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যে যাদব-রাজ-ভাণ্ডারের নানাবিধ রত্ন-মণি-মুক্তা, গজ বাজী ভুবন বিখ্যাত, সেই যাদবের সেই গৌরব বিধ্বংস করবে দণ্ডী রাজার সেই বর্ণ বিচিত্রিত অশ্বিনী? অতএব আমাদের সকলের অভিপ্রায় পিতা! সেই মনোহারিণী-লাবণ্যময়ী অশ্বিনীকে দ্বারকার রাজ-ভাণ্ডারে এনে রক্ষা করি।

শ্রীকৃষ্ণ। প্রদ্যুম্ন! আমার আত্মজ তুমি, তোমার মানসিক ইচ্ছার সঙ্গে আমারও অভিমত সম্মিলিত হ'য়ে গেল। প্রত্যাখ্যান করতে পারি না তোমার এই সুযুক্তি পূর্ণ উক্তিকে। সত্যই ত, যা জগতে দ্বিতীয় নাই—যা সুন্দরের সেরা, এমন যে অশ্ব, তা দ্বারকাপতি কৃষ্ণের ভাণ্ডারেই শোভা পায়। আমার দ্বারকা-পুরীর মতন অপূর্ব্ব পুরী যেমন দ্বিতীয় নাই, আমার রাজ সম্মানের মত সম্মান-প্রাধান্য যেমন আর কারু নাই, আমার ভাণ্ডারে যা নাই, তা যখন ব্রহ্মাণ্ডের কোথাও নাই, তখন সে অশ্বিনীকে দণ্ডীর আলয়ে রাখা হবে না। তাকে নিয়ে আসতে হবে দ্বারকায়।

মদন। তবে অনুমতি করুন, পিতা! আমরা সবিক্রমে সদল বলে পঙ্গপালেরমত দণ্ডী রাজ্যে চেপে প'ড়িগে। ফুৎকারে ভস্মের মত দণ্ডীকে উড়িয়ে দিতে আমাদের সমবেত যাদবগণের মিলিত

নিঃশ্বাস, প্রলয় ঝড়ের মত তার উপর আপতিত হবে। যাদব-শক্তির প্রতিঘাতে অবন্তীর সুখরাজ্য সহ দণ্ডীর উচ্ছেদ সাধন ক'রে, বীরের মত সদর্পে সেই অশ্ব আনয়ন করি। অথবা বলেন যদি, অবন্তীর—বা দণ্ডীরাজের কোন অনিষ্ট না ক'রে কৌশলে অশ্বিনী হরণও কর্‌তে পারি।

শ্রীকৃষ্ণ। না, প্রদ্যুম্ন! অশ্বিনী হরণ কর্‌লে চল্‌বে না, তাতে গৌরব নেই—যশ নেই—সুনাম সুখ্যাতি নেই। দণ্ডীর নিকট হ'তে সেই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময়ী অশ্বিনীকে হরণ না ক'রে অশ্বিনী উদ্ধার কর। আমার আজ্ঞাবাহক হ'য়ে তুমি অবন্তী নগরে গমন কর, দণ্ডীরাজকে বল্‌বে—তাঁর অভিনব অশ্বিনী আমাকে দান কর্‌তে, তার বিনিময়ে আমি শত, সহস্র, কোটী অশ্ব তাঁকে প্রদান কর্‌ব। যদি আমার এ আদেশ অমান্য ক'রে অশ্বিনী প্রদান প্রস্তাবে অসম্মত হয়, তাহ'লে সদর্পে সমরায়োজন ক'রে তাঁর কাছ হ'তে অশ্বিনী উদ্ধারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হব। যাও, মদন! যাও, প্রিয়পুত্র প্রদ্যুম্ন! অনতিবিলম্বে সন্দেশবহ রূপে তুমি অবন্তী নগরে দণ্ডীর নিকট গমন কর।

মদন। শিরোধার্য্য আপনার অনুজ্ঞা, পিতা! এই দণ্ডে দূতরূপে আপনার আদেশ বহন করে অবন্তীরাজ্যে দণ্ডীরাজের নিকটে গমন করি। কিন্তু সহজে যে অশ্বিনী প্রদানে রাজা সম্মত হবেন না, এ স্থির জান্‌বেন, পিতা!

শ্রীকৃষ্ণ। সে জন্য আমি প্রস্তুত থাক্‌ছি, চিন্তা নাই।

মদন। আসি তবে, পিতা! [প্রণাম]

[প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। উর্ব্বশী-অশ্বিনীরূপে দণ্ডীরাজের আশ্রয়ে এসেছে যখন, তখন ঐ অশ্বিনী উদ্ধারের আর বিলম্ব হবে না। কার্য্যের সূত্র-আরম্ভ

হয়েছে এই প্রথম, এখনও মধ্য ও অন্ত অবশিষ্ট। অষ্টবজ্র সম্মিলনে অশ্বিনীর শাপোদ্ধার হবে। দণ্ডী ত অশ্বিনী প্রদান করবেই না, তবে আমি নিশ্চিন্ত থাকি কেন? অশ্বিনী উদ্ধারের আয়োজনে প্রস্তুত হই। সাত্যকি! সাত্যকি!

সাত্যকির প্রবেশ।

সাত্যকি। আদেশ করুন, প্রভু!

শ্রীকৃষ্ণ। প্রিয়তম সাত্যকি! একটা নূতন সংবাদ শুনেছ?

সাত্যকি। কৈ না, কি সংবাদ, দেব?

শ্রীকৃষ্ণ। অবন্তী-নগরাধিপতি মহারাজ দণ্ডী এক অপূর্ব্ব দর্শন নয়নরঞ্জন নানা বর্ণে বিভূষিত মনোহারিণী অশ্বিনী লাভ করেছেন। তেমন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়, এই ত্রিভুবনে আর কোন স্থানে—কারু নিকট নাই। এমন কি অশ্বজাতির মধ্যে সেরূপ অপরূপ লাবণ্য সংযুক্ত অশ্ব বা অশ্বিনী অদ্যাপিও দৃষ্টি গোচর হয় না। আমি মদনের নিকট সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হ'য়ে ঔৎসুক্যবশতঃ তাকে অবন্তী নগর প্রেরণ করেছি, সেই অশ্বিনী প্রদানের জন্য মহারাজ দণ্ডীকে আমার আদেশ জ্ঞাপন করতে। দণ্ডীরাজ যে, তাঁর মৃগয়ায় লব্ধ অশ্বিনী আমাকে সহজে প্রদান করতে সম্মত হবে, এমন আশা নাই। সুতরাং আমার অশ্বিনী লাভ আশা পূর্ণ করতে হ'লে দণ্ডীরাজের সহিত সমর ঘোষণা করতে হবে। সেইজন্য তোমায় সতর্ক ক'রে দিচ্ছি, তুমি ত্রিবিক্রমাদি বীরগণ সহ সৈন্য শ্রেণী সজ্জিত ক'রে, প্রস্তুত থাক; আমার আদেশ মাত্র সকলকে অবন্তীরাজের বিরুদ্ধে অভিযান করতে হবে। অশ্বের রূপ যেরূপ বর্ণনায় শুনলেম, তাতেই আমার চিত্ত মোহিত, না জানি সেরূপ দর্শনে কত আনন্দ! যে

অশ্বের এমন রূপ—এমন সৌন্দর্য্য, যা জগতে আর দ্বিতীয় নাই, তেমন যে মনোহারিণী অশ্বিনী—তা আমার চাই। যাও, তুমি আমার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করগে।

সাত্যকি। যে আজ্ঞে। [অভিবাদন]

[প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। এই অশ্বিনী উদ্ধার কল্লে জগতে একটা নূতন লীলায় সূত্রপাত হবে। সে লীলারম্ভের মূল নায়ক মহর্ষি দুর্ব্বাসা; আমি লীলা-পরিচালক। এই লীলা-সূত্রে আমার প্রিয়তম পাণ্ডবগণের ধর্ম্ম পরীক্ষা হবে, সে পরীক্ষায় তাদের উত্তীর্ণ ক'রে উপাধি প্রদান করতে হবে ব'লে মহর্ষি দুর্ব্বাসার এই অষ্টবজ্র সম্মিলনের অপূর্ব্ব অভিনয়। জগতের কোথায় কি হচ্ছে—হয়েছে—হবে, আমার কিছুই অবিদিত নাই, আমি সব জানি; অথচ সকলে জানে আমি কিছুই জানি না। দণ্ডীরাজা দিবসে অশ্বিনী নিয়ে আনন্দ পায় এবং রাত্রিতে সেই অশ্বিনী, উর্ব্বশী মূর্ত্তিতে তাঁকে আনন্দ দান করে। এমন আনন্দ-প্রদায়িনী অশ্বিনীকে দণ্ডীরাজ কথনই প্রদান করতে পারবেন না। তাই আমিও অষ্টবজ্র সম্মিলনের আয়োজন করছি।

দুর্ব্বাসার প্রবেশ।

দুর্ব্বাসা। হে নারায়ণ! হে বিপদবারণ! হে মধুসূদন! আপনার আদেশ অনুযায়ী অশ্বিনীকে দণ্ডীরাজের সম্মুখে প্রেরণ করি, মহারাজ দণ্ডী সেই অশ্বের অনুসরণ করতে করতে অকস্মাৎ সায়াহ্ন উপনীত হয় এবং অশ্বিনী নিজ রূপ প্রাপ্ত হয়। তাই দেখে মহারাজ মুগ্ধ হ'য়ে অশ্বিনী সহ রাজ্যে এসেছেন এবং বেশ আনন্দে দিন অতিপাত করছেন। এইবার প্রভু! আপনি অশ্বিনীকে শাপে

মুক্তিদান করতে অষ্টবজ্র সন্নিবেশ করুন—আমার দুর্ণাম যাক—কলঙ্ক মোচন হ'ক্। সর্ব্ব কর্ম্মের কারণ ও কর্ত্তারূপী কৃষ্ণচন্দ্র! আমার কৃত কর্ম্মের কুফলের ধ্বংস সাধন ক'রে—অষ্টবজ্র সম্মিলনে স্বর্গ-নর্ত্তকী উর্ব্বশীরে মুক্তি দান করুন—আমার এইমাত্র মিনতি।

শ্রীকৃষ্ণ। হে মহাভাগ! হে তাপসকুলতিলক! আপনার এত দূর ব্যাকুল হবার কোন কারণ নাই। গত কর্ম্ম যা হ'য়ে গেছে, তা যখন সংশোধনের কোন উপায় নাই, তখন সে জন্য বৃথা আকুলতা। ব্রাহ্মণ যেমন কঠোর হ'য়ে অভিশাপ দিতে পারেন, আবার কোমল প্রাণে সেই অভিশাপ মোচনে তেমনি আশীর্ব্বাদ দিতে পারেন। কঠিন ও কোমল দুইই আছে ব্রাহ্মণে। ব্রাহ্মণ কপিলমুনি অভিশাপে সগরবংশ ভস্ম করলেন, গঙ্গা-আগমনে তাদের মুক্তি হ'ল। আপনিও তদ্রূপ উর্ব্বশীকে অভিশাপ দিয়ে অশ্বিনী করেছেন, আবার আপনার চেষ্টাতেই অষ্টবজ্র সম্মিলন হ'য়ে অশ্বিনী উদ্ধার হবে! কোমলে কঠিনে—উজ্জ্বলে মধুরে ব্রাহ্মণ সংগঠিত। আকাশে জল আছে জীবের জীবন, আবার বজ্রও আছে জীবন বিনাশন। সমুদ্রে অমূল্য রত্নও আছে আবার কুম্ভীরাদি জলজন্তুও আছে। কার ভাগ্যে রত্নলাভ—কারু প্রাণ নাশ। তেমনি ব্রাহ্মণের নিকট অভিশাপও আছে ধ্বংস করার জন্য—আবার আশীর্ব্বাদও আছে জীবের মঙ্গলের জন্য। যার ভাগ্যে যা ঘটে। আপনার যে মুখের অভিশাপ বাণীতে অপ্সরা উর্ব্বশী অশ্বিনী, সেই মুখের আশীর্ব্বচনেই আমার বিধবা উমাতারার জটিল নামক পুত্রলাভ—ভোজনন্দিনী কুন্তী দেবীর আকর্ষণী মন্ত্রলাভ। ব্রাহ্মণ! আপনি অসাধারণ অসামান্য তপঃশক্তি সম্পন্ন। আপনার দ্বারা জগতের মঙ্গল ব্যতীত অনিষ্ট হবে না। কেন আকুলতা—কেন চিন্তা প্রভু? চিন্তা ত্যাগ করুন—আকুলতার অবসান ক'রে

কেবল দেখে যান্—কিরূপে অষ্টবজ্র মিলন সংঘটিত হয়। আসুন, আপাততঃ বিশ্রাম কর্বেন—সময়ান্তে সমস্ত আপনাকে বুঝিয়ে বল্ব।

দুর্ব্বাসা। চিন্তামণি যখন বলেছেন চিন্তা নাই, তখন আর চিন্তা কি? ভূভারহারী ভগবান্ যখন আমার সমস্ত ভার গ্রহণ করেছেন, তখন আর ভাবনা কি? যাঁর আশ্রয় পেলে নর জন্ম সার্থক হয়, যাঁর অভয় পেলে জীব, জন্ম-মৃত্যুর অবসান করতে পারে—যাঁর কৃপালাভ ক'রে কত শত সাধক—যোগী, মোক্ষ—মুক্তি—নির্ব্বাণ অর্জ্জন কর্‌ছেন,—যাঁর অপার করুণাবলে সৃষ্টি, স্থিতি, জন্ম, মৃত্যু সেই পরম কারুণিক পরম পিতা শ্রীভগবান যখন আমায় আশ্বাস দান করেছেন, তখন আর আমি ভাবি না। আর দুর্ণাম-কলঙ্কের আশঙ্কাও রাখি না। যাঁর ইচ্ছায় কলঙ্ক—দুর্ণাম—অখ্যাতি, তিনিই সব দূর কর্বেন। নমঃ ব্রহ্মণ্যদেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ, জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ। [প্রণাম।]

শ্রীকৃষ্ণ। আবার প্রণাম ক'রে ক্ষত্রিয় রাজার অকল্যাণ কর্‌ছেন প্রভু! বরং আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। [প্রণাম] প্রভু! আমি এখন ব্রাহ্মণের দাস ক্ষত্রিয়, আমায় আশীর্ব্বাদ করুন।

দুর্ব্বাসা। আশীর্ব্বাদ আর কি কর্ব কৃষ্ণ! তবে আপনি যখন প্রণাম ক'রে আশীষ প্রার্থী হয়েছেন, তখন এই আশীর্ব্বাদ করি—হে শ্রীহরি! সঙ্কটে পতিত মরণোন্মুখ জীবকে যেন ডাক্‌বামাত্রই দেখা দিও এই মিনতি।

শ্রীকৃষ্ণ। বিশ্বহিতকামী ব্রাহ্মণের বদনেই এ আশীর্ব্বাদ শোভা পায়। আজ আপনার এই শুভাশীর্ব্বাদে আমি পরম প্রীত। আসুন, বিনিময়ে আপনাকে প্রীতি প্রদানের ব্যবস্থা করিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অবন্তী রাজসভা।

উচ্চাসনে উপবিষ্ট মহারাজ দণ্ডী, পার্শ্বে
সেনাপতি ও মন্ত্রী উপবিষ্ট।

দণ্ডী। শুভক্ষণে যাইয়া মৃগয়া
পাইলাম সুন্দরী—অশ্বিনী।
এমন অপূর্ব্ব-নয়ন রঞ্জন অশ্ব
ত্রিভুবনে কারু নাহি আছে ;
ভাগ্যবান্ আমি অতিশয়
তাই এ অশ্বিনী লাভ অদৃষ্টে আমার।

মন্ত্রী। মহারাজ ! যে অবধি অশ্বিনী পাইয়া
সযতনে রাজপুরে করেছেন রক্ষা,
তদবধি কি জানি কেন বা মনে হয় মোর
অশ্বিনীর তরে বুঝি ঘটে অমঙ্গল।

সেনা। অশ্বিনী-সৌন্দর্য্য দেশে হ'লে প্রচারিত
নিরাপদে না হইবে অশ্বিনী সম্ভোগ।

দণ্ডী। আমার মৃগয়া লব্ধ অশ্বিনী রতনে
কার সাধ্য করিতে গ্রহণ ?
কেন তবে নিরাপদে পাব না অশ্বিনী ?
আজি মম আনন্দের দিন
অত্যদ্ভুত অশ্বিনীরে করি হস্তগত।

হেন আনন্দের দিনে—আনন্দ করহ সবে।
কোথায় বয়স্য! ডেকে আন নর্ত্তকীনিকরে,
আনন্দ সঙ্গীতে সভা করুক মোহিত।

বয়স্য সহ নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

বয়স্য। মহারাজ! এই যে এসেছে সব।
রামী—বামী—শ্যামী—ক্ষান্তমণি,
কামিনী, মোহিনী উপনীত সবে
আনন্দ দানিতে মহারাজে।
গাও ত সুন্দরীগণ! আনন্দ সঙ্গীত।

নর্ত্তকীগণ।—[নৃত্যসহ] গান।

আনন্দে, উল্লসে ওঠে প্রাণ।
হাস্‌ব কত মনে মনে গাইব কি আর গান॥
প্রাণের ভিতর হাসির লহর,
যাচ্ছে ছুটে বেগে ধেয়ে তর্ তর্ তর্ তর্,
মোরা আমোদে বিভোর বিরহে নই ত কাতর,
ফুলের মত মুখখানি দেখে মন করে আন্‌চান্॥
আমরা জানি না দুঃখ কারে কয়,
আমাদের প্রাণে প্রণয় বয়,
প্রেমিক পেলে সুখের মিলন হয়,
রয় না খেদ, ভেদাভেদ এমনি মোহের টান॥

দণ্ডী। আচ্ছা যাও সবে স্থানান্তরে।

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

মন্ত্রিবর! সেনাপতি!
জান কি সংবাদ,
আমার অশ্বিনী লাভ করিয়া শ্রবণ।
লুব্ধ কেহ হয়েছে কি তাহার উপর?

সেনা। জানি না ত কোন সমাচার?
বোধ হয় এ বারতা হয় নি প্রচার?

বয়স্য। আমি শুনিলাম জনশ্রুতি, মহারাজ!
দ্বারকার দূত নাকি এসেছে অবন্তী,
জানাইতে তব পাশে কি গুপ্ত বারতা।

দণ্ডী। দ্বারকেশ শ্রীকৃষ্ণের দূত
মম সন্নিধানে আসে কোন্ প্রয়োজনে?
বয়স্য! রাখ কিহে সংবাদ তাহার?

বয়স্য। শুনিলাম জনরবে দ্বারকার রাজা
শুনেছেন তব অশ্বিনী সংগ্রহ,
তাই তিনি অশ্বী প্রার্থী হ'য়ে
তব সন্নিধানে দূত করিলা প্রেরণ।

দণ্ডী। [স্বগত]
অশ্বিনীর কিবা গুণ জানিতে না পারি
কখনই কৃষ্ণ মোরে চায়নি অশ্বিনী।
কিন্তু সে অশ্বিনীর নিগূঢ় বৃত্তান্ত
জানে না আমার কোন আত্মীয় স্বজন,
কৃষ্ণ তবে জানিল কেমনে?
নিশ্চয় নিগূঢ়তত্ত্ব পেয়েছে জানিতে
তা না হ'লে দূত কেন আসে দ্বারকা হইতে!

প্রতিহারীর প্রবেশ।

প্রতি। অভিবাদন মহারাজ! [তথাকরণ]
দণ্ডী। কি সংবাদ প্রতিহারী?
প্রতি। দ্বারকেশ কৃষ্ণের তনয় দূতরূপে
আসিয়াছে তব সন্নিধানে।
দণ্ডী। আন তারে রাজ সভা মাঝে।

[প্রতিহারীর প্রস্থান।

মন্ত্রী। মহারাজ! যে আশঙ্কা হ'তেছিল মনে
এইবার বুঝি তাহা হ'ল সংঘটিত।
কৃষ্ণ জানিয়াছে অশ্বিনী-সন্ধান,
তাই বুঝি পাঠাইল মদনে হেথায়,
লইবারে তব মৃগয়া লব্ধ অশ্বিনীরতনে।
সেনা। মৃগয়া সময়ে হেরিলাম দুর্লক্ষণ যত
এতদিনে বুঝি তার ফলিল কুফল।
মহারাজ অবন্তী ঈশ্বর!
সামান্য অশ্বিনী তরে কৃষ্ণ সনে বাদ
নহে রীতি সমীচীন,
করি বিবেচনা, দূতে দিবেন উত্তর।
দণ্ডী। দেখা যাক্ পরিণাম—
শোনা যাক্ কৃষ্ণের উদ্দেশ্য,
তারপর দানিব উত্তর।
অশ্বিনীর তরে কৃষ্ণ পাঠাইল দূত,

নিশ্চয়তা কি আছে তাহার?
অন্য কোন বক্তব্যও পারে ত থাকিতে।

মদনের প্রবেশ।

মদন। জয় হ'ক, অবন্তী-ভূপাল!
দণ্ডী। এস—বস—তুমিই কি কৃষ্ণপুত্র—
মহাবীর— মহাধীর—প্রদ্যুম্ন সুমতি?
মদন। হাঁ মহারাজ! আমিই মদন—কৃষ্ণপুত্র,
বর্ত্তমানে দ্বারকেশ শ্রীকৃষ্ণের দূত।
কোন সবিশেষ প্রয়োজন বশে
দূতরূপে নিজপুত্রে করিলা প্রেরণ।
দণ্ডী। কহ মতিমান্! কিবা প্রয়োজন?
দূতরূপে কি সংবাদ এনেছ কৃষ্ণের?
মদন। শুনিলাম মহারাজ না কি
মৃগয়ায় পেয়েছেন অপূর্ব্ব অশ্বিনী?
দণ্ডী। কে কহিল এ বারতা
কার মুখে শুনেছ তোমরা?
মদন। মহর্ষি দুর্ব্বাসা আর দেবর্ষি নারদ
বলেছেন সন্দয় পিতার নিকটে;
পেয়েছেন মৃগয়ায় আশ্চর্য্য অশ্বিনী!
দণ্ডী। হাঁ, পেয়েছি অশ্বিনী সত্য কথা ইহা
তাহাতে কি হয়েছে প্রদ্যুম্ন?
মদন। পিতার আদেশ—কর দান শ্রীকৃষ্ণে অশ্বিনী,
বিনিময়ে তার ইচ্ছামত অশ্ব লও, রাজা!

দণ্ডী। এ অতি অসম্ভব—আব্দারের কথা!
আমার অশ্বিনী যদি নাহি দিই আমি
কি করিতে পারে কৃষ্ণ মোর?

মদন। অন্য কিছু না পারিলেও—
রণসাজে বীরদর্পে অবন্তী আসিয়া
সবলে লইতে পারে কাড়িয়া অশ্বিনী,
পরাজিত বিতাড়িত করি তোমাদের

দণ্ডী। এই বুঝি তব পিতা কৃষ্ণের আদেশ?

মদন। হাঁ—এই মম পিতার আদেশ।
স্বেচ্ছায় সহজে না দানিলে অশ্বিনী—
যুদ্ধ সাজে প্রস্তুত হইয়া থাক,
অচিরেই আসিতেছে যাদব বাহিনী,
কৃষ্ণাদেশ লঙ্ঘনের প্রতিফল দিতে।

দণ্ডী। শোন তবে কৃষ্ণের নন্দন!
থাকিতে জীবন দণ্ডী-কলেবরে,
ক্ষত্রিয়-সহায় অস্ত্র থাকিতে সম্বল,
কিছুতেই কৃষ্ণে আমি দিব না অশ্বিনী।
এর তরে যুদ্ধ চাও চল রণক্ষেত্রে
দিব প্রাণ—দিব মান—দিব সমুদয়,
তথাপি অশ্বিনী দিতে পারিব না কভু।
যাও হে প্রদ্যুম্ন! বল গিয়ে জনকে তোমার
যুদ্ধক্ষেত্রে দণ্ডী সনে করিতে সাক্ষাৎ,
সেইস্থানে হবে তার অশ্বিনীরে লাভ
সুশাণিত বিষাক্ত শায়কে।

অন্যের ঐশ্বর্য্য হেরি ক্ষুব্ধ লুব্ধ যেবা
পরশ্রীকাতর হীনচেতা সেই।
কৃষ্ণ হীন—নীচ—অতীব অধম,
গোপোচ্ছিষ্টভোজী কামুক, লম্পট,
রাধা গোপিনীর প্রেমের কিঙ্কর,
বাজীকর গোপপুত্রে দণ্ডী নাহি ডরে।
ব'লো সেই রাখাল কৃষ্ণেরে,
চায় যদি দিব হে গো-পাল গোপালে,
অশ্বিনী দিব না সেই ঘৃণ্য লুব্ধ কৃষ্ণে।

মদন। অতি স্পর্দ্ধা—অতি দর্প—অতি অহঙ্কারে
কৃষ্ণে বল কটুভাষা কৃষ্ণদ্বেষী ক্রূর!
সাবধান তবে কর্ম্মোচিত প্রতিফল নিতে।
আসি নরাধম! দেখা হবে রণক্ষেত্রে পুনঃ।

[সদর্পে প্রস্থান।

দণ্ডী। সেনাপতি! সুসজ্জিত কর সৈন্যগণে,
যাদবের সনে রণ হবে সুনিশ্চয়।
বহুকষ্টার্জ্জিত অশ্বিনীর লোভে—
প্রলুব্ধ হইয়া কৃষ্ণ সাধে হেন বাদ,
প্রতিশোধ দাও তার দর্প চূর্ণ করি,
সমরে বিক্ষত হ'ক্ যদুগণ।

সেনা। মহারাজ! সামান্য অশ্বিনী হেতু
করিও না কৃষ্ণ সনে বাদ।
কৃষ্ণ নহে সাধারণ—স্বয়ং ঈশ্বর,

তাঁর সনে রণে জয়াশা কোথায় ?

দণ্ডী। আমি বলি কৃষ্ণ গোপাধম
কৃষ্ণ অসাধারণ, গরুর রাখাল,
মাতুলানী—অপহারী,—লম্পট, কামুক
হীন—নীচ প্রকৃতি তাহার
প্রবৃত্তিও অতি নিম্নগামী।
কে বলে ঈশ্বর সেই গোপের নন্দনে ?
শত্রু সে আমার—শত্রু সে আমার
সাজাও বাহিনী ত্বরা বিপক্ষে তাহার।
যাই আমি অশ্বিনীর পাশে।

[প্রস্থান।

মন্ত্রী। বুঝিলাম দুষ্টবুদ্ধি ঘটেছে রাজার।

সেনা। তা না হ'লে কেন চাবে কৃষ্ণ সনে রণ ?
মৃত্যুমুখী—তাই ইহা মরণ কারণ।
যে কৃষ্ণ শৈশবে ব্রজে বধিল পুতনা,
অঘ, বক, তৃণাবর্ত্ত শঙ্খচুড় আদি
কংস অনুচরগণে বধিল হেলায়,
করিলেন যিনি কালীয় দমন—
গোবর্দ্ধন ধারণ—শকট ভঞ্জন
কংস নিপাতন, চাণুর মুষ্টিকে নিধন,
সেই কৃষ্ণ সনে রণে আজ্ঞা দানিলা ভূপাল
দুর্ভাগ্যেরে যতনে আনিতে।
হায় ! অবন্তীর রক্ষা নাহি আর।

মন্ত্রী। আজ্ঞাবাহী—ভৃত্য মোরা রাজার সেবক,
রাজ-আজ্ঞা করিব পালন
রাজভক্ত হইতে জগতে না ভাবিব শুভাশুভ,
এস রণ আয়োজনে যাই—যা থাকে অদৃষ্টে।
বল জয় রাজার জয়।

উভয়ে। জয় রাজার জয়!

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

অন্তঃপুর।

দণ্ডী ও অলকার প্রবেশ।

অলকা। এ কি কথা শুন্‌লেম মহারাজ? কেন স্বেচ্ছায় সুখের সংসারে আগুন জ্বাল্‌বেন কান্ত?

দণ্ডী। কি শুনেছ অলকা? কি আগুন জাল্‌লেম সুখের সংসারে?

অলকা। আপনি নাকি আপনার মৃগয়া-লব্ধ সামান্য অশ্বিনীর জন্য দ্বারকাপতি কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হয়েছেন?

দণ্ডী। সামান্য অশ্বিনী নয় অলকা! এমন অসামান্যা অশ্বিনী লাভ আমার সৌভাগ্যের কারণ—অশ্বিনী আমার ভাগ্যলক্ষ্মী। তেমন অনায়াস লব্ধ অতি প্রিয় অশ্বিনীর প্রতি কৃষ্ণের লোলুপ দৃষ্টি নিপতিত, সে চায় আমার কাছে অশ্বিনী আদেশ জানিয়ে—অনুনয় অনুরোধে নয়। তার এই অন্যায় আব্দার—অসম্ভব আশা পূর্ণ কর্‌তে আমি অক্ষম, তাই এই যুদ্ধ। মহা পরাক্রান্ত দুর্দ্দান্ত ক্ষত্রিয় ভূপাল রাজ-দণ্ডধর দণ্ডী, সামান্য একটা গোপ শিশুর ভয়ে ভীত হ'য়ে—তার আদেশ শিরোধার্য্য ক'রে, তাকে অশ্বিনী দিতে অসম্মত—অপমানিত। কৃষ্ণের এ অমার্জ্জনীয় অপরাধের দণ্ড দিতে দণ্ডী আজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

অলকা। এ ভ্রান্ত ধারণা আপনার হৃদয়ে কে বদ্ধমূল ক'রে দিলে কান্ত? কৃষ্ণকে এমন হেয়জ্ঞানে—হীনচক্ষে দেখ্‌বার উপদেশ কে দিয়েছে আপনাকে? কে বুঝিয়ে দিয়েছে আপনাকে, কৃষ্ণের সঙ্গে শত্রুতা ক'রে জয়লাভ কর্‌তে পার্‌বেন?

দণ্ডী। কেউ বোঝায় নাই—কেউ উপদেশ দেয় নাই, আমি নিজেই বুঝেছি—নিজেই করেছি—নিজেই জেনেছি। এ ধারণা আমার ভ্রান্ত নয়। অভ্রান্ত।

অলকা। কি বল্‌লেন কান্ত! সামান্য একটী অশ্বিনী না দিয়ে বিশ্ব পূজিত ত্রিলোক বন্দিত ভগবান্ কৃষ্ণের সঙ্গে বিরোধ কর্‌বার ধারণা আপনার যদি অভ্রান্ত হয়, তবে স্মরণ কর্‌বেন রাজা! মহাপরাক্রমী মথুরানাথ কংসের কথা! তিনিও কৃষ্ণকে বধ করতে অভ্রান্ত ধারণা করেছিলেন, কিন্তু তার পরিণামে নিজেই কৃষ্ণ-করে নিহত হলেন। নিকষানন্দন লঙ্কাপতি দশানন রামের সীতাহরণ করেছিলেন, রাম সমরে জয়ী হবার অভ্রান্ত ধারণা ক'রে, কিন্তু তাঁরও পরিণাম কত বিষময় ভাবুন দেখি নাথ! মহাবলী বলির দান—গর্ব্ব অতিশয় হ'য়েছিল ব'লেই ভগবান বামন মূর্ত্তিতে ত্রিপাদভূমি প্রার্থনা ক'রে বলির দর্প দলন করে-ছিলেন। এমন যিনি মহাশক্তি সম্পন্ন—প্রবল প্রতাপান্বিত মহাপুরুষ, তাঁর সঙ্গে এ শত্রুতার পরিণাম শুভ হবে না মহারাজ! হয়ত হতভাগী অলকার অদৃষ্ট দোষে সর্ব্বনাশ হবে। পায়ে ধরি নাথ! বিনয় করি, কৃষ্ণের সঙ্গে শত্রুতা কর্‌বেন না। বরং চলুন—আমরা উভয়েই অশ্বিনী নিয়ে দ্বারকায় কৃষ্ণের নিকট গমন করি।

দণ্ডী। স্তব্ধ হও রাণি! ক্ষান্ত হও শত্রুর প্রশংসায়—কৃষ্ণকে যে বিশ্বাসে ব্রহ্মজ্ঞান করেছ সেই বিশ্বাসকে অন্ধ ক'রে রাখ। শ্রীরাম, বামন এরা ভগবান ব'লে কি গোপকুল জাত নীচ কৃষ্ণকেও তুমি সেই—ভগবান পদে প্রতিষ্ঠা কর্‌তে চাও না কি? শোন রাণি! কৃষ্ণ সাধ ক'রে আমার সঙ্গে শত্রুতা করেছে, ক্ষত্রিয় বীর দণ্ডী তাতে ভীত হ'য়ে তাকে অশ্বিনী প্রদান কর্‌বে না; বরং যুদ্ধের জন্য রণাঙ্গণে অগ্রসর হব।

অলকা। কৃষ্ণকে আপনার এত হেয়জ্ঞান কেন? যিনি বাল্যে কত শত দানব দলন ক'র্লেন, কুব্জাকে সুরূপা ক'র্লেন—কুবলয় পীড় হস্তীকে বধ করলেন, চানুর মুষ্টিক কংসকে সংহার ক'র্লেন, সেই কৃষ্ণকে উপেক্ষা ক'রে আর নরকের পথ পরিষ্কার কর্‌বেন না।

দণ্ডী। সে বিচারে তোমার কি অধিকার থাক্‌তে পারে? আমি নরকে যাই যদি, তাতে তোমায় যাতনা ভোগ ক'র্তে হবে না, তবে তুমি নিরস্ত হও সেই পাপিষ্ঠ কৃষ্ণের গুণ বর্ণনায়। ওরূপ স্তাবকতা আমার মহিষীর চল্‌বে না! তুমি কৃষ্ণ-স্তুতি ত্যাগ কর—আমার স্তুতিবাদ কর; জান—তোমার কাছে আমি কি?

অলকা। আপনি আমার পতি দেবতা—উপাস্য মূর্ত্তি—স্বয়ং আমার ঈশ্বর।

দণ্ডী। আমি যদি তোমার পতি হই—ঈশ্বর হই, তবে আবার কৃষ্ণকে ঈশ্বর বল্‌ছ কেন? কৃষ্ণকে যদি ঈশ্বর ভাব্‌তে পার, আমায় ত্যাগ ক'রে কৃষ্ণের শরণ গ্রহণ কর্‌লেই ত পার? কি স্পর্দ্ধা? আমারই পত্নী হ'য়ে আমারই শত্রুর স্তুতিবাদ কীর্ত্তন? শোন মহিষি! যা বলেছ—বলেছ, আর যেন আমার অভিমতে কোন অন্য মত প্রকাশ ক'রে কৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে, আমার সমক্ষে ঈশ্বর ব'লে প্রতিপন্ন কর্‌বার চেষ্টা ক'রো না, তাহ'লে তোমার অদৃষ্টে দণ্ডীর বিচারে প্রচণ্ড দণ্ডভোগ অনিবার্য্য। কৃষ্ণ আমার শত্রু, সেই শত্রুর স্তাবক—শত্রুর অযথা চাটুকার যে, সে আমার পরম আত্মীয় হ'লেও দণ্ডযোগ্য। স্ত্রী ব'লে তুমিও ক্ষমা পাবে না, অলকা?

অলকা। আমায় ক্ষমা ক'র্তে হবে না, যে দণ্ড আপনার বিচারে হয়, সেই দণ্ডই আমায় দান করুন, আমি শাসন দণ্ডের নিম্নে মাথা পেতে দোব। এমন কি যদি আমার প্রাণদণ্ড দিয়ে পরিতুষ্ট হ'ন্, তাতেও

কাতর হব না। কিন্তু নাথ! আমি আপনাকে কিছুতেই সেই কৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে দোব না। বল্‌ব কি মহারাজ! যেদিন মৃগয়া হ'তে অশ্বিনী নিয়ে গৃহে ফিরেছেন, সেইদিন হ'তেই আমার মনে কেমন একটা অমঙ্গলাশঙ্কা! মনে হয় যেন কি সর্ব্বনাশ হবে। মাঝে মাঝে স্বপ্ন ঘোরে দেখি—যেন আপনি কোন অপূর্ব্ব সুন্দরীর প্রেমপাশে বদ্ধ হ'য়ে আমায় ভুলে গেছেন। এই সব কারণে রণে যেতে নিবারণ করি।

গান।

ধরি শ্রীচরণ, হে জীবনের জীবন
অবলার সার পতি দেবতা।
রাখ অনুরোধ, ত্যজ হেন বোধ
ভাব ইষ্টদাতা কৃষ্ণে শ্রেষ্ঠ দেবতা॥
যাঁহার ইচ্ছায় চন্দ্র সূর্য্য তারা,
যাঁর সুনিয়মে ষড়ঋতু ধারা,
দেব দ্বিজ, যোগী ঋষির নয়নতারা
তাঁর অসীম অনন্ত ক্ষমতা॥
বৃষ্ণিবংশের সনে করিতে সমর,
শঙ্কায় সশঙ্কিত দেবতা অমর,
কে হবে জগতে পাতকী পামর
বিষ্ণুসনে করি বৈরতা;—
কৃষ্ণ সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কারণ,
তাঁর ইচ্ছায় জীবের জনম মরণ,—
কে ক'রে বারণ বিনা ভবতারণ
নিদানের দিনে কৃষ্ণ পরিত্রাতা॥

দণ্ডী। এ তোমার কি বিষম ভ্রম? আমার আদেশ অমান্য ক'রে কৃষ্ণকে ঈশ্বর ভাবার পরিণামে অলকা! এ রাজপুরীতে তোমার স্থান হবে না। স্বামীর মতবিরুদ্ধা স্বাধীনা রমণী সমাজের ঘৃণ্যা—পরিত্যক্তা যাও দূর হ'য়ে আমার অবন্তীর ত্রিসীমা হ'তে। আমি তোমার মত অনিষ্ট দায়িনী সহধর্ম্মিণী চাই না। আমি তোমায় নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করলুম। এই কে আছ?

পরিচারিকার প্রবেশ।

পরি। কি আজ্ঞা হয় মহারাজ?

দণ্ডী। আমি শিবিকা প্রস্তুতের ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি, তুমি সেই শিবিকায় শত্রুর হিতাকাঙ্ক্ষিণী—দণ্ডীরাজার রাণীকে বনবাসে রেখে এস।

অলকা। নির্ব্বাসিতা অপরাধিনীকে বনে পাঠাতে শিবিকার কি প্রয়োজন হবে মহারাজ! রাজরাণী—বনবাসিনী হ'তে পারবে—ভিখারিণী কাঙ্গালিনী,—অনাথিনী হবে, তা সইবে, আর পদব্রজে বনে গেলে বুঝি মানের দায়ে সইবে না? না মহারাজ! কি আর বলব? আমি বনে যাই—দুঃখ নাই, কিন্তু বনে গিয়েও ত শান্তি পাব না। যার পতি যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিদ্বন্দ্বী, তার শান্তি বনে নাই মহারাজ! তার চিন্তা চিতানলের মত ধু ধু জ্বলবে! পতিহারা সতী কখন বনবাসে শান্তি পায় না, বনবাস দণ্ড আমার যোগ্য শাস্তি হ'ল না মহারাজ! আমার প্রাণদণ্ডই উপযুক্ত দণ্ড। দণ্ডধর! যদি দাসীর প্রতি এমনই নিষ্করুণ হ'য়ে থাকেন, তবে আমার প্রাণদণ্ডের অনুমতি দিন্।

দণ্ডী। এ সে সময় নয়, কৃষ্ণের সঙ্গে এই সংঘর্ষ সৃষ্টি না হ'লে এ ক্ষেত্রে বোধ হয় তোমার প্রাণদণ্ড বিনা আমারও শান্তি ছিল না। কিন্তু

কৃষ্ণই সে পথ নষ্ট করেছে, অশ্বিনী প্রার্থনা ক'রে। 'পরিচারিকা! যাও—আদেশ পালনে যত্নবতী হও। আমায় আবার যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হ'তে হবে—অশ্বিনীকে রক্ষা করতে হবে।

[প্রস্থান।

পরি। রাণী মা!

অলকা। কেন মা?

পরি। এ সংসারে আর কিসের মায়া মা? চল বনে যাই।

অলকা। তাই চল মা! এই ত সংসার—এই ত সংসারের স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধ? এর জন্য আমার মমতা কি? মাগো! এতদিনে জ্ঞান হয়েছে সংসার অসার, অসার সংসারে কেউ কারু নয়। সব স্বার্থপর—সব স্বার্থপর।

পরি। এ স্বার্থরতার রাজ্য ছেড়ে সেই নিঃস্বার্থ পরতার মধুর শান্তিময় সাম্রাজ্য কাননে চল মা! আমি তোমার বন সঙ্গিনী হব।

অলকা। তাই চল মা! কৃষ্ণ! অনাথার তুমিই ভরসা?

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

অবন্তী।

মন্ত্রীর প্রবেশ।

মন্ত্রী। বুঝিলাম এতদিন পরে
রক্ষা বুঝি নাই অবন্তীর,
সমরে উদ্যত সেই যাদবের সনে
যুদ্ধ জয়-আশা অসম্ভব অতি;
অগ্নিতে দানিলে হস্ত দহিবে নিশ্চয়,
বিষপানে অবশ্যই মরণের ভয়।
জেনে শুনে দণ্ডীরাজা তাই
নিজহস্ত দানিল অনলে—করিল গরল পান,
কৃষ্ণ সনে সাধ করি শত্রুতা সাধিল
সামান্য মৃগয়া লব্ধ অশ্বিনীর তরে।
ফলে তার শান্তি সুখময় সোণার অবন্তী,
শ্মশানের নীরবতা ল'য়ে রহিবে পড়িয়া।
দুর্দ্দান্ত যাদবসৈন্য অদম্য বিক্রম,
আসিতেছে কৃষ্ণপক্ষ দণ্ডী বিদলনে।
কিন্তু হায় নাহি জানি কেহ
রাত্রমধ্যে রাজা—রাণী গেলেন কোথায়?
বিবাদের মূলীভূতা কোথা সে অশ্বিনী?
সমরে সূচনে যার হেন বৈসূচন,

সেই সর্ব্বশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণের সনে
কেমনে সমরে জয় করিব অর্জ্জুন ?

সেনাপতির প্রবেশ।

সেনা। সর্ব্বনাশ মন্ত্রিবর ! ঘোর সর্ব্বনাশ।
সাগরাভিমুখে প্রধাবিত নদের মতন
দুর্দ্দম বিক্রমে যত যাদব-বাহিনী
আক্রমণ করিলা অবন্তী।
বহুক্ষণ করি রণ তাদের সহিত,
নিতান্তই নিরুপায় হইয়া সম্প্রতি
আসিয়াছি তব পাশে দানিতে সংবাদ।
মন্ত্রিবর ! কর ত্বরা কোন প্রতীকার,
যাদবের করে রক্ষ অবন্তী নগর,
অবন্তীর নাম রাখ অরাতি দলিয়া।

মন্ত্রী। কৃষ্ণচন্দ্র প্রতিপক্ষ যার,
ঘোর কৃষ্ণপক্ষ তার দুর্ভাগ্য কারণ।
সেনাপতি ! যদুপতি কেশবের সনে
কে কোথায় জিনিয়াছে রণে ?
তবে মোরাই বা কেমনে জিনিব ?
কৃষ্ণ-করে পরাজিত হ'য়ে
আত্ম সমর্পণ করা সুবিধি এখন।
কাজ নাই যুদ্ধে কৃষ্ণে করিয়া বন্ধন
ভবের বন্ধনহারী নন্দের নন্দনে,
তার চেয়ে কৃষ্ণ-করে বন্দী হওয়া ভাল।

সেনা। শতবার—সহস্রবার—কোটী কোটীবার
পরাজিত হইয়া সংগ্রামে
উর্দ্ধপুচ্ছ সারমেয় সম
প্রাণ নিয়ে পলায়ন না করি কখন,
শত্রুকরে আত্মদান বীরের কর্ত্তব্য
পলায়নাপেক্ষা পরাজয়ে ক্ষত্রিয়-গৌরব।
সেই পূজ্য আর্য্য ক্ষত্রবংশজাত মোরা,
প্রাণ দিব—তবু পৃষ্ঠভঙ্গ কভু না দানিব;
কৃষ্ণ সম শত্রুকরে মৃত্যু ঘটে যদি,
অনন্ত স্বরগবাস নিশ্চয় ক্ষত্রের।
ক্ষাত্রবৃত্তি বীরধর্ম্ম করিতে পালন
কৃষ্ণসনে সমরের এই আয়োজন।
অশ্বিনীর সনে রাজা-রাণী
কোথায় যে নিরুদ্দিষ্ট জানি না সন্ধান।
রাজা-রাণী কৃষ্ণ ভয়ে রাজ্যত্যাগী যদি,
আমাদের তবে আর কেন চেষ্টা বৃথা?
কার তরে করিব সমর?
তার চেয়ে কৃষ্ণ-করে বন্দী হওয়া ভাল।
চল তবে মন্ত্রিবর! বন্ধন নিবারি হরি,
করুন মোদের আজ এ কর বন্ধন।

মন্ত্রী। রাজা রাণী রাজ্যে নাই, নাই সে অশ্বিনী,
তবু রণক্ষেত্রে যেতে হবে সবে।
প্রথমতঃ রাজার হিতার্থে
প্রাণপণে করিয়া সমর,

অসমর্থ হ'লে পরিব বন্ধন।
সাধ্য মত চেষ্টাকর না করিও ত্রুটী,
নাহি মম মনের স্থিরতা এবে,
রাজার অভাবে মস্তিষ্ক চঞ্চল মম
কর্ত্তব্য নির্ণয়ে তত নাহি শক্তি মোর।
যাও—যাও সেনাপতি : যাদব-সমরে
পরাক্রমে প্রপীড়িত কর যদুগণে,
পার যদি জিনিয়া কৃষ্ণেরে
রাখ নাম—যশ—মান অবন্তীর,
রাখ—রাখ রাজার গৌরব।
পুনঃ পুনঃ করি সাবধান
হে সেনানী প্রধান!
রণভঙ্গে পলায়ন ক'রো না ধীমান্!
অরাতির দর্পনাশে কর সুবিধান,
অসমর্থ হইলে তাহাতে
সম্মুখ সমরে দিবে প্রাণ দান।

সেনা। ওই—ওই জীমূতগর্জ্জনবৎ
যাদবের ঘোর হুহুঙ্কার ঘন সিংহনাদ!
ওই শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খের নিনাদ!
সহে না বিলম্ব আর বৃথা হে অমাত্য!
অহঙ্কারী যাদবের হেন আস্ফালন।
মহাপরাক্রমে ঘূর্ণীবায়ু সম
ঘুরিতে ঘুরিতে পড়ি শত্রুর উপরে;
সাবধানে মন্ত্রিবর! কর অবস্থান।

মন্ত্রী। সাবধানে কি হইবে আর,
তার চেয়ে আত্মদানে প্রস্তুত হইয়া
যাই চল সমর প্রাঙ্গণে।
কৃষ্ণ যার প্রতিকূল রণে,
জয় আশা কোথায় তাদের ?
তবু বলি নিরুদ্যম না হইয়া মনে
সোৎসাহে পশিতে সমরে ;
কৃষ্ণে যদি পার জিনিবারে
অনন্ত গৌরব লাভ হইবে তাহ'লে,
কিংবা কৃষ্ণ-করে আত্ম সমর্পণে
অক্ষয় বৈকুণ্ঠধামে করহ গমন ;
চল দ্রুতগতি পশি যাদবের রণে।

[উভয়ের প্রস্থান।

অন্যদিক দিয়া যুদ্ধরত সাত্যকি ও
সেনাপতির প্রবেশ।

সাত্যকি। অবন্তীর সেনাপতি ! রণ সাধ মিটেছে তোমার ?
সেনা। ক্ষত্রিয়ের রণ সাধ সহজে কি মিটে হে সাত্যকি !
এক পক্ষে যতক্ষণ নাহি হয় জয় পরাজয়
প্রতিপক্ষ রণ সাধ হয় না পূরণ।
সাত্যকি। অদ্ভুত সাহস তব, বাখানি বীরত্ব !
বসুন্ধরা সশঙ্কিত যার নাম শুনে,
যার ভয়ে ভীত সুরদল দানব কিন্নর,

যক্ষ রক্ষ নর ভীত ত্রাস্ত সদা,
সদর্পে দলিছে যারা চক্ষের পলকে,
স্বর্গ মর্ত্ত রসাতলবাসী সমুদয়ে,
এমন অমিত তেজা যাদবের রণে
জয়লাভে শস্ত্রধরি এসেছ সাহসে,
এ বীরত্ব প্রশংসার স্তব।
কিন্তু সেনাপতি! এত দর্প তব
অধিকক্ষণ না রাখিব আর;
এই যুদ্ধে তব পরাক্রম হবে চূরমার।

সেনা। জানি হে সাত্যকি আমি বীরত্ব তোমার,
যদুকুলে বীরশ্রেষ্ঠ তুমি মতিমান!
শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় অতিশয়।
জানি তুমি রণ বিশারদ
সুনিপুণ তব সমর কৌশল।
কিন্তু বল দেখি বীরবর।
এ কেমন সমরের রীতি?
ক্ষাত্রধর্ম্ম নীতি তব নহে অবিদিত!
তবে কোন্ ধর্ম্ম মতে অখিনীর লোকে
আক্রমিলে অবন্তী নগর?
যাই হ'ক্ এসেছ যখন রণক্ষেত্রে,
নিশ্চয় করিব রণ
জীবনের আশা পরিহরি।
থাকিতে শোণিত বিন্দু ক্ষত্রিয়ের দেহে,
থাকিতে শাণিত অস্ত্র করে তাহাদের,

ডরে না সমরে কারে ক্ষত্রিয় সন্তান।
যে ডরে, সে বী নহে কভু,
নিতান্তই হীনবীর্য্য কাপুরুষ সেই।

সাত্যকি। এত ধর্ম্মজ্ঞান হয়েছে তোমার
বিবেকের বশে—কিম্বা সময়ের ভয়ে?
যাই হ'ক্ ধর্ম্মবীর! দেখাও বিক্রম,
ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিচয় হইবে সমরে।
ধর্ম্ম রণ-নীতি কত জান তুমি
এইবার তার হউক পরীক্ষা।

[উভয়ের যুদ্ধ ও প্রস্থান।

মন্ত্রীর প্রবেশ।

মন্ত্রী। সেনাপতি পরাজিত সাত্যকির রণে
সৈন্যদল পলায়িত পৃষ্ঠভঙ্গ দানে।
এইবার যুদ্ধে বুঝি ঘটে পরাজয়!
অবন্তীর সৈন্য সেনাপতি পরাস্ত সমরে
যাদবের জয়ধ্বজা উড়িল অম্বরে,
অবন্তীর স্বাধীনতা যাদবাধিকারে।
হায় স্বর্ণভূমি রত্নপ্রসবিনী অবন্তী জননী!
আজ তুমি স্বাধীনতা হারা,
বীর পুত্রগণ তব নিরুপায় এবে
বন্দী হ'য়ে যাদবের করে!
হায় মাতা! এই ছিল ভাগ্যেতে তোমার?

মদনের প্রবেশ।

মদন। কে আপনি, এ রণক্ষেত্রে?

মন্ত্রী। আমি অবন্তীর রাজমন্ত্রী।

মদন। এখানে কি অভিপ্রায়ে?

মন্ত্রী। কর্ম্মময় জগতে কর্ম্মীর কর্ম্ম অন্বেষণে।

মদন। কর্ম্ম পেয়েছেন?

মন্ত্রী। পেয়েছি। এই যুদ্ধই এখন কর্ম্মীর কর্ম্ম।

মদন। যুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বী কে?

মন্ত্রী। তুমি।

মদন। তবে যুদ্ধে নিযুক্ত হ'ন্।

মন্ত্রী। তুমি যে নিতান্ত শিশু?

মদন। যুদ্ধও ত একটা পশুর জন্য? সামান্য একটা বন্য পশুর জন্য যারা যাদবের সঙ্গে বৈরতা ক'রে, তারা কি জানে না যে, যাদব কুলের এক একটী শিশু রণক্ষেত্রে সাক্ষাৎ কাল?

মন্ত্রী। যাদবগণও কি জানে না যে, একজনের সম্পত্তিতে লোভ ক'রে পরশ্রীকাতরতার পরিণাম কত বিষময়?

মদন। তার সম্যক পরিচয় দিতে আমার সময় নাই।

মন্ত্রী। তবে যুদ্ধে পরীক্ষা দাও।

মদন। এখনই—আমি ত প্রস্তুত।

মন্ত্রী। আমিই কি অপ্রস্তুত নাকি?

মদন। জানেন অবন্তী সেনাপতি পরাজিত—বন্দী?

মন্ত্রী। জানি।

মদন। আপনারও সেই দুর্দ্দশা হবে।

মন্ত্রী। দুর্দ্দশা হবে না দুর্দ্দশা কেটে যাবে? যাঁর নাম নিলে ভববন্ধন মোচন হয়, তাঁর নন্দনের নিকট বন্ধন গ্রস্ত হ'তে পারলে ত পরকালের একটা কাজ হ'য়ে থাকে।

মদন। বেশ তবে পরকালের কাজ করুন,—পরপারে যাবার জন্য?

মন্ত্রী! এই যে বালক! এস

। যুদ্ধ ও উভয়ের প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে কর্ম্মানন্দের প্রবেশ।

কর্ম্ম।— গীত।

কালের বশে কাজের কাণ্ডী ওই সে নিয়তি।
যার ইঙ্গিতে জনম মরণ, সৃষ্টি প্রলয় অবস্থিতি।
নিয়ন্তার সে কাল চক্র ঘূর্ণিত নিয়ত,
নিয়তি চালায় চক্র, করি নিজ কর গত,
জীবনান্তে জীবের জীবন হয় অপগত
নিয়তির এই বিধি, এই ত সুসঙ্গতি।
দণ্ডী পেলে অশ্বিনী মৃগয়া করিতে,
কৃষ্ণচন্দ্র অস্থির সে উর্ব্বশীতারিতে,—
করিতে ভবে ধার্ম্মিকের ধরম পরীক্ষা,
দানিতে মোহান্ধ জীবে পবিত্র সুশিক্ষা,
দেখিতে কাহার প্রাণে কতই তিতিক্ষা
অশ্বিনী কারণে রণে জিগু যদুপতি।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

দ্বারকা।

শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম কথোপকথন করিতেছিলেন।

বল। একটা সামান্য অশ্বিনীর জন্য এতটা অনর্থ সৃষ্টি ক'রে একজন রাজাকে অনর্থক উৎসাদিত করা তোমার ভাল হয় নাই কৃষ্ণ! আমাদের ভাণ্ডারে অশ্বের কি অভাব আছে, তাই সে অশ্বিনীর জন্য তুমি এমন অস্থির হ'লে? এ কাজটা তোমার ঠিক সঙ্গত বিবেচনা হয় না ভাই।

শ্রীকৃষ্ণ। দাদা! আমি যে কেবল একটা অশ্বিনীর জন্যই এ কার্য্যে ব্রতী হ'য়েছি, তা নয়। এর অন্য কোন গূঢ় উদ্দেশ্য আছে।

বল। কি সে গূঢ় উদ্দেশ্য, কেশব?

শ্রীকৃষ্ণ। আপনার আর এখন তা শুনে কাজ নাই, কার্য্য শেষে সমস্তই জান্‌তে পার্‌বেন। তা ছাড়া—আমি কখন দর্পীর দর্প রাখ্‌তে দিই না। যে যখন যতখানি অহঙ্কৃত হয়, তার ঠিক ততখানি দর্প আমি চূর্ণ করি; তাই এই যুদ্ধের আয়োজন।

বল। কেন ভাই কৃষ্ণ! তবে কি নির্ব্বোধ দণ্ডী অহঙ্কার ভরে তোমার কোন অপমান ক'রেছে?

শ্রীকৃষ্ণ। হাঁ দাদা, অবন্তী পতি দণ্ডী অযথা আমার নিন্দা ক'রে প্রিয় পুত্র মদনকে ব্যথিত করেছিল, তাই এই সমরায়োজন।

বল। দণ্ডী তোমায় অহঙ্কারভরে কি নিন্দা করেছে, ভাই?

শ্রীকৃষ্ণ। সে অনেক কথার কথা।

বল। অনেক কথা শুন্‌তে চাই না, তুমি সংক্ষেপে বল।

শ্রীকৃষ্ণ। সে বলেছে—আমি গোপান্নভোজী, নিকৃষ্ট, আমি নির্গুণ কপট, আমি তার চক্ষে ঘৃণ্য—হেয়—অধম।

বল। তারপর?

শ্রীকৃষ্ণ। তারপর বলেছে—আমি পরস্ত্রীকাতর—লুব্ধ—তস্কর। আমি গো-রাখাল—মাতুল বিনাশী ধৃষ্ট। তাই তার দর্প চূর্ণ করতে এই যুদ্ধ সৃষ্টি।

বল। এ যুদ্ধে যদি যাদবগণের পরাজয় হয়, তাহ'লেত বিশেষ অপমান! তুমি এখানে—আমি এখানে! প্রদ্যুম্ন সাত্যকি সকলেই শিশুমতি, তারা কি রণজয়ে কৃতকার্য্য হ'তে পারবে?

শ্রীকৃষ্ণ। অকৃতকার্য্য হবারও কোন কারণ নাই। ঐ দেখুন দাদা! বন্দীদের সঙ্গে প্রদ্যুম্ন আর সাত্যকি এই দিকেই আসছে।

মদন ও সাত্যকি সহ বন্দীবেশে
মন্ত্রী ও সেনাপতির প্রবেশ।

মদন। [কৃষ্ণ বলরামকে প্রণাম করিয়া] পিতা! অবন্তী যুদ্ধে জয়ী আমরা, দণ্ডীরাজ অশ্বিনী সহ পলায়িত, তার মন্ত্রী ও সেনাপতি বন্দী। এই নিন্—যুদ্ধের বিজয় উপহার।

সাত্যকি। প্রভু! কৃষ্ণ নিন্দাকারী দুর্ম্মতি দণ্ডীর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই, আপাততঃ কৃষ্ণ নিন্দার ফলে অবন্তী শ্রীহীন—শান্তিহীন, সেনাপতি, মন্ত্রী উপায় বিহীন—বন্দী।

শ্রীকৃষ্ণ। তোমরা দণ্ডীরাজের মন্ত্রী—সেনাপতি?

মন্ত্রী। হাঁ প্রভু! আমি অবন্তীর মন্ত্রী আর ইনি সেনাপতি।

বল। তবে আজ তোমাদের এ দুর্গতি কেন? যার দর্শনে ভব-বন্ধন

মোচন হয়, সেই বন্ধন বিমোচনকারী হরির নিকট এসেও তোমরা বন্ধনগ্রস্ত কেন?

মন্ত্রী। রাজার ছন্নগতি তাই আমাদের এমন দুর্গতি।

শ্রীকৃষ্ণ। তোমাদের রাজা অশ্বিনী নিয়ে কোথায় লুকায়িত?

মন্ত্রী। জানি না। যাদবগণের সঙ্গে সংগ্রাম সূচনার পূর্ব্বরাত্রে তিনি তাঁর প্রাণাধিকা অশ্বিনী সহ কোথায় অন্তর্হিত, কেউ সে সন্ধান জানে না।

শ্রীকৃষ্ণ। সত্য বল্‌ছ ত?

মন্ত্রী। সত্য সনাতন পূর্ণব্রহ্ম হরির নিকটে এসে, কে মিথ্যা কথা বল্‌তে সাহসী হ'য়ে নিরয়গমনের পথ প্রশস্ত করে প্রভু? আপনার কাছে সত্যই বল্‌ছি, তাঁর কোন অনুসন্ধান নাই।

শ্রীকৃষ্ণ। তাই ত! সে আততায়ী তবে কোথায় গেল?

সেনা। আপনার ভয়ে ভীত হ'য়ে অশ্বিনী রক্ষার জন্য বোধ হয় কোথাও গুপ্তভাবে অবস্থান কর্‌ছেন।

শ্রীকৃষ্ণ। যাক্—আপাততঃ তোমাদের বিচার হবে। বল, তোমরা কি দণ্ড চাও?

সেনা। সেটা ত দণ্ডভোগীর ইচ্ছা নয় প্রভু! দণ্ড দান দণ্ডদাতার অভিপ্রেত।

মন্ত্রী। হে সর্ব্বময় শ্রীহরি! বিশ্বের দণ্ডমুণ্ডের সূক্ষ্ম সুবিচারক আপনি, আপনার ন্যায় দণ্ড—আমাদের ন্যায় দণ্ড বিধান করুক্। এ পরাজিত ঘৃণিত জীবন বর্ত্তমানে আমাদের গুরুভার ব'লে বোধ হচ্ছে, হে ভূভারহারী! আমাদের জীবন দণ্ড ক'রে এই দুর্ব্বহভার লাঘব করুন—মৃত্যু দণ্ড প্রদান করুন।

সেনা। মৃত্যু বিনা এ অপমানের তীব্র যাতনার উপশান্তি হবে

না, প্রভু! যদি দণ্ডই দেবেন, তবে হে দণ্ডদাতা দণ্ডধর! আমাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিন্, মৃত্যু ভিন্ন অন্য দণ্ড চাই না।

শ্রীকৃষ্ণ। অন্য দণ্ড চাও না—মৃত্যুদণ্ড চাও? কিন্তু আমার বিচারে সে দণ্ডের যোগ্য অপরাধী তোমরা নও, তোমাদের অপরাধের দণ্ড কি জান? সাত্যকি!

সাত্যকি। কেন, প্রভু!

শ্রীকৃষ্ণ। বন্দীদ্বয়কে মুক্ত ক'রে দাও।

সেনা। আমরা এমন মুক্ত হ'তে চাই না। বন্ধনের যাতনা নিয়ে বন্ধন মোচনকারীর নিকট যখন আস্‌তে পেরেছি, তখন এ বন্ধন আমাদের যেন মুক্ত না হয়। ভবের বন্ধনে বাঁধা থাকার চেয়ে, কৃষ্ণের দেওয়া বন্ধনে বদ্ধ হ'য়েই যেন কালাতিপাত করতে পারি।

শ্রীকৃষ্ণ। সেনাপতি! অভিমান ত্যাগ কর। আমি স্বয়ং স্বহস্তে তোমাদের বন্ধন মোচন ক'রে দিচ্ছি। (তথাকরণ)

মন্ত্রী। সেনাপতি! যোগীঋষির সাধন দুর্লভ ধন আজ নিজহস্তে আমাদের বন্ধন মোচন ছলে স্পর্শ সুখ দান ক'রে কৃত কৃতার্থ কর্‌লেন। এস, আমরা উভয়ে ঐ রাম-কৃষ্ণ ভ্রাতৃদ্বয়ের চরণ বন্দনা করি। (তথাকরণ)

শ্রীকৃষ্ণ। সেনাপতি! মন্ত্রিবর! তোমাদের মত এমন—ধার্ম্মিক বিবেচক—বিজ্ঞ—সহায় বিদ্যমান থাকতে তোমাদের রাজা এমন অধার্ম্মিক কৃষ্ণদ্বেষী কেন বলতে পার?

মন্ত্রী। যার যেমন স্বভাব, তার তেমনি স্ব-ভাব।

বল। তোমাদের মত এমন সৎসঙ্গ লাভ ক'রেও তার স্বভাবের পরিবর্ত্তন হ'ল না, এই আশ্চর্য্য!

মন্ত্রী। কেমন করে হবে হলধর? নিম্ববৃক্ষের মূলদেশে যদি মধু

সিঞ্চন করা যায়, তাহলেও যেমন নিম্বের তিক্ততা দূর হয় না, ভুজঙ্গ শিশুকে দুগ্ধ পান করালেও যেমন তার বিষ সুধা হয় না, তেমনি যে কৃষ্ণদ্বেষী, শত সহস্র সদুপদেশেও তার সে স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয় না।

সেনা। তারপর—এখন আমাদের কি কর্ত্তব্য ?

শ্রীকৃষ্ণ। তোমরা যথেচ্ছস্থানে গমন কর্‌তে পার, কোন আপত্তি নাই।

সেনা। আমাদের মুক্তি দিয়ে স্বাধীনতা দান কর্‌লে যে, আবার আপনার প্রতিপক্ষে দাঁড়াব না, তার নিশ্চয়তা কি প্রভু ?

শ্রীকৃষ্ণ। সে কর্ম্ম তোমাদের দ্বারা সংঘটিত হওয়া অসম্ভব। যদিও সম্ভব হয়, তবে স্বকর্ম্মফল তোমাদিগেই সম্ভোগ কর্‌তে হবে।

মন্ত্রী। আমরা আর দ্বারকা ছেড়ে কোথাও যাব না। থাকি যদি, তবে কৃষ্ণ-রাজ্যের প্রজা হ'য়ে বসবাস কর্‌ব।

শ্রীকৃষ্ণ। রাজা তোমাদের দেশত্যাগী, এ সময় তোমরা যদি দেশে না যাও, তাহ'লে সুবর্ণপুরী অবন্তী-নগর যে অরাজকতায় ছেয়ে যাবে। অশান্তি-উপদ্রব, প্রজাপীড়ন, অনাচার—অত্যাচার ব্যভিচারে দেশ পূর্ণ হ'য়ে যাবে। তোমরা দেশভক্ত-রাজভক্ত-মাতৃভূমির সেবক। যদি তোমাদের সমবেত শক্তি-সামর্থ-ও চেষ্টার দ্বারা রাজাহীন রাজ্য, শান্তির আশ্রয়ে রেখে শৃঙ্খলা স্থাপন কর্‌তে পার, তার জন্য প্রাণপণ যত্নে চেষ্টিত হও গে। যখন প্রয়োজন হবে, তখন আমায় স্মরণ ক'রো, তোমাদের বাসনা পূর্ণ কর্‌ব।

মন্ত্রী। নীরদবরণ! স্মরণ মাত্রে তোমার করুণা পাব ব'লে আশ্বাস দিচ্ছ বটে, কিন্তু যদি তোমায় স্মরণ কর্‌তে বিস্মরণ হই, স্মরণ সময় যদি তোমার চরণে শরণ গ্রহণ কর্‌তে না পারি, তাহ'লে

পরকালের গতি কি হবে না? কল্পবৃক্ষ কাছে পেয়ে যদি ইহকাল-পরকালের স্বকাম-নিষ্কাম কর্ম্মের সুফললাভ না হয়, তবে আমাদের মত পাতকীর উদ্ধার কি ক'রে করবে দয়াময়? মধুসূদন! নিজগুণে যদি এতখানি দয়া-দানে আনন্দিত করলেন, তবে আর একটী নিবেদন শুনতে হবে। কৃষ্ণরূপ দর্শনের ফলে যেন আমাদের মতি শ্রীমতীর প্রাণপতির শরণ নিতে বিস্মৃত না হয়। কৃষ্ণরূপ দর্শনের ফলে যেন আমাদের যম-যাতনা দূর হয়।

শ্রীকৃষ্ণ। তোমাদের বিমল সরল ভক্তিতে, কৃষ্ণ—প্রেমাকৃষ্ট। তোমাদের ইহ-পরকাল শুভময় হবে—আমার নামে তোমাদের রুচি স্বভাবতঃই আগমন করবে। কোন চিন্তা নাই, শমন-শঙ্কারও চিন্তা নাই। আমি তোমাদের সকল ভার গ্রহণ করলেম।

সেনা। ভূভারহারী! তবে আমাদের ভার গ্রহণ কর।

[প্রণাম]

গীতকণ্ঠে কর্ম্মানন্দের প্রবেশ।

কর্ম্মা।— গান।

দিয়ে ভার ভূভার-হারীর পায়,
হ'ল তোদের ভব পারের উপায়।
আর ভয় নাই, কৃষ্ণ তোদের
ইহ পরকালে পরম সহায়॥
যাঁর নামে মুক্ত ভবের বন্ধন,
তাঁর পুত্র করে যার কর বন্ধন,
মুক্ত তাদের মায়ার বন্ধন
শ্রীনন্দ-নন্দনের কৃপায়॥

যুগল মুরতি হের রাম-কৃষ্ণ,
যুগল-আসনে ওই উপবিষ্ট,
দরশে-হরষে পরাণ আকৃষ্ট,
শ্রীকৃষ্ণ-কমলে মধুপপ্রায়॥

[মন্ত্রী ও সেনাপতির হস্ত ধারণ করতঃ
দ্রুত প্রস্থান।

বল। এইবার তাহ'লে সব শান্তি হ'ল ত, কৃষ্ণ?

শ্রীকৃষ্ণ। না দাদা, এখনও অশান্তি আগুন জ্বল্‌বে। এর পর দণ্ডীর অন্বেষণ কর্‌তে হবে—তার কাছ হ'তে অশ্বিনী উদ্ধার ক'রে নিতে হবে, তা না হ'লে শান্তি পাব না, দাদা!

বল। যদি সে প্রাণভয়ে কারু শরণাগত হয়?

শ্রীকৃষ্ণ। অপরাজিত-অপরিমিত শক্তি-সম্পন্ন যাদব-সৈন্য সমাবেশ ক'রে মহাপরাক্রমে তার আশ্রয়-দাতা সহ দণ্ডীকে সবলে আয়ত্ত ক'রে অশ্বিনী গ্রহণ কর্‌তে হবে।

বল। তাহ'লে বল—আবার যুদ্ধ বাধাবার সঙ্কল্প?

শ্রীকৃষ্ণ। হ্যাঁ দাদা, তাই। দেখুন না—অশ্বিনী লাভের পরিণাম কি ভাবে কোথায় দাঁড়ায়?

বল। যা ইচ্ছা কর—আমি দেখে যাই আর শুনে যাই—আবশ্যক হ'লে হলপাণি হ'য়ে যুদ্ধেও যাই। তোমার ইচ্ছায় ত আমার বাধা দেবার শক্তি নাই, ভাই!

শ্রীকৃষ্ণ। বৎস প্রদ্যুম্ন! তুমি অনুসন্ধান কর, দণ্ডী কোথায় কি ভাবে অবস্থান কর্‌ছে? যদি কারু আশ্রয়ে অবস্থান করে, তবে তার সেই আশ্রয়-দাতাকে আমার উদ্দেশ্য জানিয়ে দণ্ডীকে পরিত্যাগ

কর্‌তে বল্‌বে। যদি সম্মত না হয়, তবে তাকে আমার সঙ্গে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হ'তে বল্‌বে। আমার এই আদেশ পালনে শত্রু মিত্র বিচার কর্‌বে না—যুদ্ধার্থে আহ্বান কর্‌বে। দেখি ত্রিলোক মধ্যে কোথায় সে দণ্ডী আশ্রয় পায়? স্বর্গ-বা রসাতলে কেউ তাকে আশ্রয় দেবে না। মর্ত্তে কৃষ্ণদ্বেষী রাজগণ মধ্যে যদি কেউ তাকে আশ্রয় দেয়, তাকেও যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হ'তে বল্‌বে। যাও, আমার আদেশানুসারে এই দণ্ডেই দণ্ডীর অন্বেষণে গমন কর।

মদন। যে আজ্ঞে পিতা! [কৃষ্ণ বলরামকে প্রণাম]

[প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। আসুন দাদা! বিশ্রাম করিগে, সাত্যকি! তুমিও এস! যুদ্ধ শ্রান্তি দূর কর্‌বে।

সাত্যকি। যথাদেশ প্রভু! চলুন।

বল। [যাইতে যাইতে স্বগত] এই অশ্বিনী নিয়ে এমন একটা কার্য্য হচ্ছে—নিশ্চয় কৃষ্ণের কোন গূঢ় উদ্দেশ্য আছে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বনপথ।

উর্ব্বশী ও দণ্ডীর প্রবেশ।

উর্ব্বশী। মহারাজ! কোথায় আনিলে মোরে?
রাজপুরী হ'তে কেন আনিলে কাননে?
তবে কি মহিষি, কিছু বলেছে তোমায়?
তাই অপবাদ ঘুচাইতে দেবে বনবাসে?

দণ্ডী। না—না প্রাণাধিকে!
তোমার নবীন প্রেমে বিমোহিত আমি,
পারি কি তোমায় কভু বনবাসে দিতে?
কিন্তু প্রিয়ে! ভীষণ দুর্দ্দৈব উপনীত।
দ্বারকেশ হৃষিকেশ লোলুপ দৃষ্টিতে
চেয়েছে সুন্দরী, তোমা প্রতি!
তাই শঙ্কা কেমনে রক্ষিব তোমা?
জীবন থাকিতে দেহে মোর,
কৃষ্ণের অঙ্কশায়িনী হইবে প্রেয়সী!
পারিব না সহিতে তা' প্রাণে।
তাই তব সনে—সংগোপনে,
অর্দ্ধ নিশাকালে, এসেছি প'লায়ে বনে।

পরাক্রান্ত যদুবীরগণ—তোমার কারণ
করিয়াছে আক্রমণ অবন্তী আমার!

উর্ব্বশী। তা'হ'লে ত সর্ব্বনাশ হইবে প্রাণেশ!
পরিহরি তব সঙ্গবাস
কেমনে রহিব কৃষ্ণ পাশে?
পারিব না জীবন থাকিতে তাহা।
অশ্বিনী দিবসে, নিশায় কামিনী
মহারাজ দণ্ডীর প্রেম-প্রণয়িনী।
এ জীবনে তাঁরে করি পরিত্যাগ
অন্যজনে কেমনে ভজিব?
অথচ সে কৃষ্ণ যদি আক্রমে তোমায়
হরিবারে মোরে তব পাশ হ'তে,
নাহি সাধ্য তব রক্ষিতে আমায়?
কি হবে প্রাণেশ তবে?
কৃষ্ণ সনে বাদ করি হেন ভাবে,
কতদিন বনে বনে রব সংগোপনে?
যদুবীরগণ—তন্ন তন্ন অন্বেষিয়া করিবে বাহির
মোর সনে যথা রবে তুমি।
তখন কি করিবে উপায় নাথ?
কেমনে রক্ষিবে মোরে?
নিশ্চয়ই প্রাণভয়ে ত্যজিবে আমায়
সর্ব্বনাশ করি অবলার।

দণ্ডী। প্রাণাধিকে! প্রণয়িনী! সর্ব্বস্ব-রূপিণী
তুমি মোর, প্রাণ চেয়ে বেশী।

দিব প্রাণ আগে, তবে ত্যজিব তোমায়।
শোন প্রিয়তমে! আমি করিয়াছি স্থির,
স্বর্গ, মর্ত্ত, রসাতলে করিয়া গমন,
রাজা, মহারাজা যে যেখানে আছে,
তব সনে সকলের লইব শরণ
পাব না কি আশ্রয় কোথাও?
তাহ'লেই আশ্রয় দাতার শকতি সহায়ে
নিরাপদে রক্ষিব তোমায়।

উর্ব্বশী। কৃষ্ণের ক্ষমতা জানে ত্রিলোক নিবাসী,
কে দিবে আশ্রয় তোমা ত্রিভুবন মাঝে
কৃষ্ণ সনে করিতে শত্রুতা?
এ আশা যে আকাশ কুসুম?

দণ্ডী। সত্য হয় যদি আকাশ কুসুম,
হই যদি কৃষ্ণ করে রক্ষিতে তোমায়
অসমর্থ কোনরূপে, তবে গো প্রেয়সি!
তব গলদেশ ধরি এ বাহু বেষ্টনে,
গঙ্গাজলে ত্যজিব জীবন,
তব সনে জল মধ্যে রহিব মিশিয়া।

উর্ব্বশী। আমার ত মৃত্যু নাই রাজা!
স্বর্গের অপ্সরা আমি নবীনা নর্ত্তকী,
অভিশাপে অশ্বিনী রূপেতে
মর্ত্তধামে আসি ভুঞ্জি ঋষি-শাপ।
আমারে ফেলিয়া তুমি ত্যজিলে জীবন
আমার কি হবে প্রাণাধিক?

দণ্ডী। আছে বহু কৃষ্ণদ্বেষী রাজা মর্ত্তধামে
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী—মহাপরাক্রমী ?
তাঁহাদের লইয়া শরণ
রক্ষিব তোমারে তবে।
কৃষ্ণ প্রতি ঈর্ষা হেতু.
সুনিশ্চয় মোরে দানিবে আশ্রয়।
চেদীশ্বর শিশুপাল আর দন্তবক্র,
বিদর্ভ-যুবরাজ মহাবল রুক্মী,
মগধের অধিপতি জরাসন্ধ বীর,
যাঁর ভয়ে কৃষ্ণ ত্যজি মথুরা নগর
দ্বারকায় করিল প্রস্থান।
এই সব সদাশয় ক্ষত্রিয়ের মধ্যে
বিপন্ন দণ্ডীর কি হবে না আশ্রয় ?
কেহ কি গো দিবে না অভয়
স্বার্থপর কৃষ্ণের আতঙ্কে ?

উর্ব্বশী। তবে তাই চল প্রাণনাথ !
দেখ কোথা কেবা দেয় আশ্রয় মোদের
কৃষ্ণের এ অত্যাচারে কেবা রক্ষা করে ?
হেনভাবে বনে বাস নহে নিরাপদ,
কখন কি হবে বলা নাহি যায়।
এইরূপ অরক্ষিত না থাকি কাননে
কোন লোকালয়ে নাথ ! লও গে আশ্রয় ;
ওই পূর্ব্বাকাশ হ'ল পরিষ্কার
আসিতেছে হাস্যময়ী উষা,

এইবার আমিও হইব অশ্বিনী
দুর্ব্বাসার অভিশাপ করিতে সম্ভোগ।
চল মহারাজ! এই বেশে আমোদে-প্রমোদে
সুখ-দুঃখ কথা কহিতে কহিতে,
আরো কিয়দ্দূর যাই এই ভাবে।

দণ্ডী। প্রথমে যাইব আমি তোমারে লইয়া
কৃষ্ণ-বৈরী রুক্মী সন্নিধানে বিদর্ভ-নগর,
সেখানে আশ্রয় লাভে আশা জাগে প্রাণে।
কৃষ্ণ তাঁর ভগ্নি রুক্মিণীরে হরি
অপমান করেছে তাঁহার,
নির্য্যাতিত—নিগৃহিত কৃষ্ণ-করে তিনি,
সেই অপমান বিষে জর্জ্জরিত হ'য়ে
কৃষ্ণ প্রতি ঈর্ষান্বিত তিনি আমরণ।
তার কাছে গেলে হব না বিমুখ।
শরণাগতে আশ্রয় দানিবেন ভীষ্মক-নন্দন।

উর্ব্বশী। তবে মোরে সঙ্গে ল'য়ে এবে
কর যাত্রা বিদর্ভের পথে।
কৃষ্ণের লোলুপ দৃষ্টি
নিপতিত আমার উপর,
শুনি এই ভয়াবহ কথা
আতঙ্কে শিহরে পরাণ আমার।
নিরাশ্রয়ে থাকি সদা মনে ভয় হয়,
ওই বুঝি আসিতেছে যদুবীরগণ
ধরিয়া লইতে মোরে সামর্থ প্রভাবে!

চল মহারাজ! আর বিলম্ব ক'রো না,
এখনি প্রভাত আসি হইলে উদয়
পুনর্ব্বার পাব অশ্বীরূপ।
আর তব সনে কথা পাবনা কহিতে।
থাকিবেনা আপনার জ্ঞান,
থাকিলেও অবলা হ'য়ে নারিব কহিতে?
তাই বলি এই বেলা চল মহারাজ!

দণ্ডী। এস প্রাণময়ী!
এস মম সর্ব্বস্বরূপিণী।
এই শুভ ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত সমাগমে
হেরিতে হেরিতে তব চারুচন্দ্র মুখ
চন্দ্রদেব থাকিতে গগনে
পার হ'য়ে যাই এই কাননের পথ!
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কি শক্রতা করিলে?
কিবা সাধে সাধিলে এমন বাদ?
আমার সর্ব্বস্ব এই অশ্বিনী সুন্দরী
ইহার প্রতি কেন লোভ তব?
সাধ ক'রে করিলে শক্রতা,
পাই যদি দিন কোন দিন,
পাই যদি তেমন আশ্রয়,
সেইদিন বুঝিব তোমায়।
অশ্বিনীর তরে স্ত্রী-পুত্র রাজৈশ্বর্য্য
অকাতরে করিয়াছি ত্যাগ,
প্রয়োজন হ'লে অশ্বিনীর সনে

জাহ্নবী জীবনে জীবন ত্যজিব,
প্রাণপণে রাখিব অশ্বিনী।

[উর্ব্বশী সহ প্রস্থান।

বিদর্ভ-নগর।

রুক্মীর প্রবেশ।

রুক্মী। পিতা—আমার উপর রাজ্যভার সমর্পণ ক'রে বাণপ্রস্থ প্রস্থান করেছেন, রাজ্যের ভার যে, এত গুরুভার তা পূর্ব্বে একদিনও জান্‌তে পারি নাই। প্রজাপালন, রাজ্যে শান্তি স্থাপন, প্রজা পুঞ্জের ধর্ম্মরক্ষা, রাজার নিত্যকর্ম্ম। পিতা আমার পরম কৃষ্ণভক্ত, রাজ্যবাসী প্রজাগণও সেই কৃষ্ণের প্রেমাসক্ত—কৃষ্ণপূজা নিরত—কৃষ্ণের উপাসক। শিশুপাল প্রভৃতি রাজগণের সংসর্গে থেকে, আমার মনেও কেমন একটা কৃষ্ণ-বিদ্বেষ জন্মেছিল, তাই অনুজা রুক্মিণীর স্বয়ংবর কালে আমি অশেষ-বিধ দুর্ব্বাক্যে ভাগবতোত্তম কৃষ্ণচন্দ্রকে হেয়চক্ষে দেখেছিলেম। অহং জ্ঞানে উন্মত্ত হ'য়ে—অজ্ঞানতায় অন্ধ হ'য়ে—জগদীষ্ট কৃষ্ণকে গোপোচ্ছিষ্ট ভোজী—রাখাল ব'লে নিন্দা ক'রে দেবর্ষির প্রাণে ব্যথা দিয়েছিলেম। দর্পহারী কৃষ্ণ আমার সেই দর্প চূর্ণ কর্‌তে—জরাসন্ধ শিশুপাল প্রভৃতি রাজগণ বিমণ্ডিত স্বয়ংবর সভা হ'তে অপূর্ব্ব কৌশলে রুক্মিণীকে অপহরণ

কর্‌লেন। কৃষ্ণদ্বেষী নৃপতিগণের সঙ্গে কৃষ্ণের ধৃষ্টতার প্রতিফল দিতে সমরায়োজন কর্‌লেম, কিন্তু অদ্ভুত পরাক্রমে কৃষ্ণ তাঁর শত্রু বিতাড়িত ক'রে—আমায় রথের সহিত বন্ধন ক'রে নিয়ে দ্বারকায় গেলেন। কৃষ্ণাগ্রজ বলদেবের অনুকম্পায় মুক্তিলাভ ক'রে যখন ভগ্নীপতি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ হ'লেম, তখনই যেন কেমন একটা মোহের আবরণ মনের দুয়ার হ'তে অপসারিত হ'য়ে গেল—তখন দেখ্‌লেম—কি এক অপূর্ব্ব দীপ্তিপ্রভা সমন্বিত—অপরূপ লাবণ্যময় শান্ত—সৌম্য—মানস-মোহন রূপ! নবঘন শ্যাম সুন্দর বিরাট বিস্তৃত বপু! কত দেব দানব, যক্ষ রক্ষ, নর কিন্নর, সেই রূপের বিকাশে সৃষ্টি হচ্ছে - আবার তাতেই লয় হচ্ছে! অসংখ্য অসংখ্য বাহু-বদন চরণ, চরণ-নখরে যেন শশী সূর্য্য বিকশিত—বিস্ফারিত অভয়প্রদ নেত্র—প্রফুল্ল হাস্য বিজড়িত আস্য! দেখে মনে দাস্যভাবের উদয় হ'ল—বৈরীভাব দূরে গেল। অমনি ভক্তিভরে করদ্বয় সংযুক্ত হ'য়ে উচ্চশির স্বভাবতঃই তাঁর চরণতলে নত হ'য়ে পড়্‌ল! সেই দিন হ'তে আমিও আর কৃষ্ণ বিদ্বেষী নাই—কৃষ্ণের অনুরাগী। কৃষ্ণ যে পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্—সকল কার্য্যের কারণ ও কর্ত্তা, তাতে আর কোন সন্দেহ নাই। তাই আমি আমার পিতৃ প্রদর্শিত পন্থায় পরিচালিত হ'তে কৃষ্ণের উপর সমস্ত ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত আছি। কৃষ্ণের কৃপায় রাজ্যে আমার পূর্ণশান্তি বিরাজমান! রাজসংসার ও রাজত্বের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি সাধন হচ্ছে। প্রজাপুঞ্জ সকলেই হর্ষোৎফুল্ল। যথা নিয়মে ষড়ঋতুর সমাগমে শস্য শ্যামলা বিদর্ভনগর আমার শান্তি নিকেতনে পরিণত হয়েছে। আমার প্রাণে পূর্ব্ববৎ কৃষ্ণ বিদ্বেষ থাক্‌লে, সেই সর্ব্বশক্তিমান্—অচিন্ত্য বিক্রম নারায়ণ আমার রাজ্যের অস্তিত্ব বিলুপ্ত কর্‌তে নিরস্ত হ'তেন না। ধরায় ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্যই তিনি অবতীর্ণ আবার যে ধার্ম্মিক, তিনি তার সহায়। তাই ধর্ম্ম কর্ম্ম সর্ব্বস্ব কৃষ্ণ করে

সম্প্রদান ক'রে নিরাপদ সুখে কালগত করছি প্রবল প্রতাপ যদুবংশ জাত কৃষ্ণচন্দ্র আমার ভগ্নীপতি, সেই আশঙ্কায় আমার শত্রুতা সাধনেও কেউ সাহসী হয় না। ধন্য আমার মাতা পিতা, যাদের দুহিতারূপে রুক্মিণী ভগ্নী আমার যদুপতি বাসুদেবের বনিতা। এই সব সংসর্গ লাভ করতে না পারলে, আমার মত নারকীর দুর্ম্মতির পরিবর্ত্তন হ'ত না। সব কৃষ্ণের কৃপা, সব তাঁর অনুকম্পা, তাই তাঁকে চিনতে পেরেছি— তাই দয়া ক'রে তিনি শ্যালক জ্ঞানে আমায় চেনা দিয়েছেন। হে চিন্ময় চিন্তাতীত—চিন্তামণি! তোমার চরণে কোটী কোটী প্রণাম।

[প্রণাম করণ]

রুক্মিনী সহ দণ্ডীর প্রবেশ।

দণ্ডী। এই কি বিদর্ভ—সভা?

রুক্মী। হাঁ—এই বিদর্ভ সভা? আপনার কি প্রয়োজন?

দণ্ডী। পরে বলছি। আপনি কি মহারাজ ভীষ্মকের জ্যেষ্ঠপুত্র রুক্মী?

রুক্মী। আজ্ঞে হাঁ, এই হতভাগ্যই সেই কৃষ্ণদ্বেষী রুক্মী।

দণ্ডী। আনন্দিত হলেম—এখন আশ্বস্ত হ'তে পারব কি না তাই চিন্তা করছি!

রুক্মী। আপনি কোথা হ'তে এলেন?

দণ্ডী। আমি অবন্তী নগর হ'তে আসছি।

রুক্মী। আপনিই কি তবে অবন্তীরাজ দণ্ডী?

দণ্ডী। হাঁ মহাভাগ! আমিই সেই দণ্ডধর দণ্ডী, বর্ত্তমানে বিপন্ন—নিরাশ্রয়—ভাগ্যের শরণাপন্ন।

রুক্মী। এখানে কি উদ্দেশ্যে আগমন? কার কাছে আপনার

কি প্রয়োজন, বাধা না থাকে যদি শুন্‌তে, তবে বলুন—প্রকাশ ক'রে।

দণ্ডী। আপনি প্রতিশ্রুতি দিন্—আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ কর্‌বেন।

রুক্মী। আপনার উদ্দেশ্য—আমার বিবেচনায় যদি ন্যায় ধর্ম্ম বিগর্হিত না হয়—পূর্ণ করা যদি সম্ভব পর হয়, তাহ'লে অবশ্যই পূর্ণ কর্‌ব; প্রকাশ করুন—কি উদ্দেশ্যে—কোন প্রয়োজনে এখানে এসেছেন?

দণ্ডী। বিদর্ভরাজ! আজ আমি কোন আততায়ী অরাতির আতঙ্কে সশঙ্কিত হ'য়ে বড়ই বিপন্ন। তাই অনন্যোপায় হ'য়ে আপনার শরণাপন্ন! আপনি যদি এই অশ্বিনী সহ আমায় আশ্রয়দানে নিরাপদ করেন, তবে জগতে আপনার আশ্রিত বৎসল নাম প্রচারিত হবে।

রুক্মী। সেই অরাতির অযাচিত শত্রুতার কারণ কি অবন্তীরাজ!

দণ্ডী। কারণ—এই অশ্বিনী। দেখ্‌ছেন বোধ হয় এমন বর্ণ বৈচিত্র অশ্বিনী—এমন সম্পন্ন অশ্বিনী এই ত্রিভুবনে কোন স্থানে নাই। আমি মৃগয়ায় গিয়ে দৈবানুকূলে এই সুন্দরী অশ্বিনীকে প্রাপ্ত হই। এই অশ্বিনীর লোভে লুব্ধ হ'য়ে সেই অরাতি আমার কাছে অশ্বিনী প্রার্থনা করে, কিন্তু আমি অশ্বিনী প্রদানে অসম্মত হই, তজ্জন্য সে সসৈন্যে আমার পুরী আক্রমণ কর্‌তে সমুদ্যত হয়। আমি তখন অনন্যোপায় হ'য়ে—আমার জীবন সর্ব্বস্ব এই অশ্বিনীকে সঙ্গে নিয়ে রাত্রমধ্যে পুরী পরিত্যাগ ক'রে পালিয়ে এসেছি। এক্ষণে কোন মহদাশ্রয়ে আমায় আশ্রয় নিতে হবে; আপনার মত মহৎ, এই বিশ্ব সংসারে অতি বিরল, তাই বহু আশায় আপনার সন্নিধানে আশ্রয় ভিখারী শরণাগত হয়েছি। আপনি শরণাগত প্রতিপালক, এই বিপন্ন দণ্ডীকে অভয় আশ্রয়ে স্থান দিয়ে আমায় অরাতি আতঙ্কে রক্ষা করুন।

রুক্মী। কে আপনার সেই অরাতি? যার জন্য অবন্তী পতিকে

শঙ্কিত হ'য়ে সামান্য একটা অশ্বিনীর রক্ষায় আমার শরণ গ্রহণ করতে হয়েছে? কে সেই দুর্দ্দান্ত পরাক্রমী অরাতি আপনার, সত্বর বলুন।

দণ্ডী। আপনি অগ্রে বলুন—আমায় আশ্রয় দেবেন কি না?

রুক্মী। শরণাগতকে আশ্রয় প্রদান ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য এবং সনাতন ধর্ম্ম। আপনার অরাতি কে? তার শক্তি সামর্থ আমাপেক্ষা অধিক কি অনধিক, বিবেচনা না ক'রে আমি-আপনাকে আশ্রয় দানের প্রতিশ্রুতি বাক্য প্রদান করতে অক্ষম। আগে জানতে চাই, আপনার অরাতির নাম, তার পর উত্তর বিবেচনা সাপেক্ষ।

দণ্ডী। আপনারও যে অরাতি, আপনি যার নাম শুনলেই খড়্গহস্ত হ'ন্—যে দুষ্ট আপনার অসম্মান ক'রে—চরম নির্য্যাতিত—অপমানিত করেছে—যাকে শাসন করবার জন্য আপনারা সমবেত শক্তি প্রকাশ ক'রেও কিছু করতে পারেন নাই। যে অধম নীচ বংশোদ্ভব পাপাত্মা, আপনাদের পবিত্র কুলে দুর্ম্মোচ্য কলঙ্ক কালিমা লেপন করেছে—যে কপট—শঠ লম্পট, কামুকতা বশে সম্বন্ধ বিচার করে না—লঘু গুরু বিবেচনা করে না, যে স্বার্থপর বিশ্বাসঘাতক প্রতারক ঐশ্বর্য্যলোভে মাতুল হত্যা করেছে, জরাসন্ধ ভয়ে দ্বারকা প্রস্থান করেছে, সেই গোপাধম পাপাধম—নীচাধম—পশ্বাধম কৃষ্ণই আমার অরাতি। আমি সেই কৃষ্ণভয়ে ভীত হ'য়ে অশ্বিনী সহ আপনার শরণাগত। আমায় আশ্রয় দিন্ বিদর্ভরাজ! অশ্বিনীকে কৃষ্ণের করে রক্ষা করতে আপনার সহায়—শক্তি সাহায্য ক'রে আমায় নিশ্চিন্ত—নিরাপদ করুন—আমার প্রাণ রক্ষা করুন—মান রক্ষা করুন—স্বজাতির সহায় হ'ন্।

রুক্মী। অবন্তীপতি! দ্বারকাপতি কৃষ্ণ আপনার অরাতি হ'লেও আমার যে পরম আত্মীয় ভগ্নীপতি। আপনি তাঁর অসম্মানকারী, তাই

তিনি আপনাকে শাসনে সমুদ্যত। আমাকেও তাই করেছিলেন, আমিও তাঁর অসম্মান ক'রে ভগ্নীদানে অসম্মত হ'য়ে নারদের ঘটকতা প্রত্যাখ্যান ক'রে স্বয়ম্বর সভা সমাবেশ করেছিলেম, কৃষ্ণ রুক্মিণী হরণ ক'রে রুক্মী দমন করেছেন—অজ্ঞানকে দিব্যজ্ঞান দিয়েছেন। তেমনি আপনি কৃষ্ণকে চিনতে না পেরে, অশ্বিনী দিতে অসম্মত হ'য়ে তাঁর অসম্মান করেছেন, তাই তিনি আপনাকে তাঁর ঐশীশক্তি প্রভাবে শাসনে কৃতসঙ্কল্প এ অবস্থায় আপনাকে আশ্রয় দিই যদি, তাহ'লে আমাকে, আমার সেই ভগ্নীপতি জগৎপতি কৃষ্ণের সঙ্গে শত্রুতাচরণ করতে হবে। আপনার জন্য আমি কেমন ক'রে আত্মীয়ের সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হই—আপনিই বিবেচনা ক'রে বলুন ?

দণ্ডী। বুঝলেম—মরুভূমে জলের আশায় এসেছি। আগে জানতে পারি নাই বিদর্ভরাজ রুক্মীর এমন অসম্ভব পরিবর্ত্তন হয়েছে। যে গোপাল আপনার চিরশত্রু ছিল, তাকে আজ পরমাত্মীয় ভগ্নীপতি ব'লে তার স্তাবকতার পরিচয় দিচ্ছেন ? ছিঃ—আপনি জাতীয় গৌরব—বংশ মর্য্যাদার অসম্মানকারী—কৃষ্ণের ভয়ে ভীত হীনবীর্য্য কাপুরুষ—আপনি শরণাগত বিমুখ অধার্ম্মিক। আপনার কাছে আমার আশ্রয় হবে না ? তবে আর এখানে কেন ? চল প্রাণের অশ্বিনী ! এখনও যামিনীর অনেক বিলম্ব, তোমার গলা ধ'রে আমি একবার মগধরাজ্যে, গমন করব—মহারাজ জরাসন্ধের আশ্রয় প্রার্থী হব। খুব সম্ভব তিনি আমায় আশ্রয় প্রদানে বিমুখ হবেন না। এস অশ্বিনী ! এস প্রাণাধিকে ! তোমায় নিয়ে অকূলে ভেসে যাই।

রুক্মী। ভ্রম—ভ্রম—ভ্রম। রাজা ! কৃষ্ণ গোলোকের ধন ! তাঁর প্রতি এই ভ্রান্তভাব অধঃপতনের হেতু। এমন ভ্রান্তি একদিন সৃষ্টিপতি ব্রহ্মার হয়েছিল, তাই তিনি বৃন্দাবনে গোধন হরণ করেছিলেন; যে

অহমিকাবশে কৃষ্ণকে সামান্য জ্ঞান ক'রে মথুরাপতি কংস তাঁর বিনাশে সচেষ্ট হয়েছিলেন, যে অহং মত্ত হ'য়ে আমিও তাঁকে হীনচক্ষে দেখেছিলেম, সেই অহং—সেই ভ্রান্তি এখন সম্পূর্ণরূপে আপনাকে আশ্রয় করেছে রাজা! তাই এমন কৃষ্ণনিন্দা করছেন! জানবেন দণ্ডীরাজ! কৃষ্ণের সঙ্গে শত্রুতা ক'রে ত্রিলোকে কোথাও আপনি আশ্রয় পাবেন না। কেন একটা বন্য পশুর জন্য পূর্ণব্রহ্ম ভগবানের অকৃতভাজন হচ্ছেন? আমার কথা শুনুন—কৃষ্ণপদে অশ্বিনী প্রদান ক'রে সেই বিশ্বপতির অভয় রাতুল চরণে শরণ গ্রহণ করুন, আপনার মঙ্গল হবে। নতুবা অশ্বিনীর জন্য যাদবগণের শক্তি প্রতিহত হ'য়ে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ আপনার কেউ রোধ কর্‌তে পার্‌বে না।

দণ্ডী। আমি উপদেশ নিতে আসি নাই আপনার কাছে বিদর্ভরাজ! আশ্রিতকে আশ্রয় দান যদি ধর্ম্ম হয়, আপনি যদি সেই ধর্ম্মার্জ্জনে কৃষ্ণের ভয়ে আমায় অভয় দিতে সক্ষম হ'ন্—বলুন; অক্ষম হ'ন্ আমি আমার কর্ত্তব্য স্থির ক'রে নোব।

রুক্মী। কৃষ্ণের সঙ্গে বিপক্ষতা ক'রে আপনাকে আশ্রয় দিতে অক্ষম।

দণ্ডী। এই ভারতের ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম পালন? মহারাজ! আশ্রিতকে আশ্রয় দান যে ক্ষত্রিয়ের সুমহান্ কর্ত্তব্য এবং পরম ধর্ম্ম। কৃষ্ণের ভয়ে আপনি অদ্য কর্ত্তব্যভ্রষ্ট—ধর্ম্মচ্যুত, আপনি মনুষ্যত্বহীন—অপদার্থ—বীরকেশরী রুক্মীর প্রাণ আজ পশুত্বে পরিপূর্ণ! প্রাণের ভয়ে ভীত হ'য়ে আশ্রয় নিতে এসেছি অমানুষ—অক্ষত্রিয়ের কাছে। ছিঃ! ছিঃ! কি করেছি? একি ভ্রম? না না—এ ভ্রম সংশোধন কর্‌ব। এস অশ্বিনী! এই কৃষ্ণ স্তাবকের পাপ সংশ্রব পরিবর্জ্জন করি।

[অশ্বিনী সহ প্রস্থান।

রুক্মী। কর্ম্মফলের আকর্ষণ—বিধাতার লিপি—আর তোমার একটা অদ্ভুত পরিবর্ত্তনের জন্যই ভগবানের এই লীলা লিপিবদ্ধ করণ। এখনও সাবধান না হ'লে তোমার সর্ব্বনাশ হবে রাজা! যাই বেলা, হয়েছে; স্নানাহ্নিক সমাপন ক'রে রাজসভায় যেতে হবে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

মগধ—রাজসভা।

মগধরাজ জরাসন্ধ ও পারিষদগণের প্রবেশ

গীতকণ্ঠে প্রজাগণের প্রবেশ।

প্রজাগণ।— গান।

জয়তি জয়তি, মগধ অধিপতি
সদাশয় ভূপতি প্রজাকুল পালক।
রাজ্য পরিচালক, আর্য্য প্রতিপালক
বৃদ্ধ বালক প্রাণে পরম পুলক॥
পূর্ণচন্দ্র সম স্নিগ্ধ কিরণে,
সুশাসিত রাজ্য করুণা বিতরণে,
নতশির শত অরাতির তব চরণে
ন্যায় আচরণে বিমোহিত ত্রিলোক॥

পুরন্দর সম প্রতাপে সুন্দর,
শাসিত অরিত্র শঙ্কিত চরাচর,
রাজচক্রবর্ত্তী কুল ধুরন্ধর
　　তব কীর্ত্তি যশ গায় সর্ব্বলোক ;—
রাজার ধরমে প্রজার মঙ্গল,
রাজপুণ্যে রাজ্যে শান্তি সুশৃঙ্খল,
রাজকর দানিতে এসেছি সকল
　　জানি তুমি হে রাজেন্দ্র কুল-তিলক।

জরা। 　রাজ কর দাও গিয়ে সচিবের কাছে,
তুষ্ট আমি তোমাদের শিষ্ট আচরণে।

[প্রজাগণের প্রস্থান

হে প্রিয় পারিষদগণ !
মম জামাতা যে কংস মহাবীরে
নিহত করিয়া কৃষ্ণ সাধিল শত্রুতা।
অস্তি-প্রাপ্তি কন্যাদ্বয়ে বিধবা হেরিয়া
হৃদি মাঝে দাবানল উঠিল জ্বলিয়া
কৃষ্ণে বধি কন্যাদের বেদনা বারিতে।
সসাজে সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র করিয়া গ্রহণ
রণাঙ্গনে করিনু গমন ; 　যুদ্ধ নাম মাত্র
কিন্তু তাহাতেই মম জামাতার অরি
দুষ্টমতি কৃষ্ণ গেল দ্বারকা পলা'য়ে,
তদবধি মথুরায় আসে নাই আর।
তাই মোর করে কৃষ্ণ পায় পরিত্রাণ।
মহাবীর জরাসন্ধ জীবনে কখন

ভীত পলায়িত সনে করে না সমর,
শঙ্কিত যে, তারে ক্ষমা করে ক্ষত্রবীর।
তাই কৃষ্ণ পায় পরিত্রাণ;
নতুবা কি দ্বারকায় থাকি
নিরাপদ হ'ত জীবনে ?
কেবল শঙ্কিত কৃষ্ণে করেছি উপেক্ষা
শিশু বলি করিয়াছি ক্ষমা।

অস্তির প্রবেশ।

অস্তি। বাবা! বাবা!

জরা। কে—অস্তি? মা আমার। প্রাণের নন্দিনি!
তোমার এ বৈধব্য নেহারি
ঘন ঘন বক্ষ যন্ত্রে হতেছে স্পন্দন!
মনে হয় এই দণ্ডে মহা পরাক্রমে
আক্রমিয়া দ্বারকা নগরী,
কৃষ্ণ সহ যদুগণে করি বিতাড়িত,
কংস বধ প্রতিশোধে হৃদয় মাতাই!
কিন্তু পারি না মা, বীরধর্ম্ম হেতু
ভীত কৃষ্ণ প্রতি করিবারে অত্যাচার কোন!
শঙ্কা পাছে ঘটে কোন কলঙ্ক-অখ্যাতি
মহাবীর জরাসন্ধ—ইতিহাসে তার?

অস্তি। তবে বাবা, পতিহন্তা পাইল নিস্তার?
আমাদের বৈধব্য প্রদাতা যেই—
হবে না তাহার কোন প্রতীকার?

তবে আর কেন থাকি পিতা,
কিসের কারণে হই তব গলগ্রহ ?
মম পতিহন্তা কৃষ্ণে যদি না কর শাসন,
প্রতিহিংসা যাবে না আমার।
দুর্ব্বলা—অবলা নারী আমি
জীবনে জীবন ত্যাগ কর্ত্তব্য আমার।
যাই বাবা, যাই তবে জন্মের মতন
তব পাশে বিদায় লইয়া।

[প্রস্থান।

জরা। যাও পারিষদগণ ! কর গে বিশ্রাম।

[পারিষদগণের প্রস্থান।

কৃষ্ণ সনে আর নাহি রণ অভিলাষী !
নিতান্ত দুর্ব্বল চেতা ভীত শিশুমতি
মম ভয়ে লুকায়িত যেই,
তার প্রতি অত্যাচার কেমনে করিব ?
সবল দুর্ব্বলে যদি করয়ে পীড়ন,
বীরধর্ম্ম পণ্ড হয় তার,
গৌরবের ইতিহাসে থেকে যায় কলঙ্ক-কালিমা !
তবে যদি রণসাজে শত্রুতা সাধিতে,
কোন দিন পুনরায় পশে সে কেশব,
সেইদিন সুনিশ্চয় বিনাশিব তারে,
কংস হত্যা প্রতিহিংসা করিতে গ্রহণ।

প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহরী। অভিবাদন মহারাজ!

জরা। কি সংবাদ দ্বারী?

প্রহরী। অবন্তী ভূপতি এক অশ্বিনী লইয়া
সমাগত দ্বারদেশে অনুমতি আশে!
আসিয়াছে রাজার সকাশে!

জরা। ত্যাগ কর পুরদ্বার,
প্রবেশের দাও অধিকার,
যাও—তাঁরে করহ প্রেরণ।

প্রহরী। পালনীয় রাজ-আজ্ঞা। [অভিবাদন]

[প্রস্থান।

জরা। অসময়ে কিবা প্রয়োজনে
অশ্বিনী লইয়া দণ্ডী আসিল হেথায়?
শুনিয়াছি জনরবে—"এক অপূর্ব্ব অশ্বিনী
মৃগয়ায় দণ্ডী রাজা করিয়াছে লাভ।"
অশ্বিনীর রূপ—মুগ্ধ হ'য়ে
কৃষ্ণ তাহা করেছে প্রার্থনা;
তার পর জানি না সংবাদ।
বোধ হয় কৃষ্ণে দিতে পারে নি অশ্বিনী,
তাই কোন বিপদে পতিত!

অশ্বিনী সহ দণ্ডীর প্রবেশ।

দণ্ডী। জয় হ'ক্ মগধ-ভূপতি! [অভিবাদন]

জরা। এস মহারাজ!
লহ মম প্রতি—অভিবাদন। [অভিবাদন]
কহ রাজা, কি কারণে হেথা আগমন?
শারীরিক মানসিক কুশল ত সব?
আছে কি আমার কাছে প্রয়োজন কিছু?

দণ্ডী। প্রয়োজন গুরুতর রাজা!
তার পূর্ব্বে কয়েকটী জিজ্ঞাস্য আছে মম।

জরা। বল মহারাজ! কি জিজ্ঞাস্য তব?

দণ্ডী। আশ্রিত—বিপন্ন জনে আশ্রয় প্রদান
বীরধর্ম্ম ক্ষত্রধর্ম্ম বলি
কর কি না স্বীকার ভূপতি!

জরা। আশ্রিত পালন—বিপন্ন রক্ষণ
বীরোচিত ধর্ম্ম সত্য বটে।
কিন্তু রাজা, আছে তার
দেশ-কাল পাত্র ভেদাভেদ।

দণ্ডী। তবে শোন হে মগধ-পতি!
কৃষ্ণ ভয়ে ভীত হ'য়ে আমি,
যার কাছে যাই—কেউ দেয় না আশ্রয়,
স্বর্গে দেবগণ কৃষ্ণভয়ে দিল না আশ্রয়,
পাতালে বলির কাছে নাহি হল স্থান।
বিদর্ভে না পাইনু আশ্রয়
সকলেই কৃষ্ণ ভয়ে শঙ্কিত অন্তর।
তাই কৃষ্ণ ভয় নিবারণে,
কৃষ্ণ যার ভয়ে ভীত

আমি তাঁর আশ্রয় ভিখারী।
পাব কি মগধপতি!
প্রাণের অশ্বিনী সহ মগধে আশ্রয়?
তোমার সাহায্যে মহারাজ!
হবে না কি দণ্ডীর এ কৃষ্ণ-ভীতি দূর?

জরা। কেমনে হইবে মহারাজ!
কৃষ্ণ মোর ভয়ে ভীত,—পলায়িত,
তার সনে শত্রুতা আর সাজে কি আমার?
দুর্ব্বল সে কৃষ্ণ—নহে মম যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী,
তাহে নিরীহ—নিশ্চিন্ত।
এ সময় আমি তোমা আশ্রয় দানিলে,
কৃষ্ণ-সনে বিরোধ ঘটিবে।
বিশ্ববাসী যাবতীয় রাজন্য নিকর
অধিকাংশ কৃষ্ণ পক্ষ হবে,
কৃষ্ণসনে দেবগণ হইবে মিলিত;
এই সব প্রতিপক্ষ সনে হইবে যুঝিতে,
তবে ত পারিব রাজা রক্ষিতে তোমায়?
কিন্তু নহি তাহে অভিলাষী আমি
অন্যের কারণে বিরাট এ রণ
বাধাইতে ইচ্ছা নাই মোর।
বিপ্লবের পরিণাম ঘোর বিশৃঙ্খলা।
আরো কথা—বীর-প্রথা কলঙ্কে ঢাকিতে
ভীত শত্রু সনে করিব না রণ।

দণ্ডী। তাহ'লে যে নিরাশ্রয়—সেই নিরাশ্রয়!

কৃষ্ণ প্রতিপক্ষ জনে,
কেহই না দানিল আশ্রয় ?
কোথা যাই তবে, কি করি এখন
কোথা পাই স্থান—কৃষ্ণ ভয়ে ?

ব্রহ্মা। মম সম কৃষ্ণের অরাতি
চেদীপতি শিশুপাল আর দন্তবক্র।
দুই ভাই তাঁরা—মহা শক্তিধর
চায় তারা সূত্র কোন কিছু
কৃষ্ণ সনে শত্রুতা বাধাতে।
তাঁহাদের আশ্রয়ে যাও রাজা !
মনস্কাম হইবে পূরণ।

দণ্ডী। তাই যাব মগধ ঈশ্বর !
চেদীপতি প্রত্যাখ্যান করিলে আমায়,
জীবনের জীবনরূপা এ অশ্বিনীরে ল'য়ে
জাহ্নবী-জীবনে আমি ত্যজিব জীবন।

[প্রস্থান।

ব্রহ্মা। সামান্য অশ্বিনী তরে
সাধ ক'রে বাধায় যে রণ,
পরিণাম তার অতীব ভীষণ—
দেখা যাক্—ঘটে কিবা অশ্বিনী লইয়া।
ইন্দ্রজাল বিদ্যা বিশারদ কৃষ্ণ,
অশ্বিনীর প্রতি যবে করিয়াছে লোভ,
ছলে—বলে—সুকৌশলে
নিশ্চয় সে লইবে অশ্বিনী।

কোথা তুমি যাবে দণ্ডীরাজ !
যাদুকর কৃষ্ণ দৃষ্টি এড়াইয়া ?
যাদুবিদ্যাবলে জানি' তোমার সন্ধান.
যাদববাহিনী সনে আসি সেই স্থানে,
সুনিশ্চয় লইবে অশ্বিনী।
ইন্দ্রজাল বিদ্যা যদি না জানিত কৃষ্ণ,
তাহ'লে কংসের করে কবে হারাত জীবন !
অষ্টম গর্ভের পুত্র কৃষ্ণ দেবকীর,
পাষাণে পড়িলে তার হবে না মরণ ;
তার এবে সুসময়—সব সুসংযোগ,
বিশ্ব তার স্তুতিবাদকারী,
দেবগণ তার আজ্ঞাকারী,
কৃষ্ণসনে বিসম্বাদ করিতে হইলে,
পূর্ব্ব হ'তে চাই আয়োজন।
কেউ কেউ বলে কৃষ্ণ না কি ভগবান্ ?
কিন্তু মম না হয় প্রত্যয়।
যাই হ'ক্—কৃষ্ণ সুচতুর বটে !
যদিও আমার ভয়ে ভীত সে সতত,
তথাপি সচেষ্ট সদা আমার সংহারে।
মল্লযুদ্ধে পরাজিত নৃপতি নিকরে
কারাগার হ'তে করিতে উদ্ধার
পাণ্ডবের সনে কৃষ্ণ হ'ল সম্মিলিত।
সুযোগ পাইলে কোনদিন
নিশ্চয় আসিবে কৃষ্ণ শাসিতে আমায় !

সেইদিন আগে যদি বুঝিব কৃষ্ণেরে ?
আমিও সতর্ক থাকি—
সাবধানে হয় না বিনাশ।

গীতকণ্ঠে কর্ম্মানন্দের প্রবেশ।

গান।

আবার বিনাশেরও নাই রে সাবধান !
সাবধান হ'য়ে কে হয় অমর
করেছ কি কোথাও অবধান॥
যতই জীবন কর সাবধান,
মরণের করে নাই পরিত্রাণ,
যেদিন আস্‌বে পূর্ণ হ'য়ে নিদান
সেদিন বিফল হবে সবার শত সাবধান॥
জন্মদিন কি যায় হে জানা,
তেমনি মৃত্যুদিন সবার অজানা,
ব'য়ে চক্রে চল্‌ছে বিশ্বখানা,
কে করছে তার সন্ধান ;—
অহং মদে মত্ত যারা,
চিরদিন কি থাকে তারা,
জনম মরণ সৃষ্টির ধারা
চার যুগের এই বিধির বিধান॥

[প্রস্থান।

স্বরা। হ্যাঁ—হ্যাঁ—তাইত—সত্যই ত
যতই যে হ'ক্ সাবধান,
মৃত্যুকরে কেবা পায় পরিত্রাণ ?

আসে ঠিক যথাকালে অলক্ষ্যে মরণ
গতিরোধ সাবধানে হয় না তাহার !
দেখা যাক্—কি ভাবে সে মৃত্যুদিন আসে ?
কংস—ছিল ব্যস্ত জীবনের ভয়ে শত সাবধানে
পারিল না মরণ জিনিতে।
নর জীব জন্ম-মৃত্যুর অধীন, সত্য কথা ইহা
তাই ব'লে জলবিম্ব সম
জলে উঠে জলে না মিশাবে ?
মরণেও কীর্ত্তি রেখে যাবে
কীর্ত্তিযস্ত সজীবতি—সেই ত অমর।

প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য।

চেদীরাজ্য।

শিশুপাল ও দন্তবক্রের প্রবেশ।

শিশু। ভাই দন্তবক্র! কৃষ্ণকে শাসিত কর্‌বার ইচ্ছা আমার নাই, কেন না সে আমাদের আত্মীয়—আমাদের মাতুল-পুত্র—সম্বন্ধে ভাই। কিন্তু তার নীচতা—শঠতা—কপটতা—লম্পটতা দেখে তাকে ভ্রাতৃসম্বোধন করতে মাথাটা নুয়ে আসে। কৃষ্ণ সামান্য গোপ-শিশুদের উচ্ছিষ্ট ভোজনকারী—নবনীত অপহারী—গোপিনী-প্রেমবল্লভ—গো-রাখাল, তার সঙ্গে আমাদের এ সম্বন্ধ উচ্ছেদ করাই কর্ত্তব্য।

দন্ত। সামাজিক সম্বন্ধের উচ্ছেদ করবেন কি ক'রে দাদা?

শিশু। সম্বন্ধের উচ্ছেদ হয়—মরণে। কৃষ্ণকে তাই আমি শাসন না ক'রে সংহারের সঙ্কল্প করেছি।

শ্রুতশ্রবার প্রবেশ।

শ্রুত। কেন বাবা শিশু! কৃষ্ণের প্রতি তোমার এমন বিদ্বেষ জন্মাল? সে ত তোমার কোন অনিষ্ট করে নাই বাবা! সে যে আমার প্রিয়তম ভ্রাতুষ্পুত্র, তোমার বড়দাদা। তার প্রতি এমন ভাব পোষণ ক'রো না বাবা! সে যে তোমার বয়োজ্যেষ্ঠ দাদা—পূজনীয় মাননীয়; তার প্রতি এ ব্যবহার ত ভাল নয় বাবা! কৃষ্ণের কি এমন দোষ দেখেছ বাবা! কি অনিষ্ট করেছে কৃষ্ণ তোমাদের, যে তার জন্য তোমরা দুই ভাই মিলে আমার পিতৃ-বংশধর গুণধর কৃষ্ণকে বিনষ্ট করবার সঙ্কল্প করছ? এ দুর্ম্মতি ত্যাগ কর—কৃষ্ণের কাছে বিনা কারণে অপরাধী হ'য়ো না বাবা! আমি মা, আমার কথা রাখ শিশু!

শিশু। এ সময় তুমি এখানে কেন এলে মা? যাও—অন্তঃপুরে যাও। কৃষ্ণকে যতই আপনার ব'লে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা কর—যত আত্মীয়তাই স্মরণ করিয়ে দাও, কিন্তু মা! অমন নীচবৃত্ত হীনচেতাকে স্বচক্ষে দেখতে পারব না। তার কৃতকর্ম্ম সকল সমাজে এমন নিন্দিত—হ'য়ে প্রতি ঘরে প্রচারিত যে, তার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখতে যেন মহামানী চেদীপতী শিশুপালের মহা অপমান বোধ হয়; তার সঙ্গে সম্বন্ধের উচ্ছেদ করতে হ'লে, এ জগত হ'তে তাকে অন্য জগতে অপসারিত করতে হবে। তাই তাকে নিহত করতে ইচ্ছা করেছি!

দন্ত। সত্যই মা! কৃষ্ণ আমাদের বংশমর্য্যাদার অসম্মানকারী—চেদীরাজবংশের আত্মীয়ের অযোগ্য। তার সঙ্গে কোন সংস্রব বা সম্বন্ধ রাখা খুবই অকর্ত্তব্য। এ রাজনীতির মধ্যে তোমার না দাঁড়ানই ভাল, মা! আমরা কৃষ্ণকে কিছুতেই মিত্রভাবে ভাব্‌তে পার্‌ব না। তার নাম শুন্‌লেই আমাদের আপাদ মস্তক হিংসায় জ'লে ওঠে! তার সঙ্গে শত্রুতা কর্‌তেই যেন সাধ হয়। মনে হয়—সে যেন কত যুগ যুগান্তরের শত্রু।

শ্রুত। মিত্রভাবে ভাব্‌তে না পার, শত্রুভাবেই ভাব। তার সঙ্গে আত্মীয়তা না রাখ্‌তে চাও, সম্বন্ধ তুলে দাও; কোন সংস্রব রেখো না তাদের সঙ্গে, তাদের ভাল মন্দ কোন কথায় থেক না, তাহ'লেই ত যথেষ্ট বাবা! তাকে বিনষ্ট কর্‌বে তোমরা—তোমাদের মাতামহের বংশধরকে বধ কর্‌বে তোমরা, মা হ'য়ে আমি তা হ'তে দোব না। কৃষ্ণের নিন্দা কর্‌তে মন হয়—কর। তার সঙ্গে বাক্যালাপ কর্‌তে ইচ্ছা না হয় ক'রো না, তবু যুদ্ধ সাজে সাধ ক'রে যেও না; তবে সে যদি আসে; বাধা দিও আপত্তি নাই। কিন্তু আমার অনুরোধ বাবা! তোমরা যা কর্‌বে কর, কেবল তোমাদের মায়ের প্রাণে ব্যথা দিতে কৃষ্ণকে বধ কর্‌তে যেও না।

শিশু। তাহ'লেই যদি তুমি সন্তুষ্ট থাক মা! তবে বল্‌ছি—স্বেচ্ছায় আমরা তার সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে যাব না, কিন্তু কর্ম্মের দ্বারা তাকেই যুদ্ধসাজে টেনে আন্‌বো।

শ্রুত। সুখী হ'লেম পুত্র! আর একটী কথা—

শিশু। কি, মা?

শ্রুত। কৃষ্ণের কোন শত্রুর পক্ষ হ'য়ে কখনও তার সনে শত্রুতা ক'রো না।

শিশু। আচ্ছা মা, সম্মত হ'লেম—অপর কারও পক্ষ হ'য়ে কৃষ্ণ সনে কোন শত্রুতা করব না।

শ্রুত। আশীর্ব্বাদ করি—কৃষ্ণ তোমাদের কৃপা করুক।

[প্রস্থান।

শিশু। মায়ের প্রাণ পুত্রের জন্য সদাই ব্যাকুল!

দন্ত। মা ত জানেন না—কেন আমরা কৃষ্ণকে শত্রুভাবে দেখি?

শিশু। জেনেও কাজ নাই ভাই! এইবার আমরাও তাড়াতাড়ি কর্ম্ম শেষ ক'রে নিই এস।

অশ্বিনীসহ দণ্ডীকে লইয়া প্রতিহারীর প্রবেশ।

প্রতি। মহারাজ! ইনি আপনার সহিত সাক্ষাৎপ্রার্থী।

[অভিবাদন]

[প্রস্থান।

শিশু। কে আপনি?

দণ্ডী। আমি অবন্তীর-রাজা, আমার নাম দণ্ডী।

শিশু। আসুন—আসুন—উপবেশন করুন।

দণ্ডী। না চেদিশ্বর! এখন উপবেশনের সময় নাই, যেজন্য আপনাদের দ্বারস্থ হয়েছি, সেই কথার অধিবেশন না হ'লে আমি উপবেশন করব না—শপথ করেছি।

শিশু। কি প্রয়োজনে এসেছেন বলুন?

দণ্ডী। আমি বড় বিপন্ন—কৃষ্ণের ভয়ে ভীত—আপনাদের দ্বারস্থ।

দন্ত। তারপর?

দণ্ডী। তারপর আশ্রয় ভিখারী। আপনারা দুই-ভাই চির কৃষ্ণ-দ্বেষী, কৃষ্ণের সঙ্গে শত্রুতার সূত্র অন্বেষণ করছেন, তাই এসেছি—

আপনাদের সকাশে সাহায্য ভিক্ষা করতে। দয়া করে এই অশ্বিনীসহ আমায় আশ্রয় দান ক'রে—কৃষ্ণকে শাসিত করুন—আমার কৃষ্ণভীতি দূর করুন।

শিশু। কৃষ্ণের সঙ্গে আপনার এ বৈষ্যচনের কারণ কি?

দণ্ডী। কারণ এই অপূর্ব্ব দর্শন অশ্বিনী।

দন্ত। এমন সুন্দর—বর্ণ-বৈচিত্র অশ্বিনী আপনি কোথায় পেলেন?

দণ্ডী। মৃগয়া ব্যাপদেশে গিয়ে কানন হ'তে এই অশ্বিনী সংগৃহীত হয়েছে। কৃষ্ণ তা কিরূপে জানতে পেরে, আমার এই জীবন সর্ব্বস্ব অশ্বিনীর প্রতি লোভ পরবশ হ'য়ে অশ্বিনী প্রার্থনা ক'রে পাঠায়; আমি অশ্বিনী প্রদানে অসম্মত ব'লে সবলে সে আমার পুরী আক্রমণ করেছে। আমারও অনুসন্ধান করছে অশ্বিনী গ্রহণের জন্য। নিতান্ত নিরুপায় হ'য়ে—কৃষ্ণ-ভয়ে অশ্বিনীসহ নিরাপদ আশ্রয় লাভ করতে দেশে—দেশে নগরে—নগরে, স্বর্গে রসাতলে ভ্রমণ করলেম, কেউ আশ্রয় দিলে না। বিদর্ভে আশ্রয় দিলে না—মগধেও স্থান পেলেম না, কেউ কৃষ্ণের সঙ্গে স্বেচ্ছায় শত্রুতা করতে চায় না। তাই বহু আশায় আপনাদের সন্নিধানে এসেছি—আশা পূর্ণ করুন। আমাকে একটু আশ্রয় দিন। আমি আপনাদের শরণাগত, কৃষ্ণের প্রবল স্বার্থপরতায়—অন্যায় অত্যাচার হ'তে আমাকে রক্ষা করুন; আপনারা যদি দয়া না করেন—বিরূপ হ'ন, তাহ'লে আমায় নিরাশার গহ্বরে ডুবে যেতে হবে।

শিশু। মহারাজ! আমরা কৃষ্ণ বিদ্বেষী হ'লেও, কৃষ্ণের যে বিদ্বেষী, তাকে আশ্রয় দিয়ে কৃষ্ণের বিদ্বেষ ভাজন হ'তে চাই না; কারণ কৃষ্ণ—আমার মাতুল-পুত্র, কিন্তু তার অনাচার—অত্যাচার—ব্যভিচার, হীনতা—নীচতা—কাপুরুষতা—আমাদের যোগ্য সম্মানের

অনুপযুক্ত, তাই তাকে আমরা আন্তরিক ঘৃণা করি। কিন্তু তা ব'লে একজন অনাত্মীয়ের জন্য, পরমাত্মীয়ের সঙ্গে বৈষয়িক ব্যাপারে শত শত্রুতা থাক্‌লেও অপরের জন্য তার সঙ্গে শত্রুতা করা অবিধি।

দন্ত। তা ছাড়া আমরা মাতৃ-পাশে পণে আবদ্ধ আছি—সাধ ক'রে কখনও কৃষ্ণকে আক্রমণ কর্‌তে যাব না, তাকেই শত্রুতা দ্বারা আকর্ষণ ক'রে এনে আক্রমণ করব। আর কৃষ্ণের শত্রুকে কখন আশ্রয় দিয়ে তার শত্রুতা আকর্ষণ করব না। সুতরাং এখানে আপনার আশ্রয় লাভের আশা অসম্ভব। আপনি অন্য আশ্রয়ে গমন করুন।

দণ্ডী। সেই এক কথা—সেই নিরাশ্রয় আমি,
কৃষ্ণভয়ে ভীত দণ্ডীরাজ,
স্বর্গ-মর্ত্ত রসাতলে কেহ দিল না আশ্রয়।
তবে আর কোথা যাব?
কর্ত্তব্য এখন মোর মহৎ আশ্রয়!
পূতময়ী ভাগিরথী পতিত পাবনী
তাঁর কোলে অশ্বী সহ লইব আশ্রয়।
বুঝিলাম—স্বর্গ মর্ত্ত রসাতলে
আশ্রিত পালন ধর্ম্ম কারু প্রাণে নাই?
সকলেই স্বার্থে আত্মহারা
জীবনের শুভাশুভ কামী,
ধর্ম্ম লক্ষ্য কারু প্রাণে নাই।
প্রকৃত ধার্ম্মিক যদি থাকিত ত্রিলোকে
নিশ্চয় তাহ'লে দণ্ডী পাইত আশ্রয়।
ধর্ম্ম নাই ধর্ম্ম নাই নাই সে ধার্ম্মিক।

দুর্ব্বাসার প্রবেশ।

দুর্ব্বাসা। আছে—আছে রাজা! ধর্ম্ম আছে
ধার্ম্মিকও আছে—কিছুই অভাব নাই,
মাত্র চিনে লওয়া অতি সুকঠিন।
তবে সার পণ করেছ সম্বল তুমি,
বিশ্বমাঝে নাহি পেয়ে স্থান
জাহ্নবী জীবনে চাহ লইতে আশ্রয়?
সে আশ্রয়ে ধর্ম্মের আশ্রয়,
যাও তথা, দেখিতে পাইবে
জগতে ধার্ম্মিক আছে, আছেন সে ধর্ম্ম;
এস মম সনে—দিব স্থান দেখাইয়া
যেখানে জীবন দানে মহা পুণ্য হবে!

দণ্ডী। চলুন হে ঋষিবর! বিপন্ন-বান্ধব!
নিদানের সুপথ দেখায়ে।
কৃষ্ণের আতঙ্কে শঙ্কিত ত্রিলোক
কেহ কৃষ্ণ ভয়ে স্থান নাহি দিল।
তাই স্থির করিয়াছি মনে
সর্ব্ব জীবাশ্রম মাতা সুরধুনী-নীরে
নিরাপদে লইব আশ্রয়।
চল ঋষি, পথ দেখাইয়া।

[দুর্ব্বাসাসহ প্রস্থান

শিশু। দন্তবক্র! এখনো ত এল না নর্ত্তকী?
ব'য়ে যায় প্রমোদ সময়!

দন্ত।　　এই বুঝি আসে দাদা, সবে :

নর্ত্তকীগণের প্রবেশ ও অভিবাদন।

শিশু।　　এই যে এসেছ সবে সাজি নবীন সজ্জায়
ভুলাইতে দর্শকের মন ;
গাও—শুনি নবীন সঙ্গীত।

দন্ত.　　নর্ত্তকীগণ! কৃষ্ণ যে বৃন্দাবনে গোপীদের সনে
করিয়াছে ঘৃণ্য-লীলা রাস দোল আদি,
সেই সব কৃষ্ণের কুকীর্ত্তি গাও:
জান যদি গাও ত সকলে?
শুনি সেই কৃষ্ণের নীচতা
বুঝে দেখি কত হীন সেই?

নর্ত্তকীগণ :—[নৃত্যসহ]　　গান।

লম্পট শঠ নিপট কপট কুলবালা কুলনাশী।
গো-পাল সনে গোষ্ঠ গমনে বাজায় কুটিল বাঁশী।
গোপিনীর গৃহে নবীন হরণ,
ঘাটে—ঘাটে নারীর কাড়িল বসন,
রাধা সনে কুঞ্জে যামিনী যাপন
সবে প্রেমালাপে উদাসী।
রাখাল সকলে সখা সখা ব'লে,
গোপোচ্ছিষ্ট খেলে কাঁধেতে চড়ালে,
বাঁশরী বাজালে যমুনা উজালে
গোপিনী মজালে, হ'ল প্রবাসী।

শিশু। ছিঃ—ছিঃ! ক্ষত্রিয়ের এ কি কলঙ্ক!
এই সব দোষে তারে বিরূপ সতত।
যাও সবে নিজ নিজ স্থানে,
এস ভাই! করিগে বিশ্রাম।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

গঙ্গাতীর।

উর্ব্বশীকে ধরিয়া দণ্ডীর প্রবেশ।

দণ্ডী। এতদিনে সব আশা হইল বিফল!
ত্রিলোক ভ্রমণ করি কোথাও না পাইনু আশ্রয়।
প্রেমের প্রতিমা মোর উর্ব্বশী সুন্দরী
আর বুঝি তোমা পারি না রক্ষিতে।
এখনি আসিয়া দুষ্ট কৃষ্ণ-চরগণ
কাড়িয়া লইবে তোমা মম পাশ হ'তে।
তবে আর প্রাণে মোর কিবা প্রয়োজন?
দাঁড়াও সম্মুখে তুমি মোর,

জন্মের মতন তব রূপ হেরিতে হেরিতে
জাহ্নবী জীবনে দিব প্রাণ বিসর্জ্জন।

উর্ব্বশী। মহারাজ। প্রাণ ত্যাগ করা নহে ত কঠিন
ইচ্ছামাত্রে হ'তে পারে সে কার্য্য সাধন।
কিন্তু অতি প্রিয় প্রাণ ত্যাগ আমার কারণে
কেন তুমি করিবে রাজন ?
আমি কে ? স্বর্গের অপ্সরা আমি,
অভিশপ্তা ধরণী মণ্ডলে।
শাপমুক্ত হ'লে, বাধ্য যেতে নিজবাসে।
তখন ত পাবে না আমায়।
সহিতে ত হইবে তখন
আমার বিরহ জ্বালা।
তবে কেন আমার আশায়
অমূল্য জীবন দিবে বিসর্জ্জন,
আত্মহত্যা মহাপাপ করিতে সঞ্চয় ?
তার চেয়ে গৃহে যাও রাজা !
মম আশা পূর্ব্ব হ'তে কর পরিত্যাগ ;
নিজ পত্নী পুত্র বিভব রাজত্ব ল'য়ে
মহানন্দে কাটাও জীবন,
মরিবার নাহি প্রয়োজন
রাখ প্রিয়তম দাসীর বচন।

দণ্ডী। কেমনে তোমায় প্রিয়ে, করি পরিত্যাগ ?
তুমি যে লো সর্ব্বস্ব আমার।
আমি বিক্তমাসে তুমি হইবে কৃষ্ণের

কেমনে সহিব তাহা,
তাই প্রাণ করি বিসর্জ্জন ;
ওই হের প্রভাতী তারকা পূর্ব্বাকাশে,
ক্ষণ পরে প্রভাত হইবে
তুমিও অশ্বিনীরূপ পাবে।
তাই বলি প্রিয়ে, তব ওই উর্ব্বশী মূরতি
হেরিতে হেরিতে গঙ্গাজলে দানিব জীবন।
মাতর্গঙ্গে দে মা কোলে স্থান।
ত্রিভুবনে আশ্রিতের নাহিক আশ্রয়
তাই তব পদাশ্রয়ে এসেছি জননী !
তব জলে দানিব জীবন ;
সন্তাপনাশিনী মাতঃ সুরধুনি !
সন্তানের এ সন্তাপ কর মাতা দূর
স্থান দিয়ে পূত অঙ্কে তব।
জয় মা জাহ্নবী ! জয় মা জাহ্নবী !

পরিচারিকাসহ সুভদ্রার প্রবেশ।

সুভদ্রা। দেখ দেখ সহচরি ! কেবা একজন
বলিতেছে গঙ্গাজলে ত্যজিব জীবন ?
ওই হের সখি ! রাজ পরিচ্ছদ পরি
সুন্দর পুরুষ ওই জলে নেমে যায়।
লহ সখি ! পরিচয় ওঁর,
কি কারণে ত্যজিবে জীবন ?

পরি। কে মশায় আপনি এ সকাল বেলায় জলে ডুব্‌তে

যাচ্ছেন? দাঁড়ান্—কি হয়েছে বলুন, আমার সখি আপনাকে অভয় দেবেন। কি হয়েছে বলুন?

দণ্ডী। কে তুমি দয়াবতী? কার সহচরী তুমি? কেন আমায় জীবন ত্যাগে বাধা দান করলে?

পরি। আমার সখি আপনাকে প্রাণত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসা করতে বল্‌লেন, তাঁর আদেশেই বাধা দিয়েছি।

দণ্ডী। আমার প্রাণত্যাগের কারণ শুনে তিনি কি করবেন?

পরি। ওগো দেবি! উত্তর দাও, শুন্‌ছ ত ইনি কি বল্‌ছেন?

সুভদ্রা। সখি ওঁকে বল—কারণ শুনে যদি কোন উপায় করতে পারেন, তাহ'লে আপনার জীবন ত্যাগ করতে হবে না।

দণ্ডী। সে দুঃসাধ্য দেবী!

সুভদ্রা। কিছুই দুঃসাধ্য নয়, সুসাধ্য। আপনি বলুন—কেন আপনি প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প করেছেন?

দণ্ডী। ত্রিভুবনে কোথাও আশ্রয় না পেয়ে শত্রুভয়ে জীবনত্যাগ করতে এসেছি।

সুভদ্রা। আপনি নিরস্ত হ'ন, আমি আপনাকে আশ্রয় দোব—আমি আপনার শত্রুভয় দূর ক'র্‌ব, প্রাণত্যাগ করবেন না।

দণ্ডী। ত্রিলোক যার ভয়ে আমায় আশ্রয় দিতে সাহসী হ'ল না, তুমি সামান্যা রমণী হ'য়ে এই অরাতি সঙ্কটে অভয় দিচ্ছ কোন্ সাহসে মা? কে তুমি দয়াময়ী দেবী মূর্ত্তি মা? কোন্ কুলোজ্জল-কারিণী তুমি মা? ঘোর নিরাশার অন্ধকার মাঝে আশার ক্ষীণা-লোক জ্বেলে দিলে কে তুমি মা মহিমময়ী মহীয়সী?

সুভদ্রা। আমি যদুকুল শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণের ভগিনী—তৃতীয় পাণ্ডব পার্থের বনিতা—চন্দ্রবংশের কুলবধূ—নাম সুভদ্রা।

দণ্ডী। থাক্ মা! আর আমার আশ্রয়ে প্রয়োজন নাই, আর এ সময় প্রবঞ্চনা ক'রো না মা, আমি বুঝেছি তোমার উদ্দেশ্য। কৃষ্ণ-ভয়ে ভীত হ'য়ে ত্রিলোক ভ্রমণ ক'রেও আশ্রয় পেলেম না, আর তুমি সেই কৃষ্ণের ভগিনী হ'য়ে কেন আমায় আশ্রয় দিতে চাচ্ছ, তা বুঝেছি আমায় নিয়ে গিয়ে কৃষ্ণের হাতে তুলে দেবে; যে আমার শত্রু, তুমি তার ভগ্নী হ'য়ে কেমন ক'রে আশ্রয় দেবে আমায়?

সুভদ্রা। আশ্রিতকে আশ্রয় দান যে পরম ধর্ম্ম। আমার স্বামী এবং আর্য্যপুত্রগণ ধর্ম্মরক্ষক; আমি তাঁদের কুলবধূ, তাই নিরাশ্রয় আপনি, আপনাকে আশ্রয় দিয়ে ধার্ম্মিক পাণ্ডবগণের ধর্ম্মরক্ষা কর্‌ব।

দণ্ডী। আমায় রক্ষা কর্‌তে যদি কৃষ্ণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ক'রে যুদ্ধ কর্‌তে হয়, তবে কি কৃষ্ণ-সখা পাণ্ডবগণ আমার জন্য তা কর্‌বেন?

সুভদ্রা। ধর্ম্ম রাখ্‌তে গেলে, আশ্রিতকে রক্ষা কর্‌তে হ'লে তা কর্‌তে হবে বৈ কি; এর জন্য—এই ধর্ম্মরক্ষার জন্য আমাকেও যদি দাদার বিরুদ্ধে অস্ত্র নিয়ে দাঁড়াতে হয়, তাতেও প্রস্তুত। যখন আপনাকে অভয় দিয়েছি, তখন আশ্রয় দোবই দোব। আসুন, আপনি আমাদের সঙ্গে আসুন।

দণ্ডী। কিন্তু—

সুভদ্রা। সন্দেহ কর্‌বেন না, কোন ভয় নাই।

দণ্ডী। মন বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌ছে না।

সুভদ্রা। এই পবিত্র প্রভাতকালে
পূত ভাগিরথী তীরে দাঁড়াইয়া,
প্রাতঃসূর্য্যপানে চাহি কহি মহারাজ!

সুভদ্রার দেহে থাকিতে জীবন
কেহ তব না পারিবে অনিষ্ট সাধিতে,
এই বাক্য যদি মম হয় প্রত্যাহার
অনন্ত নরকে যেন হই নিপতিত।
আশ্রিত আপনি যখন মোর,
আশ্রয় পালন ধর্ম্ম যখন,
তখন সে ধর্ম্ম করিতে রক্ষণ
সুভদ্রার এ জীবন পণ।

দণ্ডী। তবে চল দেখি। তব সনে যাই
মহাবলী পাণ্ডবের অভয় আশ্রয়ে।
অবন্তীর অধিপতি নিরাশ্রয় দণ্ডী
সুধার্ম্মিক পাণ্ডবের পাইল আশ্রয়।
আনি তবে অশ্বিনীরে আমি
স্নান সমাপিয়া এস মা, ত্বরায়;
অপেক্ষা করিয়া রব ওই পথিপাশে।

সুভদ্রা। তাই যাও মহারাজ, আন সে অশ্বিনী
মোর তরে বাধ তব দাদার সহিত;
গঙ্গাস্নান করি সমাপন,
এই দণ্ডে যাইব আমরা।

[সখিগণ প্রস্থান।

দণ্ডী। ওই যে উর্ব্বশী মম অশ্বিনীরূপেতে
অদূরেই রয়েছে দাঁড়ায়ে
যাই আনি তারে, ল'য়ে যাই পাণ্ডব-আশ্রয়ে।

[প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে প্রাতঃস্নান করিয়া ব্রাহ্মণগণ যাইতেছিলেন।

ব্রাহ্মণগণ।— গান।

গঙ্গে গতি দায়িনী।

পতিত জন পাবনী, পাতকী ভয় নাশিনী

মোক্ষমুক্তি বিধায়িনী।

ব্রহ্মাকমণ্ডলুস্থিতা মরত নর তারিণী,

জাহ্নুজ জয় ভঙ্গিনী মা হরিচরণ সঙ্গিনী,

ত্রিলোকে ত্রিধারা মাতঃ পূত তরঙ্গিণী

দুরিতবারিণী ত্বং ভক্তি প্রদায়িনী।

গোমুখ গিরি বিদারিণী তরলা তটিনী,

সগর কুল তারিতে এলে মরতে মা সুরধুনী,

অন্তে গঙ্গা বলে তব জলে মরিলে তরে পরাণী ;—

মহাপাপী কত শত তারিতে এলে অবনী,

ব্রহ্মলোক নিবাসিনী মা পুণ্য প্রবাহিনী,

তব সলিলে মরিলে মুক্তপাপী তখনি,

তার গঙ্গেশে শমন ত্রাসে গঙ্গেশ শিরচারিণী।

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

ইন্দ্রপ্রস্থ।

কুন্তী ও সুভদ্রার প্রবেশ।

কুন্তী। কি সর্ব্বনাশ করেছ তুমি বৌ মা! নারী-সুলভ চপলতা বশে তুমি হিতাহিত ভবিষ্যৎ বিবেচনা না ক'রে দণ্ডীকে আশ্রয় দিয়ে ভাল কাজ কর নাই মা! যে কৃষ্ণ তোমার অগ্রজ, আমার ভ্রাতৃ-পুত্র—পাণ্ডবগণের বল বুদ্ধি ভরসা, সহায় সম্বল, সেই কৃষ্ণ যার প্রতি প্রতিকূল ব'লে ত্রিভুবনে কেউ যাকে আশ্রয় দিতে সাহস করে নাই, তুমি অবলা—দুর্ব্বলা নারীজাতি হ'য়ে কোন্ সাহসে তাকে আশ্রয় দিয়ে, তোমার দাদার প্রতিকূলতাচরণ করলে বৌমা? পাণ্ডবেরা এ কথা শুন্‌লে ভাব্‌বে কি? কৃষ্ণই বা শুনে বল্‌বেন কি? তাই বল্‌ছি মা, এখনও কেউ জান্‌তে না জানতে দণ্ডীকে পরিত্যাগ কর। আর কৃষ্ণের সঙ্গে বিবাদ বাধিও না।

সুভদ্রা। সুধার্ম্মিক পাণ্ডবগণের ধর্ম্মপরায়ণা জননী হ'য়ে আজ এ কি কথা বল্‌ছ মা? কেন আমায় বৃথা তিরস্কার কর্‌ছ? মা গো! তোমার মুখে শুনেছি—দাদাও বলেছেন, আশ্রিত পালন, ক্ষত্রিয়ের সনাতন ধর্ম্ম। বিপন্ন দণ্ডীকে দাদার প্রতিকূলে আশ্রয় দিয়েছি ব'লে কি অন্যায় করেছি মা? বিপন্নকে আশ্রয় দান যে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম মা! আমি সেই ধর্ম্মবলে বলবান, যে ধর্ম্ম পাণ্ডবের প্রধান বল—পরম সম্বল, সেই ধর্ম্মবল প্রদর্শন করতে আমি ধর্ম্মানুমোদিত নিয়মে

শরণাগতকে আশ্রয় দিয়েছি। এতে যদি আপনার পুত্রেরা দণ্ডীকে রক্ষা করতে কাতর হ'ন, তাহ'লে বুঝব—জগতে ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম নাই। ক্ষত্রিয়ের বাহুবল দুর্ব্বল পীড়ন করতে—বিপন্ন আশ্রিত পালনের জন্য নয়। আমার এই কার্য্যের সহায়তা করতে পাণ্ডবগণ যদি দাদার ভয়ে দণ্ডীকে রক্ষা না করেন, তবে মা! দাদার পায়ে ধ'রে দণ্ডীর জীবন ভিক্ষা করব; তথাপি প্রাণ থাকতে আশ্রয় দান ক'রে আবার আশ্রিতকে পরিত্যাগ করতে পারব না। না গো! যে পাণ্ডব ধার্ম্মিক ব'লে জগতে সুপরিচিত—ধর্ম্মরাজ যে কুলের উজ্জ্বল রত্ন, সেই কুলের কুলবধূ আমি, আমার আশ্রিত পালন-ধর্ম্মে বাধা দিও না মা!

কুন্তী। কি করব—কি হবে কিছুই বুঝতে পারছি না মা! যাই, আমি পুত্রদের তোমার কাছে পাঠিয়ে দিইগে, তারা যা ভাল বোঝে তাই করুক।

[প্রস্থান।

সুভদ্রা। জানি না—নারায়ণ আমার আশ্রিত পালন ধর্ম্মের সহায়তা করবেন কি না? ধর্ম্ম! সুভদ্রার এই কার্য্যে জগত যদি বিরূপ হয়, তবু তুমি যেন সহায় থেকো। ধর্ম্মবল সম্বল ক'রে—সুভদ্রা আজ শরণাগত বিপন্নকে আশ্রয় দিয়েছে। আমার কেউ নাই—কেবল ধর্ম্ম! তুমিই ভরসা।

অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। ভদ্রা! প্রাণাধিকে! করেছ কি প্রিয়ে?

সুভদ্রা। [প্রণাম করিয়া] কি করেছি নাথ?

অর্জ্জুন। কৃষ্ণ ভয়ে ভীত দণ্ডীকে আশ্রয় দিয়ে অন্যায় করেছ।

সুভদ্রা। আশ্রিত—শরণাগত—বিপন্নকে আশ্রয় দান করা কি অন্যায় নাথ?

অর্জ্জুন। না—তা অন্যায় নয়। কিন্তু কাকে আশ্রয় দিয়েছ? জান না কি প্রিয়ে! দণ্ডী তোমার দাদার ভয়ে ভীত, আশ্রয়প্রার্থী হ'য়ে ত্রিলোকে কোথাও স্থান পায় নাই? তবে তুমি কেন তাকে আশ্রয় দিয়ে কৃষ্ণের প্রতিকূলতাচরণে প্রবৃত্ত হ'লে? এই কি কৃষ্ণ-ভগ্নীর কর্ত্তব্য হয়েছে ভদ্রা?

সুভদ্রা। কৃষ্ণ-ভগ্নীর কর্ত্তব্য করতে না পারলেও চন্দ্রবংশ সমুৎপন্ন মহাবীর পার্থের পত্নীর উপযুক্ত কার্য্য করেছি—কুরু-কুলবধূর যা কর্ত্তব্য, তাই করেছি। শরণাগতকে আশ্রয় দিয়ে রক্ষা করা যদি ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম হয়, আশ্রিত রক্ষায় যদি ক্ষত্রিয়ের গৌরব থাকে—তাতে প্রাণত্যাগে যদি ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম পালন হয়, তবে নাথ! আমি পৃথাদেবীর পুত্র-বধূর উপযুক্ত কার্য্যই করেছি। বীর পত্নীর কার্য্য করেছি—ধনঞ্জয়ের ধর্ম্মপত্নীর-ধর্ম্ম পালন করেছি। আমি দণ্ডীকে আশ্রয় দান করেছি; তোমরা পার—তাঁকে রক্ষা কর, না পার—বুঝব পাণ্ডবেরা দুর্ব্বলের যম, বলবানের নিকট ভীত—অক্ষম; তখন আমিও আমার কর্ত্তব্য পালন করব।

অর্জ্জুন। ভদ্রে! এই দণ্ডীকে আশ্রয় দান সূত্রে যে তোমার দাদার সহিত বিরোধ সংঘটিত হবে, তা কি ভেবে দেখ নাই প্রিয়ে! এই ব্যাপারে আমাকেও যে, কৃষ্ণ-বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে হবে।

সুভদ্রা। অস্ত্র ধরতে হয় ধরবে। আশ্রিত রক্ষণ ধর্ম্ম পালনে দাদার সঙ্গে যুদ্ধ করা যদি ধর্ম্ম বিবেচনা কর, তবে নিশ্চয়ই অস্ত্র ধরতে হবে।

অর্জ্জুন। তুমি কি জান না, ভদ্রা! ধর্ম্মরাজের অনুমতি না পেলে

কোন কার্য্যে ব্রতী হ'তে পারি না? তিনি যদি কৃষ্ণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে আমায় আদেশ না দেন?

সুভদ্রা। তিনি যদি প্রকৃত ধর্ম্মরাজ হ'ন, তবে নিশ্চয়ই এ ধর্ম্ম-রক্ষায় অনুমতি দেবেন; আর যদি ধর্ম্মরাজ নাম কারু প্রদত্ত হয়, তবে অনুমতি নাও দিতে পারেন।

অর্জ্জুন। আচ্ছা ধর—তিনিও অনুমতি দেবেন—আমরাও না হয় যুদ্ধে যাব, কিন্তু ভদ্রা! তোমার দাদা কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধে আমরা জয়লাভ করতে পারব?

সুভদ্রা। আশ্রিত রক্ষা পরম ধর্ম্ম, এ বাক্য যদি ধর্ম্মাধার শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মবাক্য হয়, তবে এ ধর্ম্মযুদ্ধে অবশ্যই জয় হবে; যদি না হয়—পরাজিত হবে; তখন আমি আমার নারী শক্তি প্রকাশ ক'রে এ যুদ্ধে জয় লাভ করব। দেখ তোমরা বিচার ক'রে—পার যদি যুদ্ধে যেতে দাদার বিরুদ্ধে প্রস্তুত হও। না পার, তোমাদের বিবেচনায় যা ভাল বোঝ, তাই করতে পার। আর আমার কাছে এসে বিরক্ত ক'রো না—অনুরোধ ক'রো না—শরণাগতকে আশ্রয় দিয়ে পুনঃ প্রত্যা-খ্যান করতে। আমি আমার শক্তি না বুঝে এ কার্য্যে ব্রতী হই নাই। যাও, আমার আশ্রিত পালন ধর্ম্মে তোমরা কেউ সহায়তা ক'রো না—আমি তোমাদের মত অক্ষত্রিয়-অধার্ম্মিক-অবিবেচকদের সাহায্য নিয়ে আমার ধর্ম্ম রক্ষা করতে চাই না। ধর্ম্মবল সম্বল ক'রে ধর্ম্মাধার কৃষ্ণের বাক্য রক্ষা করব। আশ্রিত রক্ষা সনাতন ধর্ম্ম, এ কথা যদি সত্য হয়; তবে ধর্ম্মই আমার ধর্ম্ম রক্ষা করবেন। যাও, আর আমায় বিরক্ত ক'রো না—ধর্ম্মপত্নীকে আর ধর্ম্মত্যাগিনী করবার প্রয়াস পেয়ো না।

অর্জ্জুন। অনেক দূর গিয়ে পড়েছ, ভদ্রা!

সুভদ্রা। অনেক দূর গিয়ে না পড়লে কি, নিজের অগ্রজের ভয়ে ভীত, তাঁরই শত্রুকে—নিরাশ্রয়—বিপন্ন দেখে আশ্রয় দিতে পারি?

অর্জ্জুন। ধর, যদি তোমার দাদা যুদ্ধার্থী হন? তুমি তখন কি করবে ভদ্রা?

সুভদ্রা। যে দিন তুমি এই ভদ্রাকে হরণ ক'রে এনেছিলে, সে দিন সমবেত যাদব শক্তির সম্মুখে ভদ্রা যা করেছিল, এ ক্ষেত্রেও তাই করবে। তবে তখন সারথী হয়েছিল, এখন না হয় রথী হবে—এই ত?

অর্জ্জুন। স্ত্রী বুদ্ধি যে প্রলয়ঙ্করী, তা তোমাকে দিয়েই প্রমাণ হ'য়ে যাবে, ভদ্রা!

সুভদ্রা। তাই যদি হয়, তাহ'লে ভদ্রার এই আদর্শে—বিশ্বের কোন নারী আর আশ্রিতকে আশ্রয় দিয়ে বিপন্ন হবে না: আর যদি আশ্রিত রক্ষায় স্বধর্ম্ম পালন করতে পারি, তাহ'লেও জগতের আদর্শ রেখে যাব। তবু আশ্রিতকে পরিত্যাগ ক'রে ধর্ম্মত্যাগিনী হ'তে পারব না।

ভীমের প্রবেশ।

ভীম। কিছুতেই না। সুধার্ম্মিক পাণ্ডবকুলের কুলবধূ হ'য়ে—ধর্ম্মবীর বাসুদেবের ভগ্নী হ'য়ে—ধর্ম্মত্যাগিনী কিছুতেই হ'য়ো না, মা! আশ্রিতকে আশ্রয় দিয়ে আর পরিত্যাগ করা হবে না! তার জন্ত শুধু কৃষ্ণ কেন, যদি তেত্রিশকোটী দেবতার সঙ্গেও যুদ্ধ করতে হয়, তাও করব। আর কেউ তোমার সহায় না হ'লেও একা ভীম তোমার ধর্ম্মপালনে সহায়তা করবে। অর্জ্জুন! কৃষ্ণই যে নিজমুখে বলেছেন—আশ্রিত পালন—শরণাগতকে আশ্রয় দান—বিপন্ন উদ্ধার—ক্ষত্রিয়ের পরম ধর্ম্ম।

তবে শরণাগত—কৃষ্ণভয়ে বিপন্ন দণ্ডীকে আশ্রয় দিয়ে কিসে বধূমাতা অন্যায় করেছেন? তিনি যা করেছেন, ঠিকই করেছেন।

অর্জ্জুন। কিসে ঠিক কাজ করেছে দাদা? আশ্রিতকে আশ্রয় দান করা ধর্ম্ম, একথা সত্য। কিন্তু তার কি কার্য্য কারণ, পাত্রাপাত্র বিচার নাই? কার প্রতিকূলে আশ্রয় দান—কি কারণে শরণাপন্ন—আশ্রিতের যোগ্য কি না, সে বিচার না ক'রে কাজ করা কি ঠিক?

ভীম। নিশ্চয় ঠিক। আশ্রিত যে, বিপন্ন যে, শরণাপন্ন যে, তাকেই আশ্রয় দিতে হবে—আর সেই আশ্রয় দেওয়াই মহত্ত্ব—মনুষ্যত্ব—বীরত্ব। কার্য্য কারণ, পাত্রাপাত্র বিচার ক'রে আশ্রিতকে আশ্রয় দান করতে গেলে ধর্ম্ম পালন হয় না। শোন পার্থ! কৃষ্ণ বলেছেন—তাঁর বাক্য পালন করতে, বলি, আশ্রিতকে আশ্রয় দান ধর্ম্ম বাক্য কি তাঁরই মুখ নিঃসৃত নয়? তবে কিসে দণ্ডীকে আশ্রয় দিয়ে বধূমাতা ঠিক কাজ করে নাই বলছিস? ধর্ম্ম রক্ষায় কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে সেই ভয়ে? কৃষ্ণের ভয়ে ধর্ম্মত্যাগ করবে পাণ্ডব? ধর্ম্মত্যাগী যে, সে কি কৃষ্ণকে পায়? পাণ্ডবের ধর্ম্মে মতি আছে ব'লেই সেই ধর্ম্মবীর কৃষ্ণ আমাদের সখা। আজ যদি সেই ধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে অধার্ম্মিকের কাজ করি, তাহ'লে কৃষ্ণ কি অধার্ম্মিকের সহায় হবেন? না—তাও কখন হয়? ধর্ম্ম যদি থাকে, তবে কৃষ্ণও থাকবে। তার জন্য ভয় কি—চিন্তা কি? প্রাণের ভয়—কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ—এই চিন্তা? প্রাণের ভয় কর যদি, প্রাণ ত একদিন যাবেই; তবে আজ আর কাল? কৃষ্ণের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘট্‌বে এই চিন্তা? তা কোন চিন্তা নাই, ধর্ম্মবল সম্বল থাকলে কৃষ্ণকে সহায় থাকতেই হবে। এতেও যদি পাণ্ডবেরা ধর্ম্মের মহিমা না বোঝে, ধর্ম্মরাজ যদি অবুঝের মত দণ্ডীকে ত্যাগ করতে বলেন, তবে আমি দাদার কথায়ও কর্ণপাত করব না। তিনি ধর্ম্মরাজ ধর্ম্ম-রক্ষক—ধার্ম্মিক, তাই ভীম তাঁর

আজ্ঞাবাহী দাস—ভীম ধর্ম্মের অনুগত গোড়া। দাদা যদি সে ধর্ম্মত্যাগ করেন, তবে আমি আর তখন তাঁর দাসত্ব কর্‌ব না—ধর্ম্মের দাসত্ব কর্‌ব। আশ্রিত দণ্ডীকে রক্ষা করতে ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে একা ভীমই ধর্ম্মবীর কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধে যাবে। যাও পার্থ! ধর্ম্মরাজকে বল যে, দেবী সুভদ্রা দণ্ডীকে আশ্রয় দিয়ে আর পরিত্যাগ কর্‌বেন না। আর তোমার সখা কৃষ্ণকেও ব'লো—তাঁর যা ক্ষমতা তার যেন যথাসাধ্য ত্রুটী না করেন। আমি ভদ্রাদেবীর মতানুবর্ত্তী-সহায় থাক্‌লেম। দেখি— কেমন ক'রে কৃষ্ণ আমাদের আশ্রয় থেকে দণ্ডীকে নিয়ে যেতে পারেন?

যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ।

যুধি। বল্‌লে ভীম! কি বল্‌লে ভাই! কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌বে? না ভাই! অমন কাজ ক'রো না। যে কৃষ্ণ আমাদের সহায় বান্ধব—আত্মীয়, তার প্রতিকূলতাচরণে আর দণ্ডীকে প্রশ্রয় দিয়ো না। ভাই রে! এই সূত্রে আমরা কৃষ্ণ হারা হব—কৃষ্ণ কৃপায় বঞ্চিত হব। ভাগ! দণ্ডীকে ত্যাগ কর, নৈলে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ হারা হবে।

ভীম। দাদা! ধর্ম্মরাজ আপনি, ধর্ম্মতঃ বিবেচনা ক'রে বলুন? দণ্ডীকে আশ্রয় দিলে আমাদের কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে, তাই আপনি কৃষ্ণ হারা হবেন? আর বিপন্ন শরণাগতকে আশ্রয় না দিয়ে তাড়িয়ে দিলে আপনি ধর্ম্মহারা হবেন না? আশ্রিত রক্ষায় কি ধর্ম্ম নাই? তবে ধর্ম্মরাজ হ'য়ে কেমন ক'রে আপনি ধর্ম্মত্যাগ কর্‌বেন দাদা? বলুন—বিচার করে?

যুধি। ভাই রে! কৃষ্ণ যে ধর্ম্মময়, কৃষ্ণই যে ধর্ম্মের আধার, তবে তাঁর প্রতিকূলে দাঁড়িয়ে আশ্রিতপালন—ধর্ম্মার্জ্জনে কি ফল হবে ভাই?

ভীম। ধর্ম্মার্জ্জনে কি ফল হবে, তা ধর্ম্মরাজকে ভীম বুঝিয়ে দেবে? আচ্ছা, তাই হ'ক্! বলুন ত দাদা! কৃষ্ণ কার প্রতি সানুকূল?

যুধি। পুণ্যাত্মার প্রতি।

ভীম। যে পুণ্যাত্মা, সেই ত ধর্ম্মাশ্রয়ী—ধার্ম্মিক!

যুধি। হাঁ ভাই, সেই ধার্ম্মিক। কৃষ্ণ ধার্ম্মিকের প্রতিই সানুকূল।

যুধি। ধার্ম্মিক কে দাদা?

যুধি। যে ধর্ম্ম পালন করে সেই ধার্ম্মিক।

ভীম। শরণাগত বিপন্ন—ভীত ব্যক্তিকে রক্ষা করা ধর্ম্ম না অধর্ম্ম?

যুধি। ধর্ম্ম।

ভীম। তবে তা পালন করলে ধর্ম্মবীর কৃষ্ণকে হারা হবেন কেন? আর কেনই বা সেই ধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে ধর্ম্মরাজ নামে কলঙ্ক অর্পণ করবেন? ধর্ম্ম রক্ষায় ধার্ম্মিকের প্রতি কখন কৃষ্ণের প্রতিকূল ভাব আসতে পারেনা। আপনি ধর্ম্ম রক্ষা করুন, দেখবেন ধর্ম্মই আপনাকে কৃষ্ণ মিলিয়ে দেবেন। আপনাকে কিছু করতে হবে না, যা করতে হয় আমরাই কর্ব। তবে দাদা! ধর্ম্মরাজ হ'য়ে ধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে আমার প্রাণে ব্যথা দেবেন না।

মদনের প্রবেশ।

মদন। ধর্ম্মরাজ! প্রদ্যুম্নের প্রণাম গ্রহণ করুন। [প্রণাম]

যুধি। এস বৎস! দ্বারকার সব কুশল?

মদন। আজ্ঞে হাঁ, কুশল।

ভীম। তারপর মদন বাবাজী! তোমার বাবা কেমন আছেন?

মদন। তিনি শারীরিক সুস্থ আছেন, কিন্তু মানসিক বড় উদ্বিগ্ন।

ভীম। কারণ?

মদন। আপনারা বিদিত আছেন বোধ হয়—অবন্তীরাজ দণ্ডী এক

অশ্বিনী প্রাপ্ত হয়েছেন, আমার পিতা তাঁকে সেই অশ্বিনী প্রার্থনা করায়, তিনি তাতে অসম্মত হ'য়ে পিতাকে তুক্কাকা প্রয়োগ করেন। অবন্তীপতির সঙ্গে সেই সূত্রে যাদব-শক্তির সংঘর্ষ উপস্থিত হয়; যুদ্ধান্তে জয়লাভের পর অশ্বিনী সহ দণ্ডীকে আর দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। পিতার নিয়োগে আমি এতদিন সেই অশ্বিনী ও দণ্ডীকে অনুসন্ধান কর্‌ছি। সম্প্রতি শুন্‌লেম—পিসীমাতা নাকি সেই দণ্ডীকে আশ্রয় দিয়েছেন। তাই চিন্তাকুল—মানসিক উদ্বিগ্ন।

ভীম। এতে আর চিন্তাই বা কি? আর উদ্বেগই বা কি?

মদন। চিন্তা এই যে, আপনারা তাঁর পরমাত্মীয় হ'য়ে কি জন্য তাঁর পরম শত্রুকে, যে ত্রিলোকে কোথাও আশ্রয় পেলে না, তাকে—আপনারা আশ্রয় দিলেন? আর উদ্বেগের কারণ এই যে, যদি আপনারা অশ্বিনী সহ দণ্ডীকে ত্যাগ না করেন, তাহ'লে ভবিষ্যতে কি কর্‌বেন?

ভীম। কি আর কর্‌বেন? হয় অশ্বিনীর আশা ত্যাগ ক'রে দণ্ডীকে ক্ষমা কর্‌বেন, নয় রণসাজে পাণ্ডব বাহিনীর সম্মুখে উপস্থিত হবেন। এর জন্য তোমার পিতাকে উদ্বিগ্ন চিন্তিত হ'তে নিষেধ ক'রো মদন!

মদন। তিনি অশ্বিনীর আশা ত্যাগ ক'রে দণ্ডীকে ক্ষমা কর্‌তে পার্‌বেন না! ঐ অশ্বিনী সহ দণ্ডীকে তাঁর চাইই, তাতে তিনি প্রাণপণ; তাই আপনাদের জানাতে এসেছি, অশ্বিনী সহ দণ্ডীকে পিতার কাছে অর্পণ ক'রে পূর্ব্ব আত্মীয়তা রক্ষা করুন; অনর্থক অন্যের জন্য যাদব পাণ্ডবের ঘনিষ্ঠতা ত্যাগ করবেন না। বরং দণ্ডীকে প্রদান ক'রে সৌহার্দ্দ্য আরও বর্দ্ধিত করুন।

ভীম। এ তোমার শিশু মস্তিষ্কের কল্পনা প্রসূত অনুরোধ না— তোমার পিতার আদেশ?

মদন। পিতার আদেশ।

ভীম। যদি দণ্ডীকে তোমার পিতার করে সমর্পণ না করি?

মদন। তা'হ'লে পিতা সবলে দণ্ডী সহ অশ্বিনীকে গ্রহণ কর্‌তে সচেষ্ট হবেন।

ভীম। তাই হ'তে বল গে, প্রদ্যুম্ন! ভীমের শক্তি সংরক্ষিত—সুভদ্রাদেবীর আশ্রিত দণ্ডীকে সবলে গ্রহণ কর্‌তে তোমার পিতাকে রণসাজে প্রস্তুত হ'তে বল গে। আমি কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে প্রস্তুত।

মদন। পিসিমা! আপনি দণ্ডীকে আশ্রয় দিয়েছেন, পিতার অনুরোধ তাকে পরিত্যাগ করুন।

সুভদ্রা। আমি যে তাঁকে আশ্রয় দিয়ে রক্ষা কর্‌ব ব'লে প্রতিজ্ঞা করেছি মদন! গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে যে শপথ করেছি বাবা!

মদন। সে শপথ ত্যাগ করুন—প্রতিজ্ঞা পরিহার করুন।

ভীম। চুপ কর্‌ মদন! আর ও কথা বলিস্‌ না। ক্ষত্রিয়ে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কর্‌বে কি রে! তুই দূত—তাতে কৃষ্ণের পুত্র, তাই আজ ভীমের সম্মুখে প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগের কথা ব'লে নিস্তার পেলি? শোন্‌ মদন! পাণ্ডবেরা ধর্ম্মত্যাগী হ'তে আশ্রয় দিয়ে দণ্ডীকে প্রত্যাখ্যান কর্‌তে পার্‌বে না। এতে তোর বাবার যা ক্ষমতা, সে যেন তাই করে। তার ভয়ে ভীত হ'য়ে পাণ্ডব কখন ধর্ম্মত্যাগ কর্‌বে না—প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কর্‌বে না। যা—যা তোর বাবাকে আমার নাম ক'রে বল্‌গে—দণ্ডীকে আমরা দিলেম না।

মদন। তবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকুন। আসি ধর্ম্মরাজ!

যুধি। যখন আশ্রয় দিয়েছি, তখন তাই হ'ক্‌! যুদ্ধই স্থির, ধর্ম্মত্যাগী হওয়ার চেয়ে যুদ্ধই স্থির!

মদন। আজ্ঞে! তবে পিতাকে সব জানাই গে!

[প্রস্থান।

অর্জ্জুন। কৃষ্ণ প্রতিকূলে যুদ্ধই হ'ল দাদা! কৃষ্ণের সঙ্গে সদ্ভাব রেখে দণ্ডীকে রক্ষা ক'রে উভয়দিক্ বজায় হ'ল না?

ভীম। না—না, আর দুই নায়ে পা দিতে হবে না. যা হয় একদিক্ দিয়েই হ'ক্। এখন তুমি কি করবে বল? যুদ্ধে যোগ দেবে—না, কৃষ্ণের পদলেহন করতে যাবে? বল তোমার মতামত কি?

অর্জ্জুন। আমার মতামত কিছুই নাই দাদা! ধর্ম্মরাজের যা অনুমতি হবে, ধর্ম্মদাস অর্জ্জুন তাই অবিচলিত ভাবে পালন করবে।

ভীম। ধর্ম্মরাজ! অনুমতি দিন্—কৃষ্ণের বিপক্ষে সমরায়োজন করি?

যুধি। অনুমতি দিলেম ভাই! আশ্রিত রক্ষা ধর্ম্মপালনে তোমরা প্রস্তুত হও। যুদ্ধের আয়োজন কর—আত্মীয় মিত্রদের আহ্বান কর।

ভীম। আত্মীয় বা মিত্র—বর্ত্তমানে পাণ্ডবদের যাদব, কৌরব, আর চেদী। তা যাদবের সঙ্গেই যুদ্ধ—চেদীরাজ শিশুপাল যাদবের নিকট আত্মীয়, সুতরাং এদের আহ্বান করাও যা, না করাও তা। বাকী কৌরব—তা তারা কি আমাদের সাহায্য করবে? বরং শত্রুতাই করবে; আপাততঃ কাকেও আহ্বান ক'রে কাজ নাই। যা করতে হয়—আমরাই পাঁচ ভাই করব।

যুধি। বৃকোদর! ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মনীতি তা নয় ভাই! গৃহ-বিবাদ যতই বদ্ধমূল থাকুক না, শত্রু-সঙ্কটে পতিত আত্মীয়ের নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করা অধর্ম্ম। আবার শত্রু-সঙ্কটে আত্মীয় মিত্রকে আহ্বান না করাও অন্যায়। আমরা আমাদের কর্ত্তব্যপালন করতে তাদের নিমন্ত্রণ করিত, তারপর তারা তাদের কর্ত্তব্যপালন ক'রে উত্তম, না ক'রে তারাই ধর্ম্মে পতিত হবে।

ভীম। ধর্ম্মরাজ আপনি, আপনার বিবেচনায় যা কর্ত্তব্য তাই করুন। কৌরবদের নিমন্ত্রণ নিয়ে সহদেবকে রথ সহ হস্তিনায় পাঠাবার ব্যবস্থা করুন।

যুধি। চল ভাই, তাই করিগে।

[পাণ্ডবগণের প্রস্থান।

সুভদ্রা। পরীক্ষার অনন্ত বারিধি সুবিস্তার
পার হ'তে হবে কর্ম্মতরী বেয়ে !
ধর্ম্ম হও তুমি নিদান কাণ্ডারী
ভবকর্ণধার হরি ! ভগ্ন তরী মগ্ন নাহি ক'রে,
অকূল তুফানে কর্ণ ধরি রেখো কর্ম্মতরী,
পার ক'রো দুর্ব্বলা অবলা মোরে।
কিছু নাহি জানি—কিছুই না বুঝি,
জানি মাত্র— বুঝি মাত্র সার—
জানাম্য ধর্ম্ম নচ মে প্রবৃত্তি
জানামা ধর্ম্ম নচ মে নিবৃত্তি
ত্বয়া হৃদিকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দ্বারিকা।

শ্রীকৃষ্ণ বসিয়া আছেন, শিষ্যগণ সহ
দুর্ব্বাসার প্রবেশ।

শিষ্যগণ।—[করযোড়ে] গীত।

হে কৃষ্ণ কিশোর দ্বারকেশ্বর
শ্যাম কান্তি সুন্দর।
শিব, বিধি বন্দিত নীল নীরদ নিন্দিত
পূজিত দেবাদি পুরন্দর॥
দ্বিজ-পালক, দুঃখ-হারক, ভবতারক, মুরহর,
ব্রহ্ম-ধর্ম্ম বিপ্র কর্ম্ম, সর্ব্ব মর্ম্ম সর্ব্বেশ্বর,
কাতর জন অভয় দাতা তুহি পরমেশ্বর,
গজেন্দ্র-হৃদয়েশ্বর যদুকুল ধুরন্ধর॥

[প্রস্থান

দুর্ব্বাসা। আর কতদিন হেনভাবে হরি,
মনস্তাপে হইব তাপিত ?
কর্ম্ম-দোষ কবে হবে শেষ ?
কবে হবে উর্ব্বশীর শাপ বিমোচন ;
কবে নিশ্চিন্ত বসির যোগাসনে ?
বল নারায়ণ! বল ভবতারণ!
সে দিনের বাকি কতদিন ?

শ্রীকৃষ্ণ । আর বেশী দিন নয়, ঋষি !
সমাগত অষ্টবজ্র সম্মিলন দিন ।
আমার আতঙ্কে দণ্ডী অশ্বিনী লইয়া
ত্রিভুবনে খুঁজিল আশ্রয়,
মোর ভয়ে কেহ তারে অভয় না দিল

দুর্ব্বাসা । কোথা এবে তবে সেই দণ্ডীরাজ
অশ্বিনীর সনে করিছে বিরাজ ?

শ্রীকৃষ্ণ । জানি না সংবাদ তার ।
পাঠায়েছি তাই জানিবারে
প্রিয়পুত্র প্রদ্যুম্নেরে দণ্ডী-অন্বেষণে ।

দুর্ব্বাসা । তাহ'লেও জান তুমি কোথা আছে দণ্ডী
কার কাছে—কোন্ দেশে—কেমন আশ্রয়ে ?
অন্তর্যামী তুমি—কিবা অবিদিত তব ?
ছলনায় কর না প্রকাশ ।

শ্রীকৃষ্ণ । স্থির হ'ন্ ঋষি !
আসিতেছে ওই সে প্রদ্যুম্ন
শুনি—কি দেয় সংবাদ !

মদনের প্রবেশ ।

মদন । প্রণিপাত ঋষির চরণে । [প্রণাম]
প্রণমিত পিতার শ্রীপদে । [প্রণাম]

শ্রীকৃষ্ণ । এস পুত্র ! এস প্রাণাধিক !
পেয়েছ কি দণ্ডীর সংবাদ কোন ?

মদন । পেয়েছি অনেক কষ্টে

বজ্রনাভ—ত্রিভুবন করি পর্য্যটন
এতদিনে দণ্ডীর সংবাদ।

শ্রীকৃষ্ণ। কোথা হ'তে কিবা ভাবে দণ্ডী কাহার নিকটে
এতদিনে পাইল আশ্রয় ?
বল রে প্রদ্যুম্ন! কেবা সেই আসন্নমরণ
কৃষ্ণ প্রতিকূলে দিল দণ্ডীরে আশ্রয় ?

মদন। জানিয়াছি অনুসন্ধানকালে সর্ব্বধামে
বিদর্ভে রুক্মীরাজ, মগধে জরাসন্ধ
চেদীরাজ্যে শিশুপাল, দন্তবক্র পাশে
পাতালে বলি ও বাসুকী নিকটে,
স্বর্গের অমর নিকর সকাশে
ভীত দণ্ডী লইল শরণ,
কিন্তু কেহ নাহি দানিল আশ্রয়।
অবশেষে মৃত্যু স্থির করি
গঙ্গাজলে জীবন ত্যজিতে গেলে,
মম পিতৃস্বসা ভদ্রাদেবী দিলেন আশ্রয় ;
এবে দণ্ডী তব প্রিয় মিত্র পাণ্ডব-আবাসে
নিরাপদে বাস করে অশ্বিনীর সনে ;
তব প্রতিকূলে পাণ্ডবেরা রক্ষিবে দণ্ডীরে।

শ্রীকৃষ্ণ। পাণ্ডবেরা দণ্ডীরাজে দিয়েছে আশ্রয় ?
আত্মীয়তা—চক্ষুলজ্জা সব পরিহরি
মম শত্রু জনে যেবা দানিল আশ্রয়
যতই আত্মীয় হোক্, শত্রু সে আমার।
নিবাত-কবচে বধি অহঙ্কৃত পার্থ,

রাক্ষস বিনাশি ভীম মদগর্ব্বী অতি,
তাই এ উপেক্ষা কৃষ্ণ প্রতি!
ভাল,—দিব প্রতিফল পাণ্ডবেরে।
ভগ্নী ভদ্রা এই শত্রুতার মূল,
তাহারেও করিব শাসন।

মদন। আর তব প্রিয় মধ্যম পাণ্ডব
অনেক দুর্ব্বাক্য বলেছেন পিতা!
অসম্মান করেছে তোমার।
তিনিই ত দণ্ডীরাজে দিলেন প্রশ্রয়।
বলেছেন মহাদর্পে মোরে
জানাইতে তব সন্নিধানে,
আশ্রিত দণ্ডীরে দিবেন না কভু,
যতক্ষণ দেহে রবে প্রাণ।
আরো বলেছেন বার বার সবার সমক্ষে
কৃষ্ণের যা শক্তি থাকে, পারে সে করিতে।

শ্রীকৃষ্ণ। ওঃ! ভুলে গেছে কৃষ্ণের ক্ষমতা!
মনে নাই সে দুঃখের দিন,
যে দিন গরল দানে বদ্ধ অবস্থায়
ভাসাইল গঙ্গাজলে রাজা দুর্য্যোধন,
যেই দিন যতুগৃহ মাঝে অনল দাহনে
পড়েছিল পাণ্ডবেরা জননীর সনে
ভুলে গেছে সে দিনের কথা!
পাশা খেলা, দ্রৌপদীর বসন হরণ,
বিরাট ভবনে সেই অজ্ঞাত নিবাস,

সে সব দিনের কথা ভুলে গেছে ভীম,
তাই চাহে দেখিবারে কৃষ্ণের ক্ষমতা?
দেখাব দেখাব তারে কৃষ্ণের শকতি।
যাও রে মদন! যুদ্ধে নিমন্ত্রিতে দেবগণে।
স্বর্গে ইন্দ্র, ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকে
সংযমনীপুরে যম, সুমেরু পর্ব্বতে পবন,
কৈলাসে মহেশ্বর, হুতাশন ও বরুণ,
লঙ্কায় রক্ষ বিভীষণে, যক্ষ সে কুবেরে
এমন কি দেবতার ঘরে ঘরে গিয়ে
ব'লে এস সবে, মম সাহায্যার্থে
রণসাজে অবিলম্বে যেতে কুরুক্ষেত্রে।

মদন। শিরে ধরি জনকের আজ্ঞা
নিমন্ত্রিয়া দেবগণে ল'য়ে যাব সঙ্গে
কুরুক্ষেত্রে যাদব পাণ্ডব রণে।
আসি তবে পিতা! [প্রণাম]

প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। যান্ ঋষি! কুরুক্ষেত্রে গিয়ে
কর্ম্মদোষ করগে খণ্ডন;
অষ্টবজ্র কুরুক্ষেত্রে হবে সম্মিলন
কুরুক্ষেত্রে উর্ব্বশীর শাপ বিমোচন!

দুর্ব্বাসা। অপার করুণা তব কৃপাময় হরি!
চলিলাম কুরুক্ষেত্রে তবে।
জয় শ্রীহরি—শ্রীহরি—শ্রীহরি!

[প্রস্থান।

এই গুণে পাণ্ডবেরে এত ভালবাসি
এই গুণে যুধিষ্ঠির ধর্ম্মরাজ খ্যাত।
পাণ্ডবের মত সুধার্ম্মিক কেহ নাই ভবে
তাই ধর্ম্মাধার কৃষ্ণ ধার্ম্মিকের সখা।
এই ধর্ম্মভাবে পাণ্ডবেরা মোরে
বাঁধিয়াছে ভক্তির শৃঙ্খলে!
ধর্ম্মের চির জয় চির দিন আছে,
জতো ধর্ম্ম স্ততো জয় ব্যাসের বচন।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

হস্তিনা—সভা।

দুঃশাসন ও শকুনির প্রবেশ।

দুঃশা। মামা! শুনেছ—কেমন রগড় বেধেছে?

শকুনি। কি হয়েছে বাবা, কৈ—আমি ত কিছুই শুনি নাই।

দুঃশা। সেই যে দিন কতক আগে একটা ঘুঁড়ী নিয়ে, কৃষ্ণের ভয়ে ভীত হ'য়ে অবন্তীরাজ দণ্ডী আমাদের কাছে আশ্রয় চাইতে এসেছিল না? তাকে আমরা ত কেউ আশ্রয় দিলেম না, কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে হবে ব'লে ত্রিভুবনে কেহই আশ্রয় দেয় নাই।

শকুনি। তবে কি এখনও সেই ঘুঁড়ির দড়ি ধ'রে এদেশ—সে দেশ ঘোরাঘুরি কর্‌ছে?

দুঃশা। ঘোরাঘুরি করে নাই, এতদিনে আশ্রয় পেয়েছে।

শকুনি। ঘ্যাঁ! আশ্রয় পেয়েছে? কৃষ্ণ-বিপক্ষে কে তাকে সাহস ক'রে আশ্রয় দিলে দুঃশাসন?

দুঃশা। আশ্রয় দিয়েছিল পাণ্ডবদের সেজ-বউ সুভদ্রা ঠাকরুণ, এখন আবার ভীম তাঁর পক্ষ নিয়ে দণ্ডীকে ত্যাগ কর্‌তে অসম্মত। আর যায় কোথা? অমনি প্রাণের বন্ধু কৃষ্ণ চটিতং হ'য়ে বলেছেন রণং দেহি—রণং দেহি। এ এক রকম ঝগড় নয় মামা? যা শত্রু পরে পরে, ষাঁড়ের শত্রু বাঘে খাক্; আমরা মজা দেখি।

শকুনি। বটে—বটে। এমন তর নাকি? আরে বাঃ—বাঃ! তবে ত ঝগড় বেধেছে বটে? হতভাগাদের যত বল—বুদ্ধি—কৌশল, শক্তি, সামর্থ, সহায় সব ঐ কৃষ্ণ। সেই কৃষ্ণের সঙ্গেই যখন ঝগড়া বাধিয়ে বসেছে, তখন ত নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মেরেছে—বেশ হয়েছে। এখন দেখে সুখ—শুনে সুখ—ব'লে সুখ। ও এক রকম ভালই হয়েছে বাবা! "কণ্টকে নৈব কণ্টকং" কি না কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। কৃষ্ণকে যখন বিগ্‌ড়ে দিয়েছে, তখন বাবাজী! এইবার তোমাদের কেল্লা মাৎ।

দুঃশা। কেল্লা মাৎ কি মামা! বাজী মাৎ। এখন দেখ্‌ছি—আমাদের পোয়াবারো, ঘুঁটী ত সব পেকেই এগেছে, এখন দাদা একটু বুঝে দানটা ফেল্‌তে পার্‌লে হয়।

শকুনি। সে কি রকম?

দুঃশা। এই যাদব পাণ্ডবের বিবাদ সূত্রে যুধিষ্ঠির যুদ্ধে সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছে। দাদা যদি সেই শত্রুদের সহায়তায় অসম্মত হ'ন্, তবেই ত

সব গুটি পাকল, আর যদি সে দিকে ঢ'লে পড়েন, তাহ'লেই আবার পাকা গুটী কেঁচে গেল। যাই হ'ক্ মামা! পাণ্ডবপক্ষে যোগদান ক'রে কৃষ্ণের বিপক্ষে যুদ্ধ কর্‌বার প্রস্তাবে তুমি যেন বাপু আদৌ মত দিও না?

শকুনি। আরে বাবা, আমার মতামতে কি এসে যায়? আমার মতে ত কোন কাজ হবে না। কাজ হবে যাদের কথামত, সেই ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর এঁরা কি বলেন শোন?

দুঃশা। জানে দ'ও—যা হয় পরে হবে। যে যাই করুক্ মামা! তুমি আর আমি কিন্তু সরলমনে এ যুদ্ধে নেই; নেহাৎ দাদার অনুরোধে যেতে হয়—যাব; এই পর্য্যন্ত। এখন ঐ সব নর্ত্তকী আস্‌ছে, দাদা সভায় আস্‌তে না আস্‌তে টুক্ ক'রে একটু আমোদ ক'রে নেওয়া যাক না?

শকুনি। তা মন্দ কি? যত আনন্দে থাক্‌বে, ততই স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। যেমন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে আছে—"ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" তেমনি "নর্ত্তকী দর্শনং কৃত্বা আনন্দং ভবেৎ।" আনন্দ কর্‌বে, তার আর কথা আছে?

দুঃশা। ওগো নর্ত্তকীগণ! একটু দ্রুত পদক্ষেপে সভাস্থ হ'য়ে খুব চটকের ওপর একটু চুটকী গোছের নাচ-গান লাগাও দেখি? আমরা মামা ভাগ্নেয় একটু ফূর্ত্তি কর্‌তে চাই। বুঝে গান গাও—সমঝে নাচ লাগাও।

গীতকণ্ঠে নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

নর্ত্তকীগণ।— [নৃত্যসহ গান।]

কারে বা বলি কেবা শোনে

মোদের মরম-কাহিনী।

পরকীয়া মোরা পর-প্রত্যাশিনী

বিরহ বিধুরা কামিনী॥

মদন-দাহনে তনু জ্ব'লে যায়,

অবলা সরলা করে হায় হায়,

বঁধুয়া বিহনে তাপিত কায়ায়

কাটাই আর কত যামিনী।

কোথা পাই তেমন প্রেমিক নাগর,

বিরহ বেদনা করিতে অন্তর,

শূন্য জীবনে আছি নিরন্তর,

পতিহীনা প্রেম-প্রবাহিনী॥

শকুনি। ঐ যে অঙ্গরাজ কর্ণকে সঙ্গে নিয়ে দুর্য্যোধন এই দিকেই আসছে।

দুঃশা। নর্ত্তকীগণ! তোমরা শীঘ্র যাও, দাদা এসে যেন দেখ্‌তে না পান।

[নর্ত্তকীদের প্রস্থান।

দুর্য্যোধন সহ কর্ণের প্রবেশ।

দুর্য্যো। মামা! শুনেছ কি—কৃষ্ণ ভয়ে ভীত দণ্ডীকে আশ্রয় দিয়ে পাণ্ডবদের সঙ্গে যাদবের মনোমালিন্য সংঘটিত হয়েছে?

শকুনি। শুনেছি বাবা! তার কি হয়েছে?

দুর্য্যো। তাই দাদা যুধিষ্ঠির, তাঁদের সাহায্য কর্‌বার জন্য আমন্ত্রণ পত্র সহ সহদেবকে পাঠিয়েছেন আমাদের নিয়ে যেতে। এখন কি কর্ত্তব্য তাই স্থির করুন।

শকুনি। ভীষ্ম আছেন—দ্রোণ আছেন—বিদুর আছেন—তোমাদের পিতা আছেন, এঁরা থাকতে আমি আর কি কর্ত্তব্য স্থির করব বাবাজী? যা করতে হয়, তাঁরাই করবেন। আমার কথা থাকবেও না—তোমরা শুনবেও না, তবে কেন অনর্থক আমাকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করতে বলছ বাবা?

কর্ণ। তবু আপনার মত কি প্রকাশ করুন। এ ক্ষেত্রে ন্যায়তঃ যা সদ্‌যুক্তি, তা সকলেই বলতে পারেন।

শকুনি। পাণ্ডবদের সঙ্গে তোমার যতটা হৃদ্যতা, সে হিসাবে বলতে পারি যে, ভীমকে বিষদান—যতুগৃহ দাহ—পাশাখেলা—দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ—পাণ্ডব নির্ব্বাসন, এই কার্য্যগুলি যদি আমাদের মন্ত্রণায় ও তোমার অনুমতি অনুসারে সংসাধিত হ'য়ে থাকে, তবে আমার মতে তাদের সাহায্য করা যুক্তি সঙ্গত নয়। তবে তোমাদের কার্য্য—তোমাদের বিবেচনা?

দুর্যো। তাহ'লেও এ ক্ষেত্রে কার্য্য করা বিশেষ বিবেচনা সাপেক্ষ। জ্ঞাতি বিসম্বাদ সত্ত্বেও যদি কোন জ্ঞাতি অন্য শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হ'য়ে আমন্ত্রণ দ্বারা যুদ্ধ-সাহায্য প্রার্থনা করে, তবে তাঁর সহায়তা করা ক্ষত্রিয়ে পরমধর্ম্ম এবং প্রধান কর্ত্তব্য। চলুন, পিতামহ ভীষ্ম—খুল্লতাতঃ বিদুর ও পিতাকে জিজ্ঞাসা করিগে; তাঁরা কি বলেন শুনি!

শকুনি। আর যেতে হবে না। ঐ তোমার পিতার সঙ্গে সঙ্গে সকলেই সভার দিকে আসছেন। যা মতামত স্থির করতে হয়, এই খানেই ক'রে নাও।

দুঃশা। [জনান্তিকে] মামা! যে যা মত দেয় দিক্, আমাদের কিন্তু সেই কথা।

শকুনি। তা আর বল্‌তে? তোমার মামা কাঁচা ছেলে নয়? ঠিক আছি।

সঞ্জয়ের হস্ত ধরিয়া সর্ব্বাগ্রে ধৃতরাষ্ট্র এবং তৎপশ্চাৎ ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুরের প্রবেশ।

দুর্য্যোধনাদি সকলে। আসুন—আসুন। [সকলের প্রণাম]

ধৃত। বৎস দুর্য্যোধন! পাণ্ডবদের সঙ্গে কৃষ্ণের যুদ্ধ বেধেছে ব'লে যুধিষ্ঠির যে, তোমাদের সাহায্য প্রার্থনা ক'রে সহদেবকে দিয়ে আমন্ত্রণ পত্র প্রদান করেছে, তার কি কর্ত্তব্য স্থির করেছ?

দুর্য্যো। কিছুই স্থির করতে পারি নাই, পিতা! তাই আপনাদের নিকটে যাচ্ছিলেম। সকলেই এসেছেন—ভালই হয়েছে; এখন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় ক'রে অনুমতি করুন, আমরা সেই মত কার্য্য করি।

ধৃত। জেষ্ঠতাত: ভীষ্মদেব আর সুবিজ্ঞ সহোদর বিদুর বিশেষ দূরদর্শী, এঁরা যা স্থির ক'রে দেবেন, তাই তোমাদের কর্ত্তব্য।

দুর্য্যো। বলুন, পিতামহ! বলুন, পিতৃব্য! কৃষ্ণ-পাণ্ডবের যুদ্ধে ধর্ম্মরাজ আমাদের সাহায্য প্রার্থী, আমরা কি কৃষ্ণ বিপক্ষে পাণ্ডব পক্ষে তাদের সাহায্য করতে যাব, না নিরপেক্ষভাবে অপেক্ষা করব?

বিদুর। বৎস দুর্য্যোধন! কৃষ্ণের সঙ্গে পাণ্ডবের যেরূপ ঘনিষ্টতা, তাতে বোধ হয় এই বিবাদ সূত্রে কৃষ্ণ পাণ্ডবদের কোনরূপ পরীক্ষা গ্রহণ করছেন, তাই পাণ্ডবেরাও পরীক্ষা দিতে অগ্রসর হয়েছে। আজ তোমাদেরও সেইরূপ পরীক্ষার দিন। অতএব আমার বিবেচনায় তোমাদেরও কুরুক্ষেত্রে গিয়ে ধর্ম্মপরীক্ষা প্রদান জন্য পাণ্ডব পক্ষ অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য। জ্ঞাতিত্ব হিসাবে পাণ্ডবের সঙ্গে তোমাদের

বিসম্বাদ চলুক্ না কেন, তবু তারা তোমার খুল্লতাতঃ-পুত্র—নিকট আত্মীয়। অন্যে তাদের নির্য্যাতন করবে, আর তোমরা যদি নিরপেক্ষ থাক, তাহ'লে তোমাদেরই অখ্যাতি—দুর্ণাম—অধর্ম্ম। তাই বলছি বৎস! যখন তোমাদের জ্ঞাতি বিরোধ হবে, তখন কৌরব-পাণ্ডব দুই পক্ষ দুই দিকে থাকবে, কিন্তু অন্যের সঙ্গে যুদ্ধে কৌরব-পাণ্ডব একযোগ হ'য়ে যুদ্ধ করবে। রাজনীতি এই বলে, আর এইই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম।

দুঃশা। শুনলে মামা! খুড়ো মশায়ের চালাও হুকুম? বলি—এইটা কি ওঁর উচিত বলা হ'ল? যাদের সঙ্গে আজীবন বিবাদ—বিসম্বাদ চ'লে আসছে, তাদের সাহায্যে অস্ত্র ধ'রে যুদ্ধে যেতে বলাটা কি সদ্‌যুক্তি? আমি ত জানি—"যা শত্রু পরে পরে"। বাঘে বাঘে বেধে গিয়েছে, আমরা কেন মজা দেখি না? ও সব মারা-মারি কাটাকাটির মাঝখানে আমাদের যাওয়া কেন? পরে পরে শত্রু নিপাত হবে, এ সুযোগ কি ত্যাগ করতে আছে?

দুর্য্যো। দুঃশাসন! পাণ্ডবদের সঙ্গে যতই আমাদের বৈষয়িক ব্যাপারে বিসম্বাদ চলুক্ না, তবু তারা আমাদের ভাই। আজ আমাদের সেই ভ্রাতৃগণ কৃষ্ণকর্ত্তৃক নিজ্জিত হবে, আর আমরা তাই নিশ্চেষ্ট নির্জ্জীবের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ব? না ভাই! দুর্য্যোধনের দেহে ক্ষত্রিয়-শোণিত থাকতে তা পারবে না। আমাদের গৃহ বিবাদ কালে আমরা শত ভ্রাতা এক পক্ষ—আর পঞ্চপাণ্ডব একপক্ষ। কিন্তু অন্যের সহিত বিবাদকালে আমরা একশত পঞ্চভ্রাতা একপক্ষে। এরূপ ক্ষেত্রে আমাদের যাওয়াই উচিত, তাতে দাদা ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক আমরা সমর-সাহায্যে আমন্ত্রিত। এ ক্ষেত্রে আমরা যদি ধর্ম্মরাজের অনুরোধ উপেক্ষা করি, তাহ'লে ক্ষাত্রধর্ম্ম—বীরধর্ম্ম—রাজধর্ম্ম কলঙ্কিত হবে। পিতামহ! আপনি কি বলেন? আপনার কি মত?

ভীষ্ম। বিদুরের মতেরই পক্ষপাতী আমি। যদি ধর্ম্ম রক্ষা করাই কর্ত্তব্য মনে কর, তবে অবিচলিত চিত্তে কৃষ্ণ বিপক্ষে পাণ্ডব পক্ষে সাহায্য করতে যুদ্ধে যোগদান কর।

দুর্যো। [কর্ণের প্রতি] সখা! তোমার কি অভিপ্রায়, ভাই?

কর্ণ। ধর্ম্ম রক্ষা করা যদি তোমার উদ্দেশ্য এবং কর্ত্তব্য হয় মহারাজ! তবে আমার মত সাহায্যপ্রার্থী আত্মীয়ের সাহায্যে গমন করাই উচিত। তাতে কৃষ্ণ প্রতিপক্ষ কেন, ত্রিলোকের বিপক্ষতাও উপেক্ষণীয়। আমার মত পিতামহ ও পিতৃব্যের মতের পৃষ্ঠ পোষক। এ যুদ্ধে আমার ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ এই অভিপ্রায়।

দুর্যো। এই কি তবে স্থির যুক্তি, সখা!
হ'য়ে তবে রণসাজে প্রস্তুত সকলে
যেতে হবে কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণ প্রতিকূলে?
গুরু দ্রোণাচার্য্য! আপনার কিবা অনুমতি?

দ্রোণ। প্রিয়তম দুর্য্যোধন!
যে ধর্ম্ম রক্ষার তরে ধার্ম্মিক পাণ্ডব
ধর্ম্মময় কৃষ্ণ সনে সংগ্রামে প্রস্তুত,
সেই ধর্ম্ম করিবে পালন যদি,
তবে মহারাজ! অসন্দিগ্ধ মনে,
পাণ্ডবের সাহায্যার্থে করহ গমন।
কৃষ্ণ-প্রতিকূল তাহে চিন্তা কিবা?
ধর্ম্ম যদি থাকে সানুকূল
কৃষ্ণ—অনুকূল আপনি হইবে।
চক্রীর কি চক্র, কেবা বুঝিবারে পারে?
প্রাণ সম সুধার্ম্মিক পাণ্ডবের প্রতি

ধাৰ্ম্মিকের অনুরক্ত কৃষ্ণ ধর্ম্মময়
বিরূপ হইয়া কভু আসে নাই রণে,
হয় মনে অনুমান মোর
এই যুদ্ধ পাণ্ডবের ধর্ম্মের পরীক্ষা,
ধৰ্ম্মাধার কৃষ্ণ তার পরীক্ষক মাত্র।

দুর্য্যো। তবে আমিও ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম করিতে পালন
রণসাজে যাব সেই পাণ্ডব-আহ্বানে
কৃষ্ণ প্রতিপক্ষে করিতে সমর।
সাজ সখা অঙ্গরাজ! সাজ গো মাতুল,
গুরুদেব সাজুন আহবে গুরুপুত্রে ল'য়ে,
সেনাপতি সাজে সাজি পিতামহ
অগ্রণী হইয়া রণে যাবেন সদর্পে।
যাও দুঃশাসন! সাজাও বাহিনী কৌরবের।
কৃষ্ণ প্রতিকূলে যুদ্ধই স্থির; এস সবে।

[সকলের প্রস্থান

গীতকণ্ঠে কর্ম্মানন্দের প্রবেশ।

কর্ম্মা।— গীত।

এ ত যুদ্ধ নয় ধর্ম্ম তত্ত্ব জ্ঞান।
ধর্ম্ম রণে পাণ্ডবের এ পরীক্ষা প্রদান।
সকল কর্ম্মের কর্ত্তা যিনি,
ভক্তের রণে লিপ্ত তিনি,
সে যে মহাচক্রীর চূড়ামণি,
তার চক্রে কে পায় ত্রাণ।

কৃষ্ণের চক্রে এ সব চক্র,
ভক্তাধীন তাই ভক্তে বক্র,
যেমন সমুদ্রে রয় রত্ন-নক্র,
কারু রত্নলাভ-কেউ হারায় প্রাণ।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

দ্বারকা।

রণসাজে সজ্জিত কৃষ্ণ, বলরাম, সাত্যকি, মদন ও যাদব সৈন্যগণের প্রবেশ।

বল। সখ্যতার নিদর্শন দেখালি চরম।
যে পাণ্ডব কৃষ্ণগত প্রাণ,
কৃষ্ণ ধ্যান—কৃষ্ণ জ্ঞান যেই পাণ্ডবের,
সর্ব্বস্ব কৃষ্ণের পদে উৎসর্গ যাদের,
সেই চির অনুগত সুধার্ম্মিক পাণ্ডবের প্রতি,
বিরূপ হইয়া কৃষ্ণ তুমিই সম্প্রতি
চলিয়াছ রণসাজে করিতে সাক্ষাৎ,
দেখাইতে বিশ্বে সখ্যতা প্রমাণ।
এমন অনর্থ যদি ঘটাবে কেশব!

কেন তবে ভক্তাধীন হ'য়ে
পাণ্ডবের ভক্তি পাশে বদ্ধ হয়েছিলি ?
সুভদ্রা অনুজা তোর ভীত দণ্ডীরাজে
দানিলা আশ্রয় স্বধর্ম্ম পালনে,
সেই সূত্রে এই বিসম্বাদ ?
বুঝি না কেমন কৃষ্ণ এ উদ্দেশ্য তব ?
বুঝি না কি চক্রে চল চক্রধারী ?
বুঝি না এ রণ আয়োজন
পাণ্ডব নিগ্রহ তরে ? না পাণ্ডবের ধর্ম্ম পরীক্ষায় ?

শ্রীকৃষ্ণ। অত্যন্ত দর্পিত দাদা ! হয়েছে পাণ্ডব,
তাই মোর শত্রু দণ্ডীরাজে দানিয়া আশ্রয়
সাধ ক'রে এ শত্রুতা করিল সৃজন।
সেই দর্প পাণ্ডবের করিতে বিচূর্ণ,
দণ্ডী সহ অশ্বিনীরে করিতে গ্রহণ
দর্পহারী আমি করি রণ—আয়োজন।
পাণ্ডবের নিগ্রহ সাধনে।
সেই সূত্রে, পাণ্ডবের কত ধর্ম্মে মতি—
কতখানি ধর্ম্মবল সম্বল তাদের
পরিচয় লইব তাহার।
কোন্ নীতি অনুসারে—কোন্ ধর্ম্মবলে,
পাত্রাপাত্র না করি বিচার—
মম শত্রু দণ্ডীরাজে প্রদানি আশ্রয়,
মম সনে সৌহৃদ্য ত্যজিল,
তাহারাও পরীক্ষা লইব।

মদন। 　জ্যেষ্ঠতাতঃ!
যথার্থই অহঙ্কৃত হয়েছে পাণ্ডব,
মধ্যম পাণ্ডব মহাশয়
শুনিয়াছি তিনি নাকি পিতার পরম ভক্ত,
সেই মধ্যম পাণ্ডব পিতারে আমার
বলেছেন অশেষ দুর্ব্বাক্য।
মিথ্যাবাদী কপট—লম্পট,
গোপোচ্ছিষ্ট ভোজী—বিকৃত মস্তিষ্ক
এমন কি অধার্ম্মিক বলেছেন জনকে আমার।
কি বলিব বিশেষ আত্মীয়, পূজনীয় মম,
দূতরূপে গিয়াছিনু
পারি নাই তাই সে সময় করিবারে কোন প্রতীকার?
তাই আজ সুশিক্ষা দানিতে তাঁরে
রণসাজে কুরুক্ষেত্রে যাইব নিশ্চয়।

সাত্যকি। সত্যই তাহ'লে অহঙ্কৃত পাণ্ডব সকলে,
জানে না কি তারা কৃষ্ণ দর্পহারী?
জানে না কি কৃষ্ণের বিক্রমে
প্রলয় ঘটতে পারে বিশ্বে?
জানে সব—কিন্তু অহংজ্ঞানে
কতিপয় রাক্ষসে বধিয়া,
হেয় চক্ষে হেরে যাদবেরে;
দেব হলপাণি! 　পাণ্ডবের এ ধৃষ্টতার
প্রতিফল দিতে যেতে হবে কুরুক্ষেত্রে;
হবে যাদব—পাণ্ডবে রণ দৃশ্য চমৎকার!

বল। সাজ তবে রণসাজে, চল কুরুক্ষেত্রে,
কৃষ্ণভক্ত সুধাম্মিক পাণ্ডবে শাসিতে।
কৃষ্ণ—যা করিবে, তাহে নাহি প্রতিবাদ
নির্ব্বিচারে বলরাম কৃষ্ণ-অনুগামী।
কৃষ্ণ যবে সাজিয়াছে পাণ্ডব বিরুদ্ধে
সাজায়েছে সবান্ধবে, সৈন্যগণে
তবে বলরাম কেন না সাজিবে?
তাই মহাঅস্ত্র হল করে ধরি
হলধারী বলরাম সজ্জিত সমরে।
কৃষ্ণ-অপমান করে মধ্যম পাণ্ডব
কি কারণে—কোন্ ধর্ম্মবলে,
সঙ্গত মীমাংসা তার করিতে নারিলে,
হলায়ুধ হল আকর্ষণে—
গদা সহ ভীম সেনে করিবে নিপাত।

শ্রীকৃষ্ণ। আমিও বুঝিয়া লব অর্জ্জুনের বীর্য্য।
মম ভগ্নিপতি হ'য়ে—সখ্যতা ভুলিয়ে
কি সাহসে দণ্ডীরে দানিল আশ্রয়,
কার বলে মম প্রতিকূলে পশিবে সমরে,
আজি তার পরীক্ষা লইব।
চল তবে বীরগণ! চল কুরুক্ষেত্রে,
কোথায় সে অমর নিকর!
যাদবের সাহায্যার্থে চল কুরুক্ষেত্রে।
সৈন্যগণ বল সবে উচ্চকণ্ঠে
যতো ধর্ম্ম ততো জয়!

সৈন্যগণ। যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়!

যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়!!

গান।

জয় জয় জয় ধার্ম্মিকের জয়।
ধর্ম্মাধার বাসুদেব স্বয়ং ধর্ম্মময় ॥
ধর্ম্মধ্বজ সবলে করেছে যাদব,
ধর্ম্মাধার কেশবে বেঁধেছে কায়া,
কৃষ্ণ সনে বিরোধে হবে ধর্ম্মহারা,
হ'য়ে যাদব সমরে পাণ্ডব পরাজয় ॥
বিশ্ব যে কেশবের পক্ষ,
কি সাহসে পাণ্ডব হয় তার বিপক্ষ,
আজি সমরে সুর নর, যক্ষ রক্ষ,
হেরি এ প্রতিপক্ষ পাইবে প্রাণে ভয় ॥

রণসাজে মহাদেব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, পবন, বরুণ, হুতাশন, ষড়ানন, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, প্রভৃতি দেবগণের প্রবেশ।

মহা। বাসুদেব!
সাহায্যার্থে তব যাদব-পাণ্ডব রণে,
সুসজ্জিত ত্রিদিব নিবাসী।
অগ্রণী হইয়া সবাকার,
ল'য়ে চল কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডব-সমরে!
ধার্ম্মিকের সনে ধর্ম্মাধার শ্রীকৃষ্ণের রণ

ভক্ত সনে ভক্তাধীন করিবে সমর,
দেখিব সে সমরের দৃশ্য চমৎকার!
একপক্ষে আত্মীয় পাণ্ডব
বিরাট—পাঞ্চাল কৌরবের সহ,
প্রতিপক্ষে যাদব বাহিনী সনে দেব-অনিকীনি ;
দেব-নরে বিচিত্র সমর
নেহারি বিস্মিত হবে এই ত্রিভুবন।
চল বাসুদেব! বিলম্ব কিসের আর?

শ্রীকৃষ্ণ। কিছু নাই বিলম্ব এখন।
এবে হে সংহর্ত্তা শঙ্কর শূলপাণি!
কালান্তক শূল করে সেনাপতি রূপে
অগ্রণী হইয়া রণে চল যাদবের।
বল সবে পূর্ণোদ্যমে কাঁপায়ে পাণ্ডবে
যাদবের সেনাপতি শঙ্করের জয়!

সকলে। যাদবের সেনাপতি শঙ্করের জয়!

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

ইন্দ্রপ্রস্থ।

ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ, শকুনি
সৃঞ্জয়, পাঞ্চাল, বিরাট্; যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন,
নকুল, সহদেব, প্রভৃতির প্রবেশ।

যুধি। পিতামহ! পিতৃহীন এ পঞ্চপাণ্ডব
প্রণাম করিছে তব পদে। [প্রণামোদ্যত]

ভীষ্ম। বিপদে বিভ্রান্ত কেন ধর্ম্মরাজ
অগ্রে বন্দি শ্রীগুরু চরণ
তারপর প্রণাম করিও মোরে।

যুধি। গুরুদেব! শিষ্যদের লউন প্রণাম।

(পাণ্ডবগণ অগ্রে দ্রোণ ও পরে ভীষ্মকে প্রণাম করিলেন)

ভীষ্ম,দ্রোণ। জয়স্তু—জয়স্তু বৎসগণ!

যুধি। ভ্রাতঃ সুযোধন অঙ্গপতি!
আর আর বান্ধব আত্মীয়
যথাযোগ্য অভ্যর্থনা লহ পাণ্ডবের।

সকলে। সাধু সাধু বৎস যুধিষ্ঠির!

ভীম। পিতামহ! গোয়ার গোবিন্দ ভীম
ঘটায়েছে দেখ কিবা ঘোর অঘটন!
নিরাশ্রয় দণ্ডীরাজে আশ্রয় দানিয়া
কৃষ্ণের বিপক্ষে করে রণ আয়োজন।

কুরুক্ষেত্রে আমাদের করিতে দমন
আসিবেন দেবগণ সনে কৃষ্ণ বলরাম।
কৃষ্ণের বিপক্ষে রণ জয় আশা
নিতান্তই অসম্ভব জানি, পিতামহ!
মরিব নিশ্চয় আজি রণে,
কিন্তু বহুভাগ্যে হবে দেবতা দর্শন!

ভীষ্ম। ভ্রাতঃ ভীম! এ কার্য্য ত হয় নি অন্যায়
বিপন্ন শরণাগতে দিয়েছ আশ্রয়,
ক্ষাত্রধর্ম্ম নীতি অনুসারে।
তাহে প্রতিপক্ষ হ'ক্‌ না ত্রিলোক,
কি শঙ্কা তাহাতে প্রাণাধিক?
আশ্রিত রক্ষায় যদি ধর্ম্ম থাকে কিছু
তবে সেই ধর্ম্ম তোমা রক্ষিবে বিপদে।
ধর্ম্মরক্ষা তরে ধার্ম্মিকা রমণী
চন্দ্রকুলের কুললক্ষ্মী সুভদ্রা জননী,
আশ্রয় দানিয়া দণ্ডীরাজে
কুলোজ্জ্বল করেছে মোদের।
ক্ষত্রিয়াঙ্গনা—ধর্ম্মধারিণী ভদ্রাদেবী
অর্জ্জুনের যোগ্যা সহধর্ম্মিণী।
করেছেন ন্যায় কর্ম্ম বিপন্ন রক্ষায়।
কৃষ্ণ বলেছেন আশ্রিত পালন সর্ব্ব ধর্ম্ম সার,
সেই ধর্ম্ম রক্ষে-ব্রতী—তাই এই দুর্যোগ।

ভীম। গুরুদেব! গুরু পুত্র অশ্বত্থামা!
আশ্রিত পালনে যুদ্ধ স্বার্থ

করিয়াছি কেশবের সনে,
হয়েছে কি অন্যায় আমার?

দ্রোণ। ন্যায়—ধর্ম্ম সত্য যাহা,
তাই তুমি করেছ পালন, বৃকোদর!
তোমার এ মহত্ত্বের গুণে
কুরুক্ষেত্রে দেব—নরে বিচিত্র সমর।

অশ্ব। মধ্যম পাণ্ডব! এই ধর্ম্ম-ব্রত তব
উদ্যাপিত হবে—
কুরুক্ষেত্র মহাপুণ্য ক্ষেত্রে!
তোমারি কর্ম্ম দক্ষতায় আমরা সকলে
ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে করিয়া গমন
দেব দরশনে আজি হইব পবিত্র।
এ কার্য্য তোমার অতি সুসঙ্গত।

ভীম। শোন্ পার্থ! শুনুন গো ধর্ম্মরাজ!
তখন ত তিরস্কার করেছিলে কত।
এখন আর কি কারু আছে সেই দ্বিধা
থাকে যদি এখনো বিচার কর,
এখনো সময় আছে।
রণক্ষেত্রে গিয়ে যেন কৃষ্ণ মুখ হেরি
মমতায় যেয়ো না গলিয়া,
লুটায়ে প'ড়ো না যেন কেশবের পায়?
মাত্র দেবে দোহাই—ধর্ম্মের দোহাই!
দেখ ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে
কৃষ্ণ ধনে ধর্ম্ম সনে পাই কি না পাই?

অর্জ্জুন। ধর্ম্মরাজ দিয়েছেন আদেশ যখন,
ধর্ম্মরণে সুসজ্জিত প্রস্তুত যখন,
তখন—তখন আর নাহি দ্বিধাবোধ,
ধর্ম্মরক্ষা আশ্রিত পালন
দেখাইতে সুরাসুর, নর, যক্ষ রক্ষে,
বিজয়ী বিজয় ধনু ধরিনু সবলে ;
আসুক সে কেশব ত্রৈলোক্য করিয়ে সহায়,
ডরি না তাহাতে আমি,
আমি জানি ধর্ম্ম যাহা—সত্য তাহা,
সেই ধর্ম্ম রক্ষা তরে,
কৃষ্ণ সনে করিব সমর,
আর বলিব সঘনে সমর প্রাঙ্গনে
যথা ধর্ম্ম তথা জয় !

ভীম। হঁা, ওই বাণী আর
যথা ধর্ম্ম—তথা জয় !
ধর্ম্মরাজ অগ্রজ যাদের,
ধর্ম্মরক্ষা তাহাদের প্রধান কর্ত্তব্য।
সেই ধর্ম্ম রক্ষা হেতু হয় যদি কৃষ্ণ প্রতিকূল,
ধর্ম্ম রবে সানুকূল।
ধর্ম্ম যদি থাকে অনুকূল
ধর্ম্মবীর কৃষ্ণ কৃপা অবশ্য মিলিবে।
কিন্তু ধর্ম্মত্যাগী হ'লে
কৃষ্ণ কভু না পারিবে ধর্ম্ম প্রদানিতে।
ধর্ম্মে যদি কৃষ্ণ পাওয়া যায়—

তবে ধর্ম্ম বিনা কি আছে সংসারে ?
ধর্ম্মরাজ ! সেই ধর্ম্ম করিতে পালন
যাব মোরা ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র মাঝে।
কেবা হবে সেনাপতি যাদবের রণে
নির্ব্বাচন করিয়া সত্বর,
চল সবে বীরদর্পে পশি রণস্থলে।

যুধি। যাদবের সেনাপতি দেব শূলপাণি
সমযোগ্য প্রতি যোদ্ধা তার
পাণ্ডবের পিতামহ ভীষ্ম দেবব্রত।
তাঁহারেই এ সমরে সেনাপতি করি,
যেতে চাই যাদবের রণে।

ভীম। তবে, পিতামহ !
সেনাপতি হ'য়ে পূর্ণোদ্যমে,
জয়নাদে কাঁপায়ে জগৎ
যাদবের বক্ষ কাঁপাইয়ে
সবিক্রমে কুরুক্ষেত্রে করুন প্রবেশ।
আজি দেখিব সমরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবে,
ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য হুতাশনে,
ষড়াননে শমনে—পবনে !
সার্থক হইবে মম চর্ম্ম চক্ষুদ্বয়
দেব দরশন করি কুরুক্ষেত্রে।
চল দেব পিতামহ ! কেন কালক্ষয় ?

ভীষ্ম। না ভাই ! কালক্ষয়ে নাহি প্রয়োজন আর,
শুভযাত্রা ক্ষণ এই ব'য়ে যায়,

কুরুক্ষেত্রে হবে আজ দেবতার স্থান,
পবিত্র হইব সবে দেব দরশনে।
হে ইন্দ্রপ্রস্থ বাসী!
তোমাদের নিত্যধাম নিকটে উদয়
এস কেবা যাবে নিত্যধাম দরশনে।
মহাতীর্থ কুরুক্ষেত্র আজ—
ধর্ম্মার্জ্জনে মহাপুণ্যক্ষেত্র।

যুধি। তবে শুভযাত্রাকালে
স্মরি সেই চক্রধর নাম
যুদ্ধযাত্রা করুন সকলে।

ভীষ্ম। বল জয় শ্রীকৃষ্ণের জয়!

সকলে। জয় শ্রীকৃষ্ণের জয়!

ভীষ্ম। জয় গোবিন্দের জয়!

সকলে। জয় গোবিন্দের জয়!

ভীষ্ম। জয় ধর্ম্মের জয়!

সকলে। জয় ধর্ম্মের জয়!

ভীষ্ম। জয়—ধার্ম্মিকের জয়!

সকলে। জয়—ধার্ম্মিকের জয়!

ভীষ্ম। জয়—ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের জয়!

সকলে। জয়—ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের জয়!

ভীষ্ম। বাদ্যকারগণ! শুভ রণ যাত্রা কালে
যথাযোগ্য ঐক্যতান করহ বাদন।

ঐক্যতান।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কুরুক্ষেত্র—যুদ্ধস্থল।

ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, কর্ণ, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি প্রভৃতি কুরু যোদ্ধৃগণ সহ যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, বিরাট, পাঞ্চাল প্রভৃতির প্রবেশ।

ভীষ্ম। হে কুরুক্ষেত্র সমর সমাগত বীরেন্দ্রবৃন্দ! আজ তোমাদের ভীষণ পরীক্ষার দিন! যাদব-পাণ্ডবে মহারণ! যে কৃষ্ণ পাণ্ডবের সুখে, দুঃখে, সম্পদে বিপদে, প্রতি পদে প্রতি নিয়ত সহায়—যে পাণ্ডব কৃষ্ণকে জগদ্বিত্ত মণিজ্ঞানে হৃদয়ে গেঁথে রেখেছে; সেই পাণ্ডবের সঙ্গে সেই কৃষ্ণের রণ। অসম্ভব—সম্ভব—অনিশ্চিত—নিশ্চিত। পাণ্ডবের সঙ্গে কৃষ্ণের এই রণের গূঢ় উদ্দেশ্য কি জানি না! তবে এইমাত্র বলছি যে, ক্ষত্রিয়ের সমর পরম ধর্ম্ম, সমরে মৃত্যু ক্ষত্রিয়ের স্বর্গ—পৃষ্ঠভঙ্গ দানে অনন্ত নরক। সকলে এই রণ-নীতি মেনে নিয়ে—প্রকৃত ক্ষত্রিয়-তেজে প্রদীপ্ত হ'য়ে যাদব দল বিদলন কর্‌তে প্রাণপণ হও। ক্ষত্রিয়ের গৌরব—যশঃ—কীর্ত্তি দিক্‌দিগন্তে প্রচারিত হ'ক্‌। বল জয় ধর্ম্মের জয়!

সকলে। জয় ধর্ম্মের জয়!

ভীষ্ম। ওই কেশবের পাঞ্চজন্য শঙ্খ নিনাদ! যাদব-বাহিনী নিয়ে মহা পরাক্রমে রাম-কৃষ্ণ দেবদল সহ যুদ্ধে আস্‌ছেন। সকলে প্রস্তুত হও—

ক্ষুধার্ত্ত কেশরীর মত। শত্রুর শোণিতে কুরুক্ষেত্রের মাটী ভিজিয়ে তোল— মূর্ত্তিমান জহ্লাদের মত। কৃষ্ণকে বুঝিয়ে দাও পাণ্ডবের শক্তি—সাহস— ধর্ম্মবল—সুক্ষ্মদর্শী কর্ম্মীর মত। সদম্ভে—বীরদর্পে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াও। আমাদের ধর্ম্ম সহায়—ধর্ম্মরাজ সহায়—আর ধর্ম্মবীর কৃষ্ণের নাম সহায়; সেই সঙ্গে পিতামহের কার্ম্মুক—আচার্য্যের ধনু—অঙ্গপতির বিজয় কার্ম্মুক—অর্জ্জুনের বিজয় গাণ্ডীব, ভীম, দুর্য্যোধনের গদা, গুরুপুত্রের ব্রহ্মশিরাও আমাদের সহায়! তবে আর কাকে ভয়—এই সমবেত শক্তিতে ত্রিভুবন জয় করা যায়। জয় ধর্ম্মের জয়—জয় ধর্ম্মরাজের জয়। জয় ধর্ম্মবীর শ্রীকৃষ্ণের জয়!

মহাদেবকে অগ্রে লইয়া কৃষ্ণ, বলরাম, মদন, সাত্যকি, ব্রহ্মা, যম, ইন্দ্র, পবন, বরুণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, কার্ত্তিক, সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের প্রবেশ ও প্রতিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া উভয়ে উভয় পক্ষ দেখিলেন।

ভীম। দেখ দেখ বিশ্ববাসী দেখ দিব্য নেত্রে
কুরুক্ষেত্রে কি মহান্ দৃশ্য সমাবেশ।
গয়া, গঙ্গা, বারাণসী সর্ব্বতীর্থ দেব
সমাগত কুরুক্ষেত্র সমর-প্রাঙ্গনে।
স্বর্গের সম্পদ আজ মরতে উদয়।
মরিতে ত হবেই নিশ্চয় আজ নয় কাল,
তার চেয়ে আজই মৃত্যু ভাল!
ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডব বিপক্ষে,

পাণ্ডবের মিত্র কৃষ্ণ দেবদল সহ
রণসাজে সজ্জিত সুন্দর!
সম্মুখে ত্রিশূল করে দেব শূলপাণি
যাদবের সেনাপতি ওই!
পিতামহ! কিসের বিলম্ব আর,
ব'য়ে যায় মরণের মাহেন্দ্র সুযোগ
আক্রমণ করুন অরাতি।
দেখুক কপটী কৃষ্ণ বিস্মিত নয়নে
পারে কি না ধর্ম্ম-তরে মরিতে পাণ্ডব!
চাই না কৃষ্ণের কৃপা চাই তার নাম,
জয় চক্রধর! দিও স্থান কিঙ্করে তোমার।

কৃষ্ণ। কিহে বৃকোদর! চক্রধরে কেন ডাক আর,
তার সনে কি সম্বন্ধ আছে তোমাদের?
বলেছিলে সভামাঝে একদিন
মিথ্যাবাদী, শঠ—কপট, লম্পট—
গোপোচ্ছিষ্ট ভোজী, যারে, আজ কেন তার জয় দাও?
দেবদল সহ নিরখিয়া যাদব-বাহিনী,
আতঙ্ক হয়েছে বুঝি প্রাণে?

ভীম। ওরে গদাধর! তোর ও গদা-চক্রে
ভীত নয় বৃকোদর।
তোর কিবা শক্তি আছে কৃষ্ণ,
শক্তি যত কিছু নামে আছে তোর,
জানে তা পাণ্ডবগণ।
যুদ্ধে চক্রধর নাম উচ্চারণ

ক্ষত্রিয়ের শুভ যাত্রাকালে অবশ্য কর্ত্তব্য,
তাই বলি জয় চক্রধর!
তোর মত মিথ্যাবাদী নহে ত পাণ্ডব?
সত্যবাদী ধর্ম্মরাজ অগ্রজ মোদের,
ব্রহ্মরূপ বাক্যে মোরা মিথ্যা নাহি বলি,
আর তুই ব্রহ্ম হ'য়ে নিজে
নিজের বর্ণিত বাক্য মিথ্যা ক'রে দিলি?
ধিক্—শতধিক্ তোরে মিথ্যাবাদী।

কৃষ্ণ। কিসে আমি মিথ্যাবাদী?

ভীম। নস্ মিথ্যাবাদী তুই?
আশ্রিত পালন—বিপন্ন রক্ষণ ধর্ম্ম
তুইই ত বলেছিলি নয় আপন বদনে?
আরো বলেছিলি—মনে আছে কৃষ্ণ তোর—
শরণাগতে না দিলে আশ্রয় ক্ষত্রের
পরম অধর্ম্ম ফলে নরক গমন?
তবে কিসে দণ্ডীরাজে দানিয়া আশ্রয়,
ভগিনী তোর ভদ্রাদেবী অপরাধিনী?
যার ফলে এই মহারণ?

কৃষ্ণ। সত্য বটে,
আমারি বচন, আশ্রিত পালন ধর্ম্ম—
আশ্রিত বর্জ্জন—মহাপাপ। তা ব'লে কি
করম-কারণ, পাত্রাপাত্র ভেদাভেদ
নাহি রবে বিবেচনাধীন?

ভীম। বটে কৃষ্ণ!

পূর্ব্বে ইহা ছিনু না বিদিত—যে আশ্রিত,
সে যোগ্য কিনা আশ্রয় প্রাপ্তির ;　আশ্রয়
দানিব যার প্রতিকূলে, সে বলবান
কিম্বা হীনবল ?　যুদ্ধ উপস্থিত হ'লে
বিপক্ষ বিজয় হবে কিনা সাধ্যাতীত ?
আশ্রয় দানিয়া বিপন্ন শরণাগতে,
পাব কি না ধন্যবাদ দশের নিকটে,
এত বিবেচনা—এমন বিচার করি
দিতে হবে বিপন্নে আশ্রয়।　জানে না তা
স্থূলবুদ্ধি, পশুমূর্খ ভীম।　জানে মাত্র—
যে বিপন্ন—যে শঙ্কিত—যে শরণাগত,
তাহারেই দানিয়া আশ্রয় সযতনে,
ধর্ম্মব্রত করিতে পালন।　জানে মাত্র—
বিশুষ্ক মস্তিষ্কে তৈল করিতে মোক্ষণ,
তৈলাক্ত মস্তকে তৈল দেয় না পাণ্ডব !

কৃষ্ণ।　বাজে কথা ছেড়ে দাও মধ্যম পাণ্ডব !
বল শুনি কাজের বারতা।

ভীম।　কহ শুনি
কিবা তব কাজের বারতা ?

কৃষ্ণ।　মম শত্রু
দণ্ডীরাজে সমর্পিবে মম করে কি না ?
সৌহৃদ্য রাখিতে যাদবের সনে ?

ভীম।　না—না,
আশ্রয় দিয়েছি যারে—দিয়েছি অভয়,

তারে শত্রু-করে করি সমর্পণ,
আশ্রিত পালন ধর্ম্ম করিব না ত্যাগ।
তাই যদি করিতাম কৃষ্ণ? তাহ'লে কি
হেন শুভ সম্মিলন হ'তো কুরুক্ষেত্রে?
দেখ দেখি লীলাময়! কি তোমার লীলা!
দেখ আজ কুরুক্ষেত্রে ভীমের এ খেলা!
হেন সম্মিলন কে কোথা দেখেছে কবে?
কি আনন্দ আজি মোর!

কৃষ্ণ। নিরানন্দ হবে
আজ আনন্দে তোমার যুদ্ধে ব্রতী হও,
বুঝে নাও কৃষ্ণ প্রতিকূলে ঘটে কিবা
পরিণাম ফল।

ভীম। পরিণাম দেখিবারে
পরি সমরের সাজ সবান্ধবে আজ
আসিয়াছি যাদবের রণে। পিতামহ
অনর্থক কাল গত হয় কেন আর?
করুন ব্যবস্থা কার সনে, কার রণ
হইবে সম্প্রতি।

ভীষ্ম। কার সনে হবে কার রণ
আমি তাই করিব নির্ণয় বৃকোদর!
তার পূর্ব্বে শুনে রাখ সবে মম পণ।
ধর্ম্ম যুদ্ধ বিনা পৈশাচিক রণে আমি
অসম্মত। অমঙ্গল করিলে দর্শন,
অস্ত্র শস্ত্র পরিহরি রণে ক্ষান্ত দোব

ভীত—পলায়িত বা আশ্রিত যে হবে
তার প্রতি নির্য্যাতন না করিব কভু।

ভীম। বেশ—তাই হবে পিতামহ! তাই হবে
করুন ব্যবস্থা ত্বরা, সহে না বিলম্ব।

ভীষ্ম। [কৃষ্ণের প্রতি]
কে তুমি হে গদা চক্রধারী মহাবীর?
পাণ্ডবের ধর্ম্মনাশে প্রধান উদ্যোগী
তুমিই কি পাণ্ডবের বন্ধু সেই কৃষ্ণ?

কৃষ্ণ। হাঁ হে দেবব্রত! আমি সেই কৃষ্ণ
তুমি পারনি চিনিতে মোরে?

ভীষ্ম। কেমনে চিনিব?
চিনিবার কিবা চিহ্ন রাখিয়াছ আর?
নাহি সেই পীতধড়া—নাহি শিখিপুচ্ছ,
নাই সে মোহন বাঁশী রাধা নামে সাধা,
কোন্ চিহ্নে চিনিব তোমায়?

কৃষ্ণ। পরিচয়ে।
লও মম পরিচয়, পারিবে চিনিতে—
আমি সেই কৃষ্ণ কি না?

ভীষ্ম। আর কিবা লব পরিচয়?
যা দিয়েছ পরিচয় আজ,
বুঝেছি দেখিয়া তাই, নহ সেই কৃষ্ণ?
হ'তে পার কৃষ্ণ নামে অন্য কোন জন,
পাণ্ডবের মিত্র যেই কৃষ্ণ,
তুমি নও সেই কৃষ্ণ কভু?

কৃষ্ণ। সত্য ভীম! সেই আমি—
পাণ্ডবের মিত্র কৃষ্ণ।

ভীম সে কৃষ্ণ যে স্নিগ্ধ
শান্ত—সুনির্ম্মল শান্তি সরোবর,
আর তুমি যে হে ঘোর মরুভূমি সম!
সে কৃষ্ণ যে কল্পবৃক্ষ, তুমি বিষতরু!
সে কৃষ্ণ যে ভক্তগত-ধর্ম্মগত প্রাণ,
তুমি যে হে ভক্তঘাতী ঘোর নির্দয়!

কৃষ্ণ। দেশ, কাল, পাত্র ভেদে এ পরিবর্ত্তন
অসম্ভব বা আশ্চর্য্য নহে দেবব্রত!
কালে কালে সকলি সম্ভব হবে জেনো।

বল। শোন কৃষ্ণ! শোন ভীম! বক্তব্য আমার
যুদ্ধস্থলে অত কথা কিসের কারণ?
এসেছ সময়ে যবে, যুদ্ধে ব্রতী হও।
নতুবা হে পরস্পরে ক্ষমা ক'রে যাও,
মাঝামাঝি নিষ্পত্তি করিয়া।

কৃষ্ণ। কারে ক্ষমা?
পাণ্ডবেরে? আচ্ছা—হ'ক্ তবে ক্ষমাপ্রার্থী
পাণ্ডবেরা আমার নিকটে।

ভীম। কেন হবে
পাণ্ডবেরা ক্ষমাপ্রার্থী কৃতাঞ্জলি পুটে?
কি দোষ করেছে তারা? দোষী বরং তুই,
তুই ক্ষমা ভিক্ষা কর্ ভীমের নিকটে।

মদন। কেন পিতা! অপাত্রের সনে বাকাব্যয়—

অনর্থক স্বীয় সম্মান লাঘব করা ?
নিতান্তই অকৃতজ্ঞ পাণ্ডব নিকর।
যোগ্য শাস্তি অকৃতজ্ঞে করুন প্রদান।

কর্ণ। কৃষ্ণ পুত্র! যুদ্ধস্থলে ত্যজ বাচালতা
পাণ্ডবেরা অকৃতজ্ঞ- তোমরা কৃতজ্ঞ ?
নর-নারী সনে লীলা যার, ঘৃণ্য সেইজন :
অপদার্থ—তুমি কুপুত্র পিতার।

[illegible]। শান্ত হও,
যুদ্ধস্থলে বাক্যব্যয় কর পরিত্যাগ।
মহামতি ভীষ্ম! রথী নির্ব্বাচন করি
সত্বরে সমরে কর অনুমতি দান।

ভীষ্ম। ন্যায় যুদ্ধে, মম শক্তি মতে যাহা পারি,
করিব সেরূপ ভাবে প্রতিপক্ষ স্থির।
অর্জ্জুনের সনে রণ করন কার্ত্তিক,
বৃকোদর সনে বলরাম করিবেন রণ,
দ্রোণাচার্য্য কৃষ্ণ সনে, অশ্বত্থামা—যমে,
দুর্য্যোধন— দেবরাজ সনে, মদন ও কর্ণে,
পদ্মযোনি আর যুধিষ্ঠিরে,
নকুল ও সহদেব সনে অশ্বিনীকুমার :
এই ভাবে পরস্পরে প্রতি পক্ষ সনে
ধর্ম্ম মত ন্যায় যুদ্ধে ব্রতী হও এবে।

দুর্য্যো। পিতামহ! কার সনে হবে তব রণ ?

ভীষ্ম। মম সনে কে করিবে রণ
নির্ব্বাচন করিতে অক্ষম!

দেব দেব পশুপতি যক্ষ-সেনাপতি!
পাণ্ডবের সেনাপতি আমি;
শিব সনে করিব সমর।

মহা। আমারো বাসনা তাই,
এস ভীষ্ম! মম সহ রণে।

ভীষ্ম। তাই হ'ক দেব আশুতোষ!
আজি পিতা পুত্রে হউক সমর।
দেখুক ত্রিলোক বাসী চমকিত নেত্রে—
ক্ষাত্রধর্ম—কত ভয়ানক!
প্রণমি চরণে দেব! [প্রণাম]
অপরাধ ক'রো না গ্রহণ।
কি করিব পিতা!
ক্ষত্র-ধর্ম্ম বড়ই কঠোর!

মহা। শান্তনু-নন্দন! জানি তব বল বীর্য্য আমি।
বিষ্ণুতেজ-সমুদ্ভূত তপস্বী ভার্গব
তব রণে পরাজয় করেছে স্বীকার—
তবে কেন তুমি মম রণে হবে না সক্ষম?
এস বীরব্রতে ব্রতী হও।
নিতান্ত আতঙ্ক যদি হয়
করযোড়ে কর তবে অভয় প্রার্থনা।

ভীষ্ম। অভয় চাহে না কভু বীরেন্দ্র ক্ষত্রিয়।
রণস্থল ক্ষত্রিয়ের লীলা রঙ্গভূমি।
এস দেব আশুতোষ! শূলপাণি হ'য়ে—
ভীষ্ম আজ সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞ

দেখাইতে দেবতায় মানবের বীর্য্য ।

মহা । কি সাহসে এত বল শান্তনু নন্দন ?

ভীষ্ম । ধর্ম্মরণে ধর্ম্মবল সম্বল আপন ।

মহা । শঙ্করে জিনিবে রণে কেন এ দুরাশা ?

ভীষ্ম । তব কৃপাবলে তোমা জিনিবারে আশা ।

মহা । কে কবে সমরে পারে জিনিতে অমরে ?

ভীষ্ম । ধর্ম্মদাস পারে, কিন্তু পারে না পামরে ।

মহা । দেখ তবে চেষ্টা কর, ধরি ধনুর্ব্বাণ ;

ভীষ্ম । প্রস্তুত সমরে ভীষ্ম, হও সাবধান ॥

সৈন্যগণ ! বীরগণ ! মত্ত হও রণে ।

[যুদ্ধোদ্যম]

গান

দেব-সৈন্যগণ ।— ভীষণ তাণ্ডবে, বধ বধ পাণ্ডবে

করিতে ঘোষণা যাদবের জয় ।

পাণ্ডব-সৈন্যগণ ।— প্রমত্ত আহবে, কে জিনে পাণ্ডবে

সবাকারে সবে করিব বিজয় ॥

দেব-সৈন্যগণ ।— মানব কি পারে কভু জিনিতে অমরে,

পাণ্ডব-সৈন্যগণ ।— ত্রিলোক জিনিবে নরে ধর্ম্মের সমরে,

দেব-সৈন্যগণ ।— চূর্ণ হবে দর্প দেবতার শরে ।

পাণ্ডব-সৈন্যগণ ।— মানব সমরে হবে যাদবের পরাজয় ॥

দেব-সৈন্যগণ ।— তেত্রিশকোটী দেব আজি কৃষ্ণ পক্ষ,

পাণ্ডব-সৈন্যগণ ।— পাণ্ডবের পক্ষে ধর্ম্ম শুক্লপক্ষ,

দেব-সৈন্যগণ ।— নাহি পায় প্রাণ কৃষ্ণ প্রতি পক্ষ,

পাণ্ডব-সৈন্যগণ ।— ত্রৈলোক্য বিপক্ষে নাহি পাণ্ডবের ভয় ॥

অর্জ্জুন। দেব সেনাপতি ষড়ানন!
ধর তবে শরাসন,
তব সনে হোক্ মোর রণ।

কার্ত্তিক। বিজয় গাণ্ডীব পার্থ করহ ধারণ,
দেখা যাক্ কার শক্তি কত?

অর্জ্জুন। শক্তিতে অর্জ্জুন বীর ত্রিলোক বিজয়ী।
পশুপতি জয়ী—আমি ধনঞ্জয়,
নিবাত—কবচ কালকেয় দৈত্য
বিনিহত আমার সমরে!
খাণ্ডব দাহন করি অগ্নি তৃপ্তি সাধি,
লভিয়াছি বিশ্বজয়ী—বিজয় গাণ্ডীব,
আমার শক্তির মন্ত্র
জান না কি শক্তির কুমার?
না জান যদ্যপি তবে লও পরিচয়।
জেনো সুনিশ্চয় দেব-সেনাপতি
পার্থ রণে আজি তব—নাহি অব্যাহতি।
গাণ্ডীব নিঃসৃত মম খর শরজালে
অমরত্ব হইবে বিলোপ তব দেব-সেনাপতি!

কার্ত্তিক। অহঙ্কারে আত্মহারা হ'য়ে
উন্মত্তের মত বলিতেছ অনেক প্রলাপ;
অমরত্ব করিবে বিলোপ তুমি কার্ত্তিকের?
হা ভ্রান্ত! অমর কি মরে কভু মরজীব করে!

অর্জ্জুন। অমরের মূর্চ্ছাই মরণ।
ষড়ানন! অর্জ্জুনের শরে আজ হইবে মূর্চ্ছিত!

পাণ্ডবের ধর্ম্মব্রত করিতে যাপন
প্রতিবাদী কৃষ্ণ সনে যত দেবগণ,
সকলেই নির্য্যাতিত হইবে সমরে ;
পাণ্ডবের করে কেউ পাবেনা নিস্তার।

কার্ত্তিক। কার করে কে পাবে নিস্তার
নির্ণয় নাহিক কিছু তার।
না হইতে সমর আরম্ভ
পূর্ব্ব হ'তে জয় আশা মনে,
নিতান্তই মতিচ্ছন্ন—অধঃপাত হেতু।
বৃথা বাক্যব্যয় না করিয়া আর
গাণ্ডীব কার্ম্মুকে কর জ্যা—আরোপণ
কার্ত্তিকের সনে হ'ক্ অর্জ্জুনের রণ।

অর্জ্জুন। আমি ত প্রস্তুত সদা করিতে সমর
এস—যুদ্ধে বুঝে নিই জয়—পরাজয়! [যুদ্ধোদ্যম]

কর্ণ। বিস্ময়-বিমুগ্ধ নেত্রে বিহ্বল মানসে
কি দেখিছ চাহিয়া—মদন?
দেখিতেছ কাল ব'য়ে যায়?
কখন করিবে রণ?
ধর অস্ত্র, লিপ্ত হও কর্ণ সহ রণে
আজ তব নাহি পরিত্রাণ।
ত্র্যম্বক—ত্রিনয়নোত্থিত অনলে পুড়িয়া
ভস্মীভূত হয়েছিলে যবে,
দেবগণে সেইকালে দানিল জীবন।
কিন্তু আজি কর্ণ রণে হারাইলে প্রাণ

পাবে না মদন আর নূতন জীবন।
এস—তুমি যত অনর্থের মূল,
ব্যভিচার—অত্যাচার ক'রেছে সৃজন;
আজি রণে বধিয়া তোমায়
ব্যভিচার বিশ্ব হ'তে মুছে ফেলে দিই।

মদন। কে হে নীচ অধিরথ পুত্র কর্ণ দুরাশয়!
দুর্যোধনের অন্নদাস! ক্ষত্র সনে মিলি
স্পর্দ্ধা বুঝি বেড়েছে এমন?
না, নিয়তির আকর্ষণে
আসিয়াছ কৃষ্ণ পুত্র প্রদ্যুম্ন—সকাশে?
নিতান্তই অপাত্র তুই ঘৃণ্য সূত্রধর,
তোর সনে মদনের সাজে কি সমর?

কর্ণ। বাক্যব্যয়ে বীরত্বের নয় পরিচয়,
পাত্রাপাত্র বোঝা যাবে রণে
হও হে প্রস্তুত পরীক্ষা দানিতে
পরীক্ষার রণক্ষেত্রে যবে উপনীত?

মদন। কিসের পৌরুষ এত কাপুরুষ কর্ণ!
দেখা রণে পুরুষত্ব—বীর্য্যবত্তা তোর।

কর্ণ। কাপুরুষ নহে এই কর্ণ অঙ্গপতি।

মদন। পরীক্ষা হইবে তার দেখিব সম্প্রতি।

কর্ণ। কর্ণ-রণে মদনের ব্যর্থ ফুলবাণ।

মদন। ত্রিলোক মোহিত আর কর্ণ পাবে ত্রাণ?

কর্ণ। কতবার ফুলবাণ করেছি বিফল।

মদন। আজি মদনের বাক্য হইবে সফল।

কর্ণ। ধর তবে কুসুমেষু! তব ফুল শর।

মদন। ধনুঃশর-করে আমি সদা অগ্রসর।

কর্ণ। কর্ণ সনে সাবধানে করিবে সমর।

মদন। মানব-সমরে কভু ডরে না অমর। [যুদ্ধোদ্যম]

অশ্ব। সংযমনী যম!

অশ্বত্থামা তব সনে সমরার্থী—আজ।

ধর দণ্ড দণ্ডধর!

ব্রহ্মশিরা ক'রে আমি দাঁড়াই সদর্পে!

যম। ব্রহ্মশিরা ছিন্ন শিরা হবে অশ্বত্থামা।

শমনের নয় দণ্ড সঞ্চালন তেজে!

ক্ষাত্রবৃত্তিধারী দ্বিজ তুমি—মহাপাপী

তোমারে দানিতে আজ সমুচিত দণ্ড

দণ্ডধর দণ্ড ধরি দাঁড়াল বিক্রমে।

আজি তব অমরত্ব হইবে বিলোপ

শমনের শাসনাস্ত্র তেজে।

অশ্ব। বাখানি সাহসে তব সংযমনী পতি!

অমরে মারিতে শক্তি কতদিন পেলে?

কে দিয়েছে সে শক্তি তোমায়?

কালপূর্ণ হয় যার

সেই যায় যম-অধিকারে,

আজ কাল অমরেও মরিবারে পার?

এত গুণ না থাকিলে যমত্ব কে পায়?

এই গুণে ধর্মরাজ তুমি?

তুমি মহাপাপী নিষ্ঠুরের রাজা!

ধর্ম্মরাজ রাজা যুধিষ্ঠির

যম। হেন বুদ্ধি না থাকিলে উর্ব্বর মস্তিষ্কে
ক্ষত্রিয়ের অন্নদাস হও পিতা পুত্রে ?
আমিই অধর্ম্মরাজ যদি
তবে মম পুত্র কোন গুণে হ'ল ধর্ম্মরাজ ?
পুত্র যুধিষ্ঠির, ধর্ম্মরাজ কেন জান ?
ধর্ম্মরাজ যমের অংশ সম্ভূত
তাই সেই ধর্ম্মরাজ—ধার্ম্মিক সংসারে।

অশ্ব। যাক্—যাক্—অন্য বাক্যে নাহি প্রয়োজন
সমরের আয়োজন করহ ত্বরায়।
ব্রহ্মশিরা সনে হ'ক যমদণ্ড রণ
কার শক্তি—কার তেজ দেখি বলবান।
প্রজ্বল—প্রজ্বল দীপ্ততেজে অস্ত্র ব্রহ্মশিরা ;
শমনে বিদগ্ধ কর দাবানল তেজে।
লক্ লক্—লোলজিহ্বা করিয়া বিস্তার
ধর্ম্মদ্বেষী দেবগণে দগ্ধ কর ত্বরা।

যম। উত্তোলিত যমদণ্ড প্রচণ্ড মূর্ত্তিতে
ব্রহ্মশিরা শির খণ্ড খণ্ড করি
ধরণীর ধূলি সনে করিতে মিশ্রিত।
আর—আর এই যমদণ্ডাঘাতে
ক্ষাত্রবৃত্তিধারী বিপ্রে দণ্ড প্রদানিব। [যুদ্ধোদ্যম]

ভীম। সকলেই প্রতিদ্বন্দ্বী করিল নির্ণয়
এবে আমি আর হলধর দেখিব দুজনে।
গদাধরের দাদা—ওহে বীর হলধর !

এস হলধরে—গদাধরে করিব সমর।

বল। বৃকোদর! হলধর সনে রণ নহে ত সহজ?
এই হল করিয়া সম্বল
ত্রিভুবন পারি আকর্ষিতে,
কি ছার পাণ্ডব—কিবা ছার বৃকোদর।
মাত্র দামোদর করে নি ইঙ্গিত
তাইতে এখনো ছিনু নিশ্চেষ্ট হইয়া।
এইবার সময় আগত সমরের
এস ভীম! হলায়ুধে বিচূর্ণিব গদা

ভীম। গদাধর অগ্রজ তোমার
ভয় করে ভীমের এ গদা।
কৃষকের হল অস্ত্রে
কি করিবে ভীমের গদার?
ক্ষেত্র-কর্ষণের যন্ত্র কৃষকের হল,
সেই হ'ল যুদ্ধে অস্ত্র তব?
ভাল—ভাল—এস একবার
সুপাত্রে ভীমের গদা করুক্ প্রহার।

[যুদ্ধোদ্যম]

ব্রহ্মা। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির!
যাদব-পাণ্ডব রণে—
প্রতিদ্বন্দ্বী তুমি মোর
এস ধর্ম্মরাজ! ব্রহ্মা সনে ধর্ম্ম রণে।

যুধি। প্রস্তুত কিঙ্কর দেব! করিতে সমর,
এই ধরিলাম ধনুর্ব্বাণ,

সাবধানে এস রণে লোক-পিতামহ !
জেনো মনে যুধিষ্ঠির যুদ্ধে সদা স্থির।

ব্রহ্মা। সে বাক্যের আজি ঘটাব অন্যথা,
যুদ্ধে স্থির যুধিষ্ঠিরে করিব অস্থির।
এই কমণ্ডলু বজ্র-সম মহাঅস্ত্র
এরই আঘাতে তোমা করিব চঞ্চল।

যুধি। ধর্ম্মরণে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির
চাঞ্চল্যে না ভীত হয় কভু,
প্রাণত্যাগ রণে ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের
জানে তাহা ক্ষত্রপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির।
শিব, ব্রহ্মা, ইন্দ্রাদি অমরগণে
পাণ্ডবেরা ডরিলে সমরে,
এতক্ষণ রণস্থল করি পরিহার
পলাইত কিংবা শরণ লইত।

ব্রহ্মা। ভাল ধর্ম্মরাজ !
দেখা যাক্ ধর্ম্মরণে ধর্ম্ম বল তব।

যুধি। পাণ্ডবের ধর্ম্মবল অতি অগাধ।

ব্রহ্মা। ব্রহ্মার বিক্রমে হত হবে ধর্ম্মবল।

যুধি। অথবা ব্রহ্মার বাক্য হইবে বিফল।

ব্রহ্মা। সামান্য মানব হ'য়ে অতি উচ্চ-আশা।

যুধি। শক্তি থাকে বীর্য্যবলে চূর্ণ কর আশা।

ব্রহ্মা। সাবধান হও তবে পাণ্ডুর নন্দন !

যুধি। সাবধানে কর রণ হে চতুরানন। [যুদ্ধোত্তম]

নকুল। এইবার পিতা পুত্রে হইবে সমর।

সহদেব! রণে লিপ্ত হও জনকের সনে।

সহ। এস পিতা! অশ্বিনী কুমার
ক্ষত্রিয়ের রণনীতি করহ পালন
দেখুক্ জগত্‌বাসী পিতা—পুত্রে রণ।

অ, কুমার। দেব-নরে যুদ্ধকালে পিতা-পুত্রে রণ
এ ত নহে অসম্ভব বীরের কথন?
তার জন্য ইতস্ততঃ কিবা সহদেব?
ধর ধনু—জোড় শর—হান ক্ষিপ্রহস্তে
পারি যদি করি প্রতিরোধ;
তোমরাও পার, মম অস্ত্র কর নিবারণ।

[যুদ্ধোদ্যম]

কৃষ্ণ। আচার্য্য! এইবার আপনি আর আমি।

দ্রোণ। বেশ—তাই হ'ক্! তুমি ইচ্ছাময়, ইচ্ছা ক'রে যখন আমার সহিত রণ প্রার্থনা কর্‌ছ, তখন আমি প্রস্তুত। বাজাও পাঞ্চজন্য শঙ্খ! ধর তোমার সুভীষণ গদা চক্র; আমি এই ধনু ধারণ ক'রে দাঁড়ালেম।

কৃষ্ণ। আমিও চক্র হস্তে দাঁড়ালেম। [যুদ্ধোদ্যম] [স্বগত] দেবশক্তি আকর্ষণ ক'রে পাণ্ডব অঙ্গে প্রদান না কর্‌লে, তারা সমরে সমর্থ হবে না। এত আয়োজন ক'রেও ত অষ্টবজ্র সম্মিলন হ'ল না! তবে কি দুর্ব্বাসার কর্ম্মদোষের খণ্ডন হবে না? তবে কি উর্ব্বশীর শাপ মোচন হবে না? যাই হ'ক্—পাণ্ডবাঙ্গে দেব শক্তি চালনা করি। [তথাকরণ]

দ্রোণ। কেশব! আকুল হ'য়ে কি ভাব্‌ছো? আজ আর ভেবো

কূল কিনারা পাবে না—এ অকূল সমুদ্রের মাঝখানে এসে পড়েছ, আর রক্ষা নাই।

কৃষ্ণ। ভাব্‌ছি—ব্রাহ্মণ-অঙ্গে কেমন ক'রে শরক্ষেপ কর্‌ব ?

দ্রোণ। ব্রহ্মবধে তোমার আবার ভয় কিহে! ওটা ত তোমার চিরাভ্যস্ত। গোহত্যা—ব্রহ্মহত্যা—স্ত্রীহত্যা কর্‌তেই ত তোমার কৃষ্ণ অবতার ?

কৃষ্ণ। কোথায় কবে আমি কোন্ ব্রাহ্মণকে হত্যা করেছি আচার্য্য ?

দ্রোণ। দৈত্যবধ ক'রে ব্রহ্মহত্যা করেছ। দৈত্যগণ ত কশ্যপের পুত্র? তাহ'লে কি তারা ব্রাহ্মণ হ'ল না? তারপর ত্রেতায় রাম অবতারে—বিশ্রবানন্দন দশানন, যে লঙ্কাধামে ত্রিকালজ্ঞ ব্রাহ্মণ তাকে কি তুমিই বধ কর নাই? তবে আর ব্রহ্মহত্যার বাকী কি ?

কৃষ্ণ। গো-হত্যা কর্‌লেম কিসে ?

দ্রোণ। ব্রজধামে যে বৎসাসুরকে বধ ক'রেছিলে—ধেনুকাসুরকে বধ ক'রেছিলে, কি মূর্ত্তিতে বধ ক'রেছিলে বল দেখি ?

কৃষ্ণ। ধেনুকাসুর ধেনুমূর্ত্তিতে আর বৎসাসুর গো-বৎসাকারে গো-পালে প্রবেশ ক'রে অত্যাচার কর্‌ছিল, সে ত তাদের মায়ামূর্ত্তি।

দ্রোণ। মায়ামূর্ত্তি হ'লেও গো-মূর্ত্তিতে যখন তুমি তাদের বধ করেছ, তখনই তোমার গোহত্যা করা হয়েছে। তার পর তুমি ব্রজ-বর্জ্জন কর্‌লে তোমার শোকে বহু ধেনু—বহু বৎস—বহু বহু বৃষ প্রাণত্যাগ করেছে।

কৃষ্ণ। আচ্ছা—স্ত্রীহত্যা কর্‌লেম কিরূপে ?

দ্রোণ। পুতনার স্তনাকর্ষণ ক'রে তাকে হত্যা করায় কি তোমার স্ত্রীহত্যা হয় নাই?

ভীম। না—আর অত কুটুম্বিতা—আত্মীয়তা—ভক্তিষাণ ডাকাডাকি ভাল লাগে না। কি বল্‌ব—পিতামহ পূর্ব্বেই প্রতিপক্ষ নির্ব্বাচন ক'রে দিয়েছেন, নৈলে এতক্ষণ এই ভীমই গদা ধ'রে এলোধাপাড়ি পিট্‌তে পিট্‌তে একধার থেকে অন্যধার পর্য্যন্ত সব সোঁপাট শুইয়ে দিত। রথী নির্ব্বাচন ক'রেই এই সব অনর্থ ঘটে যাচ্ছে। এ এস—সে এস, তুমি আমার সঙ্গে, ও তার সঙ্গে, এই রকম কর্‌তে কর্‌তে বেলা দুপুর হ'য়ে উঠ্‌ল; এখন কি যুদ্ধ করা হবে? দুপুরে মাতন হবে। ক্ষিধেয় নাড়ী চোঁ চোঁ কর্‌লে কি যুদ্ধ ভাল লাগে? এখনও বল্‌ছি পিতামহ! যুদ্ধ কর্‌বেন ত করুন, নৈলে বলুন—আমি একাই গদাপেটা ক'রে, দেবতাদের গরু তাড়ান ক'রে খেদিয়ে দিই।

ভীষ্ম। না—না আর বিলম্ব নিষ্প্রয়োজন। আপন আপন ইষ্ট দেব চিন্তা ক'রে কৃষ্ণ প্রতিকূলে যুদ্ধারম্ভ কর।

ভীম। জয় ধর্ম্মের জয়! জয় কৃষ্ণের জয়!

সাত্যকি। যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়!

[উভয়পক্ষের ঘোরতর যুদ্ধ।

গীতকণ্ঠে কর্ম্মানন্দের প্রবেশ।

কর্ম্মা।—　　　　গান।

দিব্যনেত্রে হের কুরুক্ষেত্রে
　　অমর-নরে সমরে লিপ্ত।
যাদব পাণ্ডবে প্রমত্ত আহবে,
　　সনে অরাতি জিনিতে ক্ষিপ্ত।

দেবতা মানবে বাধিল রণ
সঘনে কম্পিত হ'ল ত্রিভুবন
কক্ষচ্যুত দুষ্ট গ্রহ—তারাগণ
পতনকালে বিশ্ব দীপ্ত।
আশ্রিত রক্ষা ধরম পালনে,
শক্রতা বিসারে মিত্র নারায়ণে,
পাণ্ডব সনে এই ধর্ম্মরণে
দেবতাবৃন্দ সনে উদ্দীপ্ত।
যে জিনিবে আজ সমরে অরাতি,
ঘোষিবে তাহার স্বর্ণ সুখ্যাতি,
সম পরাক্রমী সবে মহারথী
বীরত্ব সবার নিত্য ব্যাপ্ত।

[প্রস্থান।

দ্রোণ। কেশব! সাবধান হও। ক্ষিপ্রহস্তে শরাঘাত নিবারণ কর, নতুবা এখনই সমরক্ষেত্রের তৃণ শয্যায় শায়িত হবে।

কৃষ্ণ। সত্যই ত! এ কি! আচার্য্য-শরে আমায় যে বিচঞ্চল ক'রে তুলেছে! আর ত স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না। উঃ! অন্ধকারের জমাট এসে দৃষ্টি শক্তি আবরণ ক'রে দিলে—মস্তক ঘূর্ণিত—পদদ্বয় কম্পিত—দারুণ পিপাসা! উঃ! জল—জল!

[পতন ও মূর্চ্ছা]

ভীম। কি হ'ল—কি হ'ল আচার্য্যদেব?

দ্রোণ। আর কি হবে ভীম! ব্রাহ্মণাধম দ্রোণ আজ শরাঘাতে ব্রহ্মণ্যদেবকে মূর্চ্ছিত ক'রে মহাপাপ অর্জ্জন করেছে।

ভীম। কি—কি কৃষ্ণ আমার মূর্চ্ছিত? কেশব! কি খেলা

ভাই, এ সব? আজ এই দৃশ্য দেখাবার জন্যই বুঝি রণ আয়োজন করেছিলি? আজ আমার প্রাণকৃষ্ণ ভূতলে মূৰ্চ্ছিত—আর ভীম চিত্র পুত্তলিকার মত তাই দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছে! ধিক্ ভীমের কর্ম্মে—ধিক্ তার ক্ষত্রিয়ত্বে—শতধিক্ তার ধর্ম্মরক্ষায়। আর কেন? যে পাণ্ডবের বক্ষোনিধি, সেই কৃষ্ণধনই যদি অচেতন, তবে আর যুদ্ধে কি প্রয়োজন? কেশব! চক্রপাণি! পুণ্ডরীকাক্ষ! ধুলায় শয়ন কি তোর শোভা পায় ভাই! আয় কমলাক্ষ! ভীমের বিস্তৃত বক্ষে বিশ্রাম কর্‌বি আয়। [কৃষ্ণকে বক্ষে ধরিলেন] দেব সঙ্কর্ষণ! রণে ক্ষান্ত দিয়ো না, ভাই! আমি অচৈতন্য কৃষ্ণকে বুকে নিয়ে তোমার সম্মুখে দাঁড়াই, তুমি, ঐ হলের আঘাতে আমার অস্তিত্ব বিলুপ্ত কর। আমার জন্যই আজ তুমি তোমার ভাইকে হারাতে বসেছ—আমারই অবিমৃষ্যকারিতায় কৃষ্ণ আজ এমন ভাবে চেতনা বিলুপ্ত—আমিই যত অনর্থের মূল। বলদেব! প্রহার কর তোমার প্রচণ্ড হল আমার পাপ মস্তকে—ধ্বংস কর ভীমকে—কৃষ্ণদ্রোহী বৃকোদরকে আর ধরায় রেখো না, হলধারী! আমি তোমার চরণে ধরি—আমায় বধ ক'রে এই অনুতাপের জ্বালা জুড়াও।

বল। ধন্য ভীম! ধন্য তোমার কৃষ্ণপ্রেম! কি ভাবে সাধনের ধন কৃষ্ণধনকে প্রেমের বন্ধনে বাঁধ্‌তে হয়, তা তোমরাই জান! এত শত্রুতা যার সঙ্গে, তারই মূর্চ্ছা দেখে, উন্মত্তের মত তাকে বুকে তুলে নিলে। এর নাম কি শত্রুতা? না প্রকৃত বীরভক্তের উদ্দীপ্ত ভক্তি? বৃকোদর! আমার প্রাণের সহোদর দামোদরকে একবার আমার বক্ষে দাও, দেখি আমি যদি কৃষ্ণের চৈতন্য সম্পাদন কর্‌তে পারি?

নাও ভ অগ্রজদেব! জগতের চৈতন্য যিনি, তাঁকে

অচৈতন্য দেখে আমি যেন দিগ্বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হয়েছি। দাও ত বলদেব! চৈতন্যদেবের চৈতন্য দাও ত! [বলরামের বক্ষে কৃষ্ণকে সমর্পণ]

বল। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! প্রাণকৃষ্ণ! এ কি তোর ভাব ভাই? মানবের রণে তুই আজ অচৈতন্য? যার নামের গুণে মৃতে প্রাণ পায়—শুষ্কতরু মুঞ্জরিত হয়—পাষাণে প্রবাহিনী ছোটে, সেই তুই আজ অচেতন? এ মূর্চ্ছায় চৈতন্য দিতে তোর নাম ভিন্ন আর কি আছে? কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!

কৃষ্ণ। [সংজ্ঞাপ্রাপ্তে] কেন দাদা! কি হ'য়েছে?

ভীম। আর কি হবে মাথামুণ্ড! সর্ব্বনাশ হয়েছিল এখনই! এমন জান্‌লে কি এ কাল যুদ্ধের আয়োজন কর্‌তেম? কৃষ্ণ রে! ভাই রে! আচার্য্যের শরে আজ তুই অচৈতন্য হ'য়ে বক্ষে কি ভীষণ শোকের বজ্র নিক্ষেপ করেছিলি ভাই? তোর মূর্চ্ছিত দেহ বক্ষে ধ'রে তবে বজ্রাঘাতের বেদনা দূর করেছিলেম ভাই! ছিঃ কেশব! পাণ্ডবের সঙ্গে তোর কি এ সব লীলা?

কৃষ্ণ। সে পরিচয় পাণ্ডবকে কি জানাব? আমার মূর্চ্ছায় বক্ষে বজ্রাঘাত-ব্যথা সহ্য করেছ, তবু আমার লীলা বুঝ্‌তে চাও? আচ্ছা বোঝাচ্ছি—ভাল ক'রে আমার লীলা তোমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি। তাতে এক বজ্র নয় অষ্টবজ্রের সমাবেশ হবে। আগে অষ্টবজ্রের অপেক্ষায় থাক, তার পর আমার লীলা বুঝো। এখন কি কর্‌বে? যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়ে দণ্ডীকে অশ্বিনীসহ আমার করে প্রদান কর্‌বে? না এই ভাবেই যুদ্ধ চল্‌বে?

ভীম। দণ্ডীকে মার্জ্জনা কর, কৃষ্ণ! সে আমাদের আশ্রিত। দণ্ডী ছাড়া তুমি যা চাইবে, অকাতরে তোমায় তাই প্রদান কর্‌ব—তুমি যুদ্ধে ক্ষান্ত হও, ভাই!

কৃষ্ণ। আমি অশ্বিনী সহ দণ্ডীকেই চাই, আর কিছুই চাই না। সে যদি তোমাদের আশ্রিত হয়, তবে অগ্রে তোমাদের প্রাণ নোব—পরে দণ্ডীকে গ্রহণ করব।

ভীম। আমাদের প্রাণ ত অনেকদিন দিয়েছি, কেশব!

কৃষ্ণ। সে মুখে দিয়েছ, এইবার কাজে দিতে হবে। তোমাদের প্রাণবধ না করলে ত আমি দণ্ডীকে পাব না? তাই সপ্তবজ্র সমাবেশ ক'রে যুদ্ধে এসেছি। ইন্দ্রের এক বজ্র, আমার চক্র এক বজ্র, দাদার হল এক বজ্র, যমের দণ্ড এক বজ্র, বরুণের পাশ এক বজ্র, ত্রিলোচনের ত্রিশূলও এক বজ্র, ব্রহ্মার কমণ্ডলু এক বজ্র। এই সপ্ত বজ্রের সঙ্গে আর একটি বজ্র যেমন যোগ হবে তেমনি আমিও পাণ্ডবের প্রাণ গ্রহণ করব। তার আর বড় বেশী বিলম্ব নাই। দেবগণ! নিশ্চেষ্ট কেন, আবার যুদ্ধারম্ভ কর—পাণ্ডব বল প্রতিহত কর—অষ্টবজ্রের সম্মিলনে পাণ্ডবপক্ষকে ভস্মের মত উড়িয়ে দাও। দেব-সেনাপতি! কি ভাবছ? তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনকে পরাভব ক'রে যাদবের জয় অর্জ্জনে মনযোগী হও। আর বিলম্ব ক'রো না—বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত। আর এক প্রহরের মধ্যে যুদ্ধের জয়-পরাজয় নির্ণয় ক'রে অশ্বিনী সহ দণ্ডীকে আমাদের আয়ত্বে আনতে হবে। সকলে ক্ষিপ্র হস্তে সমর-নৈপুণ্য প্রদর্শন কর।

কার্ত্তিক। চক্রপাণি! তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন কেন, সমবেত পাণ্ডব শক্তিকে দমন করতে কার্ত্তিক মুহূর্ত্তেই সক্ষম; তবে যে বিলম্ব হচ্ছে—তার কারণ তুমি। চক্রী তুমি—জ্ঞানাতীত তোমার চক্র! তাই ত মূর্চ্ছা গিয়ে লিপ্ত রণে বীতশ্রদ্ধ ক'রে দিয়েছ। তোমার প্রশ্রয় পেয়ে পাণ্ডবের এত স্পর্দ্ধা—এত সাহস! তুমি চক্র ত্যাগ ক'রে সুদর্শন চক্র ধ'রে স্থির হ'য়ে রণ কর, দেখ—আমি পলকে পার্থকে সংহার করতে পারি কি না?

অর্জ্জুন। কতকগুলো মুখ পেয়েছ ব'লে বাক্যের বীরত্বে পার্থকে ভোলাতে পারবে না। তোমার স্পর্দ্ধা—তোমার সাহসই বা সামান্য কি দেব-সেনাপতি? আমরা কৃষ্ণের প্রশ্রয়ে স্পর্দ্ধান্বিত—সাহসী, আর তুমি বন্ধ্যা রমণীমণ্ডলের পূজা পেয়ে এতদূর বর্দ্ধিত হ'য়ে উঠেছ? ভীষ্ম, দ্রোণাদি বিমণ্ডিত পাণ্ডব-শক্তিকে মুহূর্ত্তে জয় করতে পার তুমি? শিবের ঔরসজাত—শঙ্করীর গর্ভজ সন্তান ব'লে এতক্ষণ আমি তোমায় ক্ষমা ক'রে যাচ্ছিলেম, ষড়ানন! তাই তুমি এতক্ষণ অর্জ্জুনের গাণ্ডীবের সম্মুখে অক্ষতদেহে বিরাজ কর্‌চ। কিন্তু আর না—আর ক্ষমা নাই—উপেক্ষা নাই—অবহেলা নাই—শৈথিল্য নাই। এইবার কার্ত্তিক! তুমি যথার্থ অর্জ্জুনকে দেখবে—অর্জ্জুনের প্রকৃত বীরত্ব-তেজ এইবার অনুভব করবে। সব্যসাচীর গাণ্ডীববিনির্ম্মুক্ত সুতীক্ষ্ণ শায়কে আজ শিব-পুত্রের চৈতন্য বিলুপ্ত হবে। পার্থের এই পণ কেউ ভঙ্গ করতে পারবে না। সমস্ত দেবশক্তি তোমার রক্ষক হ'লেও পার্থের রণে আজ তোমায় কেউ রক্ষা করতে পারবে না। অমর না হ'লে তোমায় বধ করতেম, অমর ব'লে শরাঘাতে জর্জ্জরিত ক'রে তোমায় মূর্চ্ছিত করব—অমরের মূর্চ্ছাই মৃত্যু। সেইরূপ মৃত্যু আজ তোমার অর্জ্জুনের বাণে। সাবধান!

[উভয়ের যুদ্ধ ও কার্ত্তিকের পতন]

কৃষ্ণ। [স্বগত] এই ত শেষ সময় উপস্থিত। [প্রকাশ্যে] দেবগণ! কি কর্‌ছ—কি দেখ্‌ছ? সর্ব্বনাশ হয়েছে? পার্থ-শরে ষড়ানন ভূপতিত—মূর্চ্ছিত—সংজ্ঞা বিরহিত! এখনি অর্জ্জুন তাকে নির্য্যাতিত করবে। অতএব সকলে আপনাপন অস্ত্র ধারণ ক'রে অর্জ্জুনের গতি রোধ কর। এই আমি সুদর্শন নিয়ে পার্থের প্রতিপক্ষে দাঁড়ালেম।

[চক্র ধারণ]

মহা। আমিও আমার পুত্র হন্তার বিরুদ্ধে ত্রিশূলোত্তলন করলেম। [ত্রিশূলধারণ]

বল। আমিও আমার হল নিয়ে প্রস্তুত হ'লেম [হলধারণ]

ইন্দ্র। আমিও অর্জ্জুনের গতিরোধ করতে আমার এই বৃত্র বিনাশি ব্রহ্মাস্থি বিনির্ম্মিত বজ্র নিয়ে দাঁড়ালেম। [বজ্র ধারণ।

ব্রহ্মা। আমিও আমার মহাস্ত্র কমণ্ডলু নিয়ে দাঁড়ালেম। [কমণ্ডলু ধারণ]

যম। আমিও আমার যমদণ্ড ধারণ ক'রে দাঁড়ালেম। [দণ্ড ধারণ]

বরুণ। আমিও আমার পাশ—অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হ'লেম। [পাশ ধারণ]

[সকলের যুদ্ধ]

অর্জ্জুন। সমগ্র দেবতা—ও যক্ষ রক্ষ, নাগ নর, গন্ধর্ব্ব কিন্নর, স্থাবর জঙ্গম, গ্রহ, উপগ্রহ, কেউ পার্থের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে পারলে না, কার্ত্তিকে মূর্চ্ছিত করেছি, কার্ত্তিকের মূর্চ্ছাই ওর মৃত্যু। কার্ত্তিকের হন্তারক পার্থ।

রণচণ্ডী মূর্ত্তিতে দুর্গার প্রবেশ।

দুর্গা। কে রে আমার পুত্র হন্তা? কে কার্ত্তিককে মূর্চ্ছিত করেছে? আমি তাকে বধ করব—বধ করব। প্রস্তুত হও শক্তির পুত্রহন্তা! শক্তির শাণিত খড়্গে উত্তপ্ত বক্ষোরক্ত দিতে প্রস্তুত হও মহাকালীর উত্তোলিত খড়্গে আজ তার পুত্র ঘাতীর শির সহস্র খণ্ডে খণ্ডিত হবে। [খড়্গ ধারণ] কার্ত্তিক কার্ত্তিক! ভয় নাই বাপ্! আমি তোর অভয়া মা এসেছি? আর অচৈতন্য থেকো না, কুমার।

কার্ত্তিক। [সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া] কৈ—কৈ আমার শক্তি অস্ত্র কৈ? আজ—অর্জ্জুনকে বধ করতে হবে। এই যে এই যে শক্তি-অস্ত্র! [শক্তি ধারণ] সাবধান! আজ ধরণী অপাণ্ডবা হবে।

[যুদ্ধোদ্যত]

সহসা উর্ব্বশীর প্রবেশ।

উর্ব্বশী। [উভয় হস্ত—উত্তোলন পূর্ব্বক] দেবগণ! যোদ্ধৃগণ! ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও—অস্ত্র সংবরণ কর—আর বিফল সৃষ্টি নাশে কি ফল? যার জন্য এত আয়োজন—যার ব্রহ্মশাপ মোচনে আজ কুরুক্ষেত্রে অষ্টবজ্র সম্মিলন, আমিই অভিশপ্তা উর্ব্বশী—দণ্ডীরাজের অশ্বিনী। অষ্টবজ্র সম্মিলন স্থলে আমার অশ্বিনীরূপ মুক্তি—উর্ব্বশীর ব্রহ্মশাপ বিমোচন। যে কার্য্যের জন্য এত বিরাট আয়োজন, তা সম্পূর্ণ যখন, তখন আর অনর্থক যুদ্ধে প্রয়োজন কি? ধন্য পাণ্ডব! ধন্য তোমাদের ধর্ম্মবল! তোমাদের ধর্ম্মবল সম্বল করতে পেরেছিলেম বলে আজ এই অষ্টবজ্র সম্মিলনে উর্ব্বশীর শাপ মোচন হ'ল। জয় ধর্ম্মের জয়—জয় পাণ্ডবের জয়—জয় ধর্ম্মাধার বাসুদেবের জয়!

সকলে। জয় ধর্ম্মের জয়! জয় পাণ্ডবের জয়!! জয় ধর্ম্মাধার বাসুদেবের জয়!!!

ভীম। তাইত বলি কৃষ্ণ রে! তোর লীলা বোঝা ভার! এই অশ্বিনীকে উদ্ধার করতেই বুঝি পাণ্ডবের ধর্ম্ম পরীক্ষক হয়েছিলি! ধন্য তোর লীলা!

কৃষ্ণ। ধন্য পাণ্ডব! ধন্য পাণ্ডবের ধর্ম্মবল! এস প্রিয় পাণ্ডবগণ! একবার প্রেমালিঙ্গনে সংবদ্ধ হয়ে মনোমালিন্য দূর করি। (পাণ্ডবাদি সকলের সহিত আলিঙ্গন)

দুর্ব্বাসার প্রবেশ।

দুর্ব্বাসা। শান্তি—শান্তি—শান্তি।
শান্তিময় কৃষ্ণচন্দ্র ব্রাহ্মণের প্রাণে
এতদিনে দানিলেন শান্তি।
উর্ব্বশীরে অভিশাপ করিয়া প্রদান
এতদিন দহিলাম অশান্তি অনলে,
শান্তিময় কৃষ্ণের কৃপায়
অষ্টবজ্র সম্মিলনে শাপ মুক্ত হইল উর্ব্বশী
পাইল সে সুবিমল শান্তি ;
আমারো অশান্তি গেল ফিরে এল শান্তি।
দেবরাজ ! লয়ে যাও উর্ব্বশীরে তব।
উর্ব্বশী ! আর যেন কভু
ব্রাহ্মণ তপস্বী জনে ক'রো না বিদ্রূপ।
আর সুধার্ম্মিক পাণ্ডব সকলে করি আশীর্ব্বাদ,
এইরূপে অশান্তি বিনাশি
ধর্ম্মরাজ্য স্থাপি ভূমণ্ডলে,
শান্তি সুখে আধিপত্য করুন বিস্তার।
আজি এ আনন্দ দিনে কৃষ্ণ বলরাম !
যুগল ভ্রাতায় যুগলে দাঁড়ায়ে,
পূর্ণ কর বাঞ্ছা সকলের।

কৃষ্ণ। ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ তরে
এই মোরা দুই ভাই
দাঁড়াইনু যুগল রূপেতে।

দুর্ব্বাসা। অপরূপ রূপরাশি হের বিশ্ববাসী
আর বল প্রাণ খুলে হরিবোল হরি !

সকলে। হরিবোল—হরিবোল—হরি হরি বোল ;
নমস্তে বলরামায় শেষরূপী মহাত্মনে
রামায় বলভদ্রায় ভক্তার্ত্তি নাশনায় চ। [প্রণাম
নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায় চঃ
জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ। [প্রণাম

দুর্ব্বাসা। গাও সবে মুক্ত-কণ্ঠে-রাম কৃষ্ণ নাম
জয় কৃষ্ণ—জয় জয় বলরাম !!

সকলে।—

গান।

আজি যুগলে মিলেছে ভাল যুগল দুটী ভাই ;
কানাই বলাই যুগল মিলন, তুলনা এর নাই ॥
কৃষ্ণ নবঘনে শুভ্র—সুধাকর,
নীল-রজত রূপে আলোকিত অম্বর,
গঙ্গা যমুনা বারি ব'য়ে যায় তর তর,
কি রূপ সুন্দর, জগজন মনোহর,
ঐরূপে হ'য়ে বিভোর, গণেশ শ্মশানবাসী
অঙ্গে মাখে ছাই ॥

যবনিকা।